বেতার বাংলা

ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৮

১৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বঙ্গভবনে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন

১২ আগস্ট ২০২১ তারিখে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের কাছে রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার ভিকেনতেভিচ মাস্তিতস্কি পরিচয়পত্র পেশ করেন

১৭ আগস্ট ২০২১ তারিখে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের কাছে বাংলাদেশে নিযুক্ত থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মাকাওয়াদি সুমিতসোর পরিচয়পত্র পেশ করেন

বেতারবাংলা

দ্বি-মাসিক পত্রিকা

ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৮ ● ১৬ আগস্ট ২০২১ - ১৬ অক্টোবর ২০২১

আঞ্চলিক পরিচালক
মর্জিনা বেগম

সম্পাদক
সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম

বিজনেস ম্যানেজার
মোঃ শরিফুর রহমান

সহ সম্পাদক
সৈয়দ মাহবুব ইলাহি

প্রচ্ছদ ডিজাইন
জামান পুলক

আলোকচিত্র
পিআইডি, বেতার প্রকাশনা দপ্তর এবং
বাংলাদেশ বেতারের কেন্দ্র ও ইউনিটসমূহ

মুদ্রণ সংশোধক
মো: হাসান সরদার

প্রকাশক
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

বেতার প্রকাশনা দপ্তর
জাতীয় বেতার প্রশাসন ভবন
৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি
শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন:০২-৪৪৮১৩০৫৯ (আঞ্চলিক পরিচালক)
০২-৪৪৮১৩০৫৩ (সম্পাদক)
০২-৪৪৮১৩০০৯ (বিজনেস ম্যানেজার/ক্যাশ)
ওয়েবসাইট: www.betar.gov.bd
ইমেইল: betarbanglabd@gmail.com
ফেসবুক: /betarbangla

নামলিপি
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
প্রতি সংখ্যা: ২০ টাকা
ডাকমাশুলসহ প্রতি সংখ্যা: ৩০ টাকা

প্রোডাকশন
দশদিশা প্রিন্টার্স

সম্পাদকীয়

বর্ষার অবসানে রূপময় বাংলার ঋতু পরিক্রমায় স্নিগ্ধতার কোমল পরশ আর শুভ্রতার ছোঁয়া নিয়ে আবির্ভূত শরৎকাল। বৈচিত্র্যময় বাংলা বর্ষপঞ্জির পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাস ভাদ্র-আশ্বিন এই দুই মাস আমাদের উদাসী হাওয়ার ঋতু শরৎ। মেঘমুক্ত আকাশে পেঁজা তুলোর মত ভেসে চলা সাদা মেঘের ভেলা, আদিগন্ত বিস্তৃত আমন ধানের খেতের উপর ঢেউ খেলে যাওয়া মৃদু বাতাস, শরতের শিউলী, কাশফুলের সমারোহ, সকালের হালকা শিশিরে সিক্ত দূর্বাঘাস সবই আমাদের মনে করিয়ে দেয় শরতের আগমনী বার্তা।

ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্য নানা কারণে অনন্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত একটি দিন ১০ মহররম, পবিত্র আশুরা, মহানবী (সঃ) এর প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হোসেন (রাঃ) এর শাহাদাতের কারণে স্মৃতিবিজড়িত একটি দিন। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অসত্য আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার শপথ নিতে উদ্বুদ্ধ করে পবিত্র আশুরা। তাছাড়া আরো বেশ কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত এই ১০ মহররম। ইসলাম মতে পৃথিবীর সৃষ্টি, ধ্বংস (কেয়ামত)-সহ বিভিন্ন নবী-রসূলের সংশ্লিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছে পবিত্র আশুরা।

আমাদের বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব এই শরতে। অসত্যের বিনাশ আর সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যই স্বর্গ থেকে মমতাময়ী মায়ের ধরণীতে আগমন। 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার'- এই মূলমন্ত্র ধারণ করে আনন্দে ভালবাসার সার্বজনীন এই উৎসবে মেতে উঠে বাংলার বাঙালি। অন্যায়, অসত্য আর সকল মালিন্য দূর করে ত্রিনয়না মা নিয়ে আসবেন সতত মঙ্গল-এই কামনা।

১২ ভাদ্র আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণদিবস। আমাদের জাতিসত্তার অন্যতম বড় অহংকার নজরুল। আমাদের জাতীয় কবি। বাঙালির প্রেম, প্রণয়, মিলন, বিরহ কিংবা বিদ্রোহ প্রতিবাদ সবকিছুতেই নজরুল মিশে আছেন অনন্য-অসাধারণ হয়ে। যতদিন বাংলা থাকবে, থাকবে বাঙালি ততদিন নজরুল বিরাজ করবেন আমাদের সত্তায়-শ্রদ্ধায়। নজরুলের গান, কবিতাসহ তাঁর সকল কালজয়ী সৃষ্টি আমাদের প্রতিদিনের জীবনে দেয় নতুন প্রেরণা। আমাদের মহান মুক্তিসংগ্রামে কাজী নজরুলের গান, কবিতা যুদ্ধক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিনিয়ত মনোবল যুগিয়েছে। নজরুল আমাদের জাতীয়তার পরিচয়বাহী সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন হয়ে দেদীপ্যমান থাকবেন অনন্তকাল।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে সবাই ভালো থাকি, সুস্থ থাকি।

সূচিপত্র

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

৩

বাংলা সাহিত্যে মহররম
মনসুর আহমদ ৪

জন্মাষ্টমীর মাহাত্ম্য
রামদাস আচার্য্য ৬

শেখ হাসিনা: জাতির স্বপ্ন আশার প্রতীক
মুস্তফা মাসুদ ৮

কবি নজরুল, বঙ্গবন্ধু ও 'জয় বাংলা'
শামসুজ্জামান খান ১৬

নজরুল ও ৯ সংখ্যা: অনেক সমীকরণ
মনজুর-ই-আলম ফিরোজী ২০

সাংবাদিক নজরুল
বাবু রহমান ২৭

দুর্গাপূজার দিনগুলো
ইমদাদুল হক মিলন ৩০

রম্যকথা

ও ঢেউ খেলে রে
মোঃ তৌহিদুর রহমান ১৩

গল্প

কাঁটা ও কাঁটা
মনি হায়দার ২৩

কবিতা

আমাদেরই মাটির কুটিরে জন্মেছিলো একদিন!
আরিফুল হক কুমার ১২

মন ছুটে যায়
মিয়া সালাহউদ্দিন ১২

শুরু এবং শেষ
বাবুল তালুকদার ১৫

প্রিয় রাজকুমারী
মির্জা রাকিব হাসান ১৫

গোপন সন্ত্রাস
মহসিন আহমেদ ১৯

ভিক্ষুক
বাশরী মহন দাস ১৯

শারদ প্রাতে:
ফজলুল হক সিদ্দিকী ১৯

তরুপল্লব

পাখিরা এসেছিল
সাইফুল ইসলাম জুয়েল ৩৪

শরৎকালের ছড়া
পারভেজ হুসেন তালুকদার ৩৬

পথশিশু
শাহারুল ইসলাম সুজন ৩৬

পেটুক ব্যাঙ ও রাক্ষুসে বোয়াল
ইউনুছ আলী ৩৭

ঘুমপাড়ানি ছড়া
তারানা নাজনীন ৩৮

বেতার সংবাদ ৫৭

বেতার জ্ঞানালয় ৬০

৭০

বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদ ৬৪

বাংলাদেশ বেতার হতে প্রচারিত অনুষ্ঠানের দৈনিক সময়সূচি ৬৫

বাংলাদেশ বেতারের এফ এম ট্রান্সমিটারসমূহ ৬৭

বেতার পর্ব

পবিত্র আশুরা স্মরণে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৩৯

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৪৯

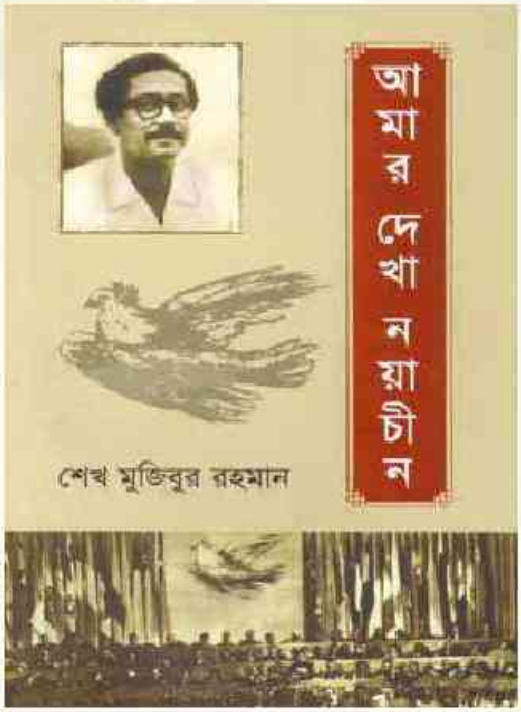

দুর্নীতি সমাজের ক্যানসার রোগের মতো। একবার সমাজে এই রোগ ঢুকলে সহজে এর থেকে মুক্তি পাওয়া কষ্টকর। আমাদের দেশের বিচারে একটা লোক আর একজনকে হত্যা করলে বিচারে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ডাকাতি করলে বা চুরি করলে তাকে কয়েক বছর ধরে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। একটা লোক হঠাৎ রাগের বশবর্তী হয়ে আর একটা লোককে হত্যা করলো, যাকে হত্যা করা হয় তার সংসারটা খতম হয়ে যায়। কারণ, সেই লোকটার ওপর সমস্ত সংসার নির্ভর করে। কিন্তু চোরাকারবারিকে ফাঁসি দেওয়া হয় না, ফাঁসি যদি কাহাকেও দিতে হয়, তবে চোরাকারবারি ও দুর্নীতিপরায়ণ লোকদেরই দেওয়া উচিত। একজন চাউলের চোরাকারবারি লক্ষ লক্ষ মন চাউল জমা রেখে লক্ষ লক্ষ লোককে না খাইয়ে মারে। আর একজনকে হত্যা করলে যদি ফাঁসি হয়, তবে হাজার হাজার লোকের যারা মৃত্যুর কারণ তাদের কী বিচার হওয়া উচিত? ধরুন, একজন কাপড়ের চোরাকারবারির জন্য অনেক মহিলা ইজ্জত রক্ষা করার সামান্য কাপড় জোগাড় করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। তবে তার বিচারে কী হবে? সে তো লক্ষ লক্ষ নারীর ইজ্জত ও জীবন নষ্ট করেছে। আমি জানি আমাদের দেশের এক স্বনামধন্য মুসলিম লীগওয়ালা একমাত্র কাপড়ের চোরাকারবার করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছে। তবে ইলেকশনে দাঁড়াইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেও ভোট পান নাই। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য সরকারি কর্মচারীরা চেষ্টা করেছিল, তখন তাদের বদলি করে দিয়ে সেই চোরাকারবারিকে রক্ষা করা হয়েছিল। এমনকি শোনা যায় যে, ফাইলগুলি পূর্ববাংলা থেকে উড়ে করাচি চলে গিয়েছিল এবং কোনো এক মন্ত্রীর বাক্সের মধ্যে ফাইলগুলি আটকাইয়া রাখা হয়েছিল। এতবড় যেখানে দুর্নীতি সেখানে সরকারি কর্মচারীরা কোন সাহসে বড় বড় চোরাকারবারিদের গায়ে হাত দেবে?

একদিন এক বাড়িতে আমি গিয়াছিলাম, নাম বলবো না বা ঠিকানা দিবো না। সে ভদ্রলোকের একটা ছেলে ছিল, আমার সাথে পড়তো। ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার ছেলে কোথায়?" তিনি বললেন, "ও চাকরি করে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কী চাকরি করে?" বললেন, "চাকরি বেশি ভালো না, তবে একশত টাকা বেতন পায় আর কিছু উপরিও আছে।" উপরি, মানে ঘুষও পায়। আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। তারপর নিজকে আমি সামলিয়ে নিয়ে বললাম, "তবে তো বেশ ভালোই আছে।" ভেবে দেখুন, সমাজ কোথায় গিয়েছে! ছেলে ঘুষ খায় পিতা তাহা গর্বের সাথে ঘোষণা করে। সমাজ কত নেমে গেলে এই অবস্থায় আসতে পারে!

আমার দেশের এক নেতা একদিন আমার কাছে গর্ব করে বলেছিলেন যে, তাঁর জামাই এক পয়সা বাড়ির থেকে না নিয়ে ব্যবসা করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছে। আমি একটু মুখপোড়া মানুষ, মনে যা আসে এবং তা সত্য হলে মুখের ওপর বলে দি। কাউকেও ভয় করি না। আর চক্ষুলজ্জা একটু কম। বললাম, "বিনা টাকায় ব্যবসা হয় এটা তো জানতাম না!" তবে হয়, আমাদের দেশের পীর সাহেবদের। ফুঁ দিয়া ধর্মের কথা বলে মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বড় বড় ঘর করে ও জমি কেনে, কোনো কাজকর্ম করে না। এটা একটা ব্যবসা। আর একটা ব্যবসা রাতে ঘরে সিঁ কাটা অথবা ডাকাতি করা। যাতে কোনো অর্থের প্রয়োজন হয় না। আর একটা ব্যবসা আছে যেটা বিনা টাকায় হয় সেটা বেশ্যাবৃত্তি করা। এছাড়া বিনা টাকায় কোনো ব্যবসা হয় বলে আমার জানা নাই। এখন আমাদের দেশের নতুন এক ব্যবসা হয়েছে 'পারমিটের ব্যবসা'। মন্ত্রীদের দালালি করে, যদি একটা পারমিট পাওয়া যায় তা বিক্রি করলে কিছু টাকা আসে। যদিও সেই পারমিট বিক্রিতে গরিবের অনেক ক্ষতি হয়। তবু টাকা পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যে মহররম

মনসুর আহমদ

বাংলা সাহিত্যে মহররম আলোচনা করতে গেলে প্রথমে আলোচনা করতে হয় পুঁথি সাহিত্যের। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে পুঁথি সাহিত্য। মুসলিম কবি ও সাহিত্যকগণ ইসলামকে কেন্দ্র করে পুঁথি সাহিত্য রচনা করেন। পুঁথি সাহিত্যে 'মহররম' বেশ গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৬) রচনা করেছেন 'মকতুল হোসেন', আবদুল হাকিম সপ্তদশ শতাব্দীতে (১৬২০-১৬৯০) 'কারবালা', ইয়াকুব 'মুক্তল হোসেন', হায়াত মাহমুদ 'মহররম পর্ব', গরীব উল্লাহ'র 'মুক্তল হোসেন', আকিল মুহম্মদ (১৭৮২-১৯৮৯) 'জঙ্গনামা' রচনা করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে শাহ গরীবুল্লাহ 'জঙ্গনামা' পুঁথি রচনা করেন। একই শতাব্দীতে চব্বিশ পরগণার মোহাম্মদ ইয়াকুব 'জঙ্গনামা' লেখেন। মুহম্মদ খানের 'মুক্তল হোসেন' কারবালার কাহিনী নিয়ে লেখা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 'জঙ্গনামা'। রচনাকাল ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দ। রাধারমন গোপ নামক জনৈক হিন্দু কবি'র 'ইমামের জঙ্গ' নামক একটি পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়। পুঁথিখানা সম্ভবত আঠার শতকের শেষদিকে লেখা। 'জঙ্গনামা' পর্যায়ের সর্বশেষ রচনা সাদ আলী ও আবদুল ওহাবের 'শহীদে কারবালা'। গরীবুল্লাহ'র 'জঙ্গনামা' (মুহম্মদ ইয়াকুব আলীর নামে প্রচলিত) কাব্যে লেখা হয়েছে- পুঁথি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ 'মকতুল হোসেন', 'জঙ্গনামা' 'শহীদে কারবালা' ইত্যাদি মহররমকে কেন্দ্র করে রচিত।

পুঁথি সাহিত্যের পরে মহররমকে কেন্দ্র করে লেখা গ্রন্থের মধ্যে প্রথমে নাম করতে হয় 'বিষাদ-সিন্ধু'র (১৮৮৫-১৮৯১)। 'বিষাদসিন্ধুর' আখ্যায়িকা ডালপালা মেলেছে 'মকতুল হোসেন', 'জঙ্গনামা' পুঁথির উপর ভিত্তি করে। মীর মোশাররফ হোসেন তার সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'বিষাদসিন্ধু'র কাহিনী শাহ গরীবুল্লাহ ও মুহম্মদ ইয়াকুবের 'জঙ্গনামা' থেকে গ্রহণ করেছেন। সমগ্র বাংলা গদ্য সাহিত্যে 'বিষাদসিন্ধু'র মতো সৃষ্টি খুব কম পাওয়া যায়। ইসলামের ইতিহাসের বিয়োগান্ত ঘটনা কারবালার করুণ কাহিনী নিয়ে 'বিষাদসিন্ধু' রচিত হলেও তার শিল্পরীতিতে মুসলিম ঐতিহ্য ও পরিবেশের পূর্ণ রূপায়ন ঘটেনি। নিছক ধর্মমূলক কবিতা ছাড়া মীর মোশাররফ হোসেনের হাতে কোন কাব্যকৃতিত্বেই মুসলিম ঐতিহ্যের কোন পরিচয় নেই- রচনার ভাষা, উপমা-উৎপ্রেক্ষা কিংবা আঙ্গিক-এর কোন দিক থেকেই নয়।

মহররমের উপর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ হচ্ছে খয়রাতুল্লার 'কারবালা' (১৯০৬), মোহাম্মদ উদ্দীন আহমদের 'মোহররম কাণ্ড' (১৯১২), মোহাম্মদ আবদুল বারীর (১৮৭২-১৯৪৪) 'কারবালা' (১৯১৩), ফজলুর রহিম চৌধুরীর 'মহরমচিত্র' (১৯১৭), আমীর হোসেন আল কাদেরীর 'কারবালার যুদ্ধ' (১৯৩৬), খান বাহাদুর আবেদ আলীর 'মহরম পর্ব', আবদুল গফুর সিদ্দীকির 'বিষাদসিন্ধুর ঐতিহাসিক পটভূমি', ডক্টর গোলাম সাকলায়েনের 'কারবালা কাহিনী', মুহম্মদ বরকত উল্লাহ'র 'কারবালার যুদ্ধ ও নবী বংশের ইতিবৃত্ত' (১৯৫৭) এবং 'কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত' (১৯৬৫)।

মহররমের উপর কবিতা লেখা হয়েছে বেশ। কবি শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩) রচনা করেছেন 'মহরম' (কলিকাতা, ১৩২৭), 'শহীদে কারবালা' (কলিকাতা, ১৩২৭) কবিতা। 'শহীদে কারবালা' কবিতায় তিনি লিখেছেন :

ও কে বীর ধেয়ে যায় ফোরাতের কূলেতে
উন্মাদ পিপাসায় কর চাপি বুকেতে?
মণি-দীপ ও যে গো হযরত বংশের
দুশাসনে খেদায়ে কর ধরি শমশের-
ওই শোন ক্রন্দনে বেজে ওঠে দুনিয়া-
হায়! হায়। হা হোসেন। আসমান চুনিয়া-
খুন ঝরে প্রান্তরে জান্নাত নিঙাড়ি,
কল্লোলে কাঁদে নদী সৈকতে আছাড়ি।..

মহরম কবিতায় তিনি লিখেছেন :

রুদ্র দুপুর চলে আফতাব শিরে ঝলে
ছুটে জ্বালা চৌদিকে ইঙ্গিত মৃত্যুর,
কোন খানে নাহি চিহ্ন পানি এক বিন্দুর।
মরু-বালু ঝলকায়
উন্মনা ছুটে চলে বাতাসের হলকায়।

শাহাদাৎ হোসেনের 'শহীদে কারবালা' কবিতায় নজরুলের প্রতিধ্বনিময়তায় কবির বেদনা ডানা মেলতে পারেনি; কিন্তু দীর্ঘ অসামান্য 'কারবালা', (মোহাম্মদী, মাঘ, ১৩৫০) কবিতায় কাব্যভাষা কবির একান্ত নিজস্ব কণ্ঠস্বরে বিকীর্ণ। কবিতাটির শেষ অংশে হযরত হোসাইনের শাহাদাতের দৃশ্য বর্ণনা করতে কবি লিখেছেন :

শাণিত খঞ্জর হাতে ছুটিল ঘাতক
মৃত্যুঘাত হানিল হলকুমে-
আচম্বিতে দিক-দশ আকাশ ভুবন
আর্ত আহাজারি রোলে উঠিল কাঁপিয়া।
শূন্য-ব্যোমে-বায়ুস্তরে করুণার আকুল ক্রন্দন
কাঁদে জীন, হুর-পরী কাঁদে মিকাইল
আকাশের অন্তরালে শিঙা-হাতে কাঁদে এস্রাফিল
দিগন্ত জাহান ভরি কান্না-উতরোল
রোনাজারি ঝিন্ন হায়। হায়!

মহররমের উপর কলম ধরেছিলেন ইসমাইল হোসেন শিরাজী। ইসমাইল হোসেন শিরাজীর (১৮৭৯-১৯৩১) 'মহাশিক্ষা' কাব্য 'আল ইসলাম' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে আংশিক প্রকাশিত হয়েছিল। 'মহাশিক্ষা' কারবালার ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। ঘটনার ক্ষেত্রে কবির উপাদান ছিল 'বিষাদসিন্ধু' এবং সে কারণেই এতে যথেষ্ট অনৈতিহাসিক ঘটনার প্রবেশ ঘটেছে। কবি কায়কোবাদ 'মহরম শরীফ' গ্রন্থ রচনা করেন ১৯৩৩ সালে। 'মহরম শরীফে' কবি সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের মত প্রচলিত ইতিহাসের সংশোধন করেছেন এবং যথার্থ সত্যকে অবলম্বন করার চেষ্টা করেছেন। মুসলিম ঐতিহ্যের কবি নজরুল ইসলাম মহররমকে ঘিরে কবিতা ও গান রচনা করেছেন প্রচুর। মহররম প্রসঙ্গে কবির রচিত 'ওগো মা ফাতেমা ছুটে আয়, তোর দুলালের বুকে হানে ছুরি', ফোরাতের পানিতে নেমে ফাতেমা দুলাল কাঁদে অঝোর নয়নেরে', 'মহররমের চাঁদ এলো ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়', 'মহররমের চাঁদ ওঠারত আজিও অনেক দেরী', 'নীলসিয়া আসমাস, লালে লাল দুনিয়া' ও 'এলো শোকের সেই মহররম' প্রভৃতি গান। নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'মহররম' মোসলেম ভারতে প্রথম প্রকাশিত হয়, যা পরবর্তীতে অগ্নিবীণা কাব্যে (১৯২২) ছাপা হয়। ভাষা, বিষয় ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার স্বাতন্ত্র্যে রচনাটি পুঁথি সাহিত্যের আধুনিক বিবর্তিত রূপ। যেমন :

আসমান জমিন আদি পাহাড় বাগান।
কাঁদিয়া স্থির কৈল কারবালা ময়দান।
আফতাব মাহতাব আদি কালা হইয়া গেল
জানওয়ার হরিণ পাখি কাঁদিতে লাগিল।
যত মোছলমান ছিল এজিদ-লস্করে।
জার জার হইয়া কাঁদে এমাম খাতেরে।
শোকেতে কাতর হইল যত মুসলমান।
দেলেতে হইল খুশী যত কোফরান।
[জঙ্গনামা, মুহম্মদ এয়াকুব]

পুঁথির এই মর্মান্তিক ট্রাজেডি নজরুলের হাতে আধুনিকতায় বাঙময় হয়ে উঠেছে এইভাবে :

নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া।
আম্মা! লাল তেরি খুনকিয়া খুনিয়া
কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে
সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে
ফিরে এল আজ সেই মোহররম মাহিনা,-
ত্যাগ চাই মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না।

এই কবিতায় নজরুল ইসলাম একদিকে মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ইসলামের আসল রূপ অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে কবিতাটিতে আরবী-ফার্সি শব্দ ব্যবহারের পাশাপাশি অভিধানে লুকিয়ে থাকা অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দকে বাংলায় পরিচিত অর্থে ব্যবহার করে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। স্বার্থের দ্বন্দ্ব গোটা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং বাংলাদেশের মুসলিম সমাজও এই আত্মকলহের শিকার হয়ে পড়ে, তখন কবি রচনা করেন 'মহররম' নামক দ্বিতীয় কবিতাটি। এ কবিতাটি 'শেষ সওগাতে' প্রকাশিত হয়, লেখা হয়েছিল ১৯৪০-৪১ সালে। দ্বন্দ্ব ও অন্তর্কলহের চিত্র আঁকতে গিয়ে কবি লেখেন :

ওরে বাঙলার মুসলিম তোরা কাঁদ
এনেছে এজিদী বিদ্বেষ পুনঃ মহররমের চাঁদ
এক ধর্ম ও এক জাতি তবু ক্ষুধিত সর্বনেশে
তখতের লোভে এসেছে এজিদ কমবখতের বেশে
এসেছে 'সীমার' এসেছে 'কুফার' বিশ্বাসঘাতকতা,
ত্যাগের ধর্মে এসেছে, লোভের প্রবল নির্মমতা!
মুসলিমে মুসলিমে আনিয়াছে বিদ্বেষের বিষাদ,
কাঁদে আসমান জমিন কাঁদিছে মহররমের চাঁদ।

কবি নজরুল ইসলামের পরে সৈয়দ আলী আহসান ইসলামী ভাবাবহ প্রধান কবিতা নিয়ে আগমন করেন। তিনি 'মহররম' নামে একটি কবিতা রচনা করেন। ইসলামের ইতিহাসে মহররম নিয়ে সপ্তদশ শতক থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত যত লেখা রচিত হয়েছে দ্বিতীয় কোন বিষয় নিয়ে এত লেখা ছাপা হয়নি বলেই মনে হয়।

লেখক: সাহিত্যিক

জন্মাষ্টমীর মাহাত্ম্য

রামদাস আচার্য্য

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি। লীলা পুরুষোত্তমের আবির্ভাব তিথি। এ দিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রূপে ধরাধামে এসেছিলেন। এদিন শান্তিলাভা নেমে ছিলেন শান্তিহীন পৃথিবীতে। প্রকৃতির পথ পরিক্রমার শরৎ ঋতুতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদের আকুল আহ্বানে সাড়া দিয়ে মর্ত্যে নেমে আসেন। ভগবান লীলা আস্বাদন ও জীবের কল্যাণ করার জন্য নররূপে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে তিথিটির নাম জন্মাষ্টমী তিথি হয়ে গেছে। জন্মাষ্টমী বললেই আমরা বুঝতে পারি এটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথি।

শ্রীকৃষ্ণ অসুর নিধন করে প্রতিষ্ঠা করেছেন ভক্ত শক্তিকে এবং আসুরিক শক্তিকে পরাভূত করে সত্য ও ন্যায়ের জয় ঘোষণা করেছেন। তিনি সুন্দর শাশ্বত ও সত্যের প্রতীক। দুরাচারী কংসের কারাগৃহ ত্যাগ করে বাসুদেবের কোলে চড়ে তিনি এলেন গোকুলে। শ্রী ভগবান মানুষের মধ্যে মানুষ হয়ে আসেন। তা অপেক্ষা বড় সংবাদ আর কী হতে পারে? শ্রী ভগবানের মর্ত্যে অবতাররূপে আগমনে জগদতীত বস্তুর সঙ্গে জগতের মিলন ঘটে, অনন্ত শান্ত হয়ে মানবীয় স্নেহ-প্রীতির সীমাতে।

প্রতিবছরই জন্মাষ্টমী তিথি আসে। কি আর বার্তা, কি সংবাদ সে ঘোষণা করে যায়, আমরা তা শুনি কই। সংসারে অশেষ ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝে মানুষ চলে। চলার পথে ক্রমে সে বুঝতেই পারে সে কত ছোট, কত অকিঞ্চন। অনুভব করতে পারে তার কতখানি, কত প্রকারে সে অসহায়। এ অনুভবের সংগে আমাদের অবচেতন মনের গোপন প্রকোষ্ঠে আকুতি জাগে। কাকে সে যেন চায়। তাকেই চায় যিনি মহান, যিনি পূর্ণ, সকল নিরাশ্রয়ের যিনি আশ্রয়স্থল। যারা ভগবানেরে চায় এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভের আশায় ব্যাকুল ও অধীর, জগতের সেই হতাশ নর-নারীর দুয়ারে জন্মাষ্টমী এক নবজন্মের সুখবর দিচ্ছে। জন্মাষ্টমী তিথি অকাতরে তারস্বরে ঘোষণা করে হে মানব, তুমি যাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছ, তিনি মুক্তবাহুপাশে তোমাকে ধরতে এসেছেন।

ভগবানের অন্বেষণে কিভাবে প্রার্থনা করতে হয়, তা বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে জানা যায়। কিন্তু কেমন করে মানুষের দুয়ারে ছুটে আসেন

ভগবান, জন্মাষ্টমী ঘোষণা করেছে সেই অতুলনীয় বার্তা। যিনি জগতের নিয়ন্তা, তিনি জগতে পদার্পণ করেছেন। যিনি জগতের প্রাণ সর্বস্ব, জগতের সকল জীবের সামনে তিনি মূর্তমান। এ শুভ জন্মাষ্টমীর দিনেই ভক্তগণ অভিনন্দন জানিয়ে হৃদয়ে ভাবের আদান প্রদান করে ভগবানকে আপন করে নিয়েছেন। এই হল জন্মাষ্টমীর শাশ্বতী বার্তা।

মানুষের জীবনে দুটি ভূমি, একটি যুদ্ধের ভূমি, আর একটি রসের ভূমি। সংসারের সংগ্রামে সবাই দিবা-রাত্র যুদ্ধ করছে। অগণিত ব্যথা-বিপত্তি, দুঃখ-দৈন্য-বিরুদ্ধতার সাথে প্রাণপন লড়াই করে মানুষ বাঁচার চেষ্টা করছে। এ জীবনে কুরুক্ষেত্রের সংগে আমরা সকলেই পরিচিত। কখন ভগবান মানুষরূপে আসেন? এ প্রশ্ন অনেকেরই। লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন,

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।
গীতা (৪/৭)

ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হলে সনাতনের অচল আসন যখন টলে উঠে, চিরন্তনী নীতির ভূমিকা ছেড়ে মানুষ যখন দুর্নীতির পথ অবলম্বন করে, দৈবী সম্পদ ত্যাগ করে যখন আসুরিক সম্পদের অভিমুখে প্রধাবিত হয় তখন সত্যমূর্ত শ্রী ভগবান বিচলিত হন। ভগবত শাস্ত্র বলেন, ধরিত্রী যখন অশ্রুভরা চোখে কাঁদেন তখন ভগবান আসেন। ধরিত্রী কাঁদেন অসহায় পাপের ভারে। পাপের ভারটা কী? সনাতনী ঐতিহ্য অনুসারে পাঁচ হাজার বছর আগে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে ঐরূপ এক অঘটন ঘটেছিল। বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশ, রাজ্যের মথুরার রাজধানীতে। সমাজের সকল অনাচার মূর্তি ধরেছিল যুবরাজ কংসের মধ্যে। সমাজের পুঞ্জীভূত ব্যথা-বেদনা রূপ নিয়েছিল কারাকক্ষে শৃঙ্খলিত, বুকে পাষান চাপা এক দম্পতির অশ্রুপ্রবাহে। ভগবত পুরাণ কংসের আসুরিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন কর্দম স্বভাবের অধিকার হিসেবে নির্ধারণ করেছে। বাসুদেব শুদ্ধ সত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন আর দেবকী

প্রতিবছরই জন্মাষ্টমী তিথি আসে। কি আর বার্তা, কি সংবাদ সে ঘোষণা করে যায়, আমরা তা শুনি কই। সংসারে অশেষ ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝে মানুষ চলে। চলার পথে ক্রমে সে বুঝতেই পারে সে কত ছোট, কত অকিঞ্চন। অনুভব করতে পারে তার কতখানি, কত প্রকারে সে অসহায়। এ অনুভবের সংগে আমাদের অবচেতন মনের গোপন প্রকোষ্ঠে আকুতি জাগে। কাকে সে যেন চায়। তাকেই চায় যিনি মহান, যিনি পূর্ণ, সকল নিরাশ্রয়ের যিনি আশ্রয়স্থল। যারা ভগবানেরে চায় এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভের আশায় ব্যাকুল ও অধীর, জগতের সেই হতাশ নর-নারীর দুয়ারে জন্মাষ্টমী এক নবজন্মের সুখবর দিচ্ছে। জন্মাষ্টমী তিথি অকাতরে তারস্বরে ঘোষণা করে হে মানব, তুমি যাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছ, তিনি মুক্তবাহুপাশে তোমাকে ধরতে এসেছেন।

শ্রদ্ধাভক্তি সম্পন্না-মহীয়সী দুরাচারী কংসের কারাগারে বন্দী। অমৃতের সাধক শৃঙ্খলিত। রাজসিংহাসনে বসেছে কদর্য ভোগ তৃষ্ণা। দেবকীমাতার পর পর ছয়টি পুত্রকে হত্যা করা হয়েছে। জ্ঞান ও ভক্তির মিলনজাত মঙ্গলময় শব্দ ও বর্তাবরণকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু যা মঙ্গলময় তা কখনও মরে না। সাময়িক আঘাত মৃত-কল্প হলেও আসলে মরণদশা হয়েছে। আঘাত মঙ্গল শক্তিকে মারতে পারে না বরং জাগিয়ে তোলে তার অপরাজেয় সুপ্ত সামর্থ্যকে। ছয় পুত্র বধের নির্মম আঘাতের ফলে আসলেন অনন্ত অসীম ক্ষসীম হয়ে পৃথিবীতে। এবার সত্যের সূর্য উদিত হবে। এ আবির্ভাবের পূর্বাভাসেই দেবতাগণ দেবকীর গর্ভবন্দনা শুরু করলেন।

অতঃপর ভগবান আসলেন কৃষ্ণপক্ষের গভীর রাত্রে অনাদরে ও অন্ধকার কারাগারে। দেবকী ও বাসুদেব দেখলেন শ্রীকৃষ্ণের দিব্যপ্রভায় কারাগৃহ আলোকিত। মুগ্ধ বিস্ময়ে উভয়ে স্তুতি করলেন। বনে ফুটেছে ফুল। গন্ধে ছুটেছে অলি। গগনে খন্ড খন্ড মেঘ মন্দ মন্দ গর্জন করে চলেছে। সকল সজ্জনের প্রাণে উল্লাস। সকল অসৎ লোকের বুকে সন্ত্রাস। বিশ্বজগৎ দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বপিতার সংবর্ধনায় দেববধুরা মঙ্গলধ্বনি এবং মুনি-ঋষিরা স্বস্তিবাচন করলেন। আসুন ভগবানের শুভাগমনের দিনে আমরাও প্রণতি জানিয়ে বলি, এসো করুণাময়, বিদ্বেষ দূর করে সন্তাপ ঘুচিয়ে প্রেমের পুলক, সত্যের আলোকে ভাস্বর হয়ে এসো অমৃত জীবনধারায়। অশান্ত বিশ্বকে করো শান্ত। আজকের দিনে আমাদের সার্বজনীন প্রার্থনা, হে প্রভু সাম্প্রদায়িক ও অশুভ শক্তিকে পরাভূত করে প্রতিষ্ঠিত হোক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, অবসান হোক বৈষম্য-বঞ্চনা। ধর্ম, বর্ণ, পেশা ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের জীবনে আসুক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য।

লেখক: আচার্য, সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ

শেখ হাসিনা: জাতির স্বপ্ন আশার প্রতীক

মুস্তাফা মাসুদ

২৮শে সেপ্টেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন। বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী এই মহীয়সী নারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবর্তমানে এক বৈরী পরিস্থিতিতে দৃঢ় হাতে আওয়ামী লীগের হাল ধরেন। তাঁর অমিত সৎসাহস, প্রজ্ঞা আর দূরদর্শী বিচক্ষণতা আজ তাঁকে বাংলাদেশের বিকল্পহীন নেতা ও নন্দিত দেশনায়কে পরিণত করেছে। তিনি আজ সমগ্র জাতির আশা ও স্বপ্নের প্রতীক; আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তিনি 'মাদার অফ হিউম্যানিটি' বা মানবতার জননী হিসেবে প্রশংসিত। জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতি আমাদের ফুলেল শুভেচ্ছা ও অন্তহীন শ্রদ্ধা।

বাংলাদেশের রাজনীতি ও দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু-কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক বিরল বৈচিত্র্যময়, ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের ধারক। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও বৃহত্তর পরিসরের রাজনীতি তাঁর পূর্বপরিকল্পনায় ছিলো না বলেই ধারণা করা যায়; কিন্তু অনিবার্য এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই তাঁকে পিতার উত্তরাধিকারিত্ব

কাঁধে তুলে নিতে হয়।

উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরই আগস্ট জাতির ললাটে লেপে দিয়ে যায় রক্তাক্ত শোক আর কলংকের কালিমা। কতিপয় বিভ্রান্ত সামরিক ব্যক্তি ও অন্যান্য দেশি-বিদেশি চক্রান্তকারী মহলের ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে এদিন ভোর রাতে হত্যা করা হল স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। পরিবারের অন্য সদস্যদেরও হত্যা করে খুনিরা। এমনকি বঙ্গবন্ধুর ছোটছেলে দশ বছরের ছোট্ট রাসেলকেও তারা নিষ্ঠুরভাবে খুন করে। শুধু বঙ্গবন্ধুর বড়মেয়ে শেখ হাসিনা ও ছোটমেয়ে শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান ঘাতকদের হাত থেকে।

খুনিরা এবং তাদের পেছনের ষড়যন্ত্রকারীরা চেয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান অর্জনকে মুছে ফেলতে। মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক উদার গণতান্ত্রিক চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করতে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তারা সেই পথেই অগ্রসর হয়। তখনকার সরকার আইন করে যে, বঙ্গবন্ধু-হত্যার সাথে জড়িতদের বিচার করা যাবে না। এছাড়া, ১৯৭১ সালে যারা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল এবং বাঙালি-হত্যায় অংশ নিয়েছিল, এমন ব্যক্তিদেরও মন্ত্রী বানানো হল। স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় দেশ থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিদায় করা হল। রাজাকার-আলবদর-স্বাধীনতাবিরোধীদের মহাসুদিন এসে গেল। তারা আবার রাজনীতি করার সুযোগ পেল। আরো অনেক অনেক সুবিধা দেওয়া হল তাদের। এমনকি জাতির পিতার খুনিদের বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে চাকরি দেওয়া হল। ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সুবিধা করে দেওয়া হল। খুনিদেরকে 'জাতীয় বীর' বলেও বাহবা দিল কেউ কেউ।

অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধারা হলেন অবহেলিত। বাড় বাড়ল স্বাধীনতাবিরোধীদের। বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগও তখন বেশ দুর্বল। সিনিয়র নেতাদের মধ্যে কিছু বিভেদও ইতিমধ্যে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। বিচক্ষণ ও সাহসী নেতৃত্বের অভাবে দলটির অবস্থা তখন নাজুক। ঠিক এমনি এক বৈরী সময়ে জাতির সামনে আশার আলো নিয়ে এলেন বঙ্গবন্ধুর স্বর্ণোজ্জ্বল রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও আকাশছোঁয়া গরিমার উত্তরাধিকারী তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তাঁকে বিবেচনা করা হল জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে। এ-কারণে দলে অনেক বাঘা-বাঘা সিনিয়র নেতা থাকা সত্ত্বেও শেখ হাসিনাকে সামনে আনা হল। বিদেশে থাকাকালেই ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁকে আওয়ামী লীগপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। এরপর একই বছরের ১৭ই মে তিনি দেশে ফিরে এসে দলের হাল ধরেন। তাঁর নেতৃত্বের গুণে রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ আবার ঘুরে দাঁড়ায়। নেতা-কর্মীদের মধ্যে একতা ও নতুন উদ্যম ফিরে আসে। তৎকালীন সামরিক স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে তিনি সরাসরি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক লড়াইয়ে নামেন। এজন্য বেশ কয়েকবার তাঁকে গৃহবন্দিও করা হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ার লক্ষ্যে অবিচল থেকে তিনি দল পরিচালনা করতে থাকেন। তাঁর বিচক্ষণ নেতৃত্ব, মেধা, সাহস আর দেশপ্রেমের চেতনায় জনগণ আশায় বুক বাঁধে। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী আদর্শে লালিত শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় নিরলস কাজ করে যেতে থাকেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার অগণিত মানুষ, কবি-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিকর্মী তাঁর পক্ষে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন।

জননেত্রী শেখ হাসিনা: জনগণই তাঁর শক্তি

তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৬ সালে প্রথমবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসেই তিনি বঙ্গবন্ধুর খুনি ঘাতকদের বিচারের উদ্যোগ নেন। প্রধান প্রধান কয়েকজনের সর্বোচ্চ সাজাও হয়। শুধু তাই নয়, একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশীয় যেসব ঘাতক-দালাল মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, শেখ হাসিনা তাদেরও বিচারের মুখোমুখি করেছেন। বিচারে বাঘা-বাঘা বেশ কয়েকজন যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসি হয়েছে। এদের বিচার ঠেকাতে দেশে-বিদেশে বহু চেষ্টা হয়। কিন্তু সিংহহৃদয় বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরসূরি শেখ হাসিনা কিছুতেই পিছু হটেননি। আপসহীন দৃঢ়তায় তিনি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়চিত্ত রয়েছেন। কোন অন্যায়ের কাছেই তিনি মাথা নত করেননি বা পিছিয়ে আসেননি।

জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস এবং ধর্মীয় উগ্রবাদীদের বিরুদ্ধে তাঁর সরকার আপসহীন। কঠোরহস্তে তাদেরকে দমন করা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। এতকিছুর মধ্যেও দেশের উন্নয়ন কাজ কিন্তু থেমে নেই। এগিয়ে চলেছে স্বাভাবিক গতিতেই। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করাসহ তাঁর সরকারের অনেক অর্জনের মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদনে এযাবতকালের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যাওয়া, নারীর ক্ষমতায়নে বিস্ময়কর সাফল্য, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, দারিদ্র্য হ্রাস, উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা বিদায়, তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নয়ন, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা, জনজীবনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সমাজ-শত্রুদের দমন ইত্যাদি।

দেশীয় অর্থায়নে পদ্মা নদীর ওপর বিশাল সেতু নির্মাণের উদ্যোগ শেখ হাসিনার আরেক ঐতিহাসিক কীর্তি। বিশ্বব্যাংক এই

সেতু নির্মাণে টাকা দিতে চেয়েও নানা খোঁড়া অজুহাতে শেষ পর্যন্ত তা দিল না। দেশের মানুষ তাদের প্রিয় নেত্রীর দিকে তাকিয়ে রইল। হাজার হাজার কোটি টাকার বিষয়। এত টাকা পাবে কোথায় সরকার– এমন ধারণা বিরোধীদের এবং তাদের মিত্রদের মনে। কিন্তু শেখ হাসিনা দমবার পাত্র নন। দেশবাসীকে তিনি নিরাশ করলেন না। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, পদ্মায় ব্রিজ হবে এবং তা হবে সম্পূর্ণ দেশীয় অর্থেই। এমন বুকের পাটা ক'জনের থাকে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরির পক্ষে এমন কথাই তো স্বাভাবিক ছিল সেদিন। আর, সব জল্পনা-কল্পনা, সন্দেহ-সংশয় এবং নানা অপপ্রচারের কালোমেঘ ফুঁড়ে স্বপ্নের পদ্মাসেতু আজ শতসূর্যের হীরক-প্রভায় দীপ্যমান। সেইসাথে শেখ হাসিনার সংকল্প আর আত্মবিশ্বাসের কাছে আরেকবার পরাজিত হল দেশি-বিদেশি চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র, নেতৃত্বের দুর্বলতা, সিদ্ধান্তগত পিছুটান এবং নতজানু মাইন্ডসেট।

অনেক সময় তাঁর ওপর আঘাত এসেছে। জীবনের প্রতি হুমকি এসেছে। ক্ষমতার বাইরে থাকতেও তাঁকে শেষ করে দেওয়ার জন্য ঘাতক-সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে গোপালগঞ্জে তাঁর জনসভাস্থলের পাশে বোমা পুঁতে রাখা হয়। সময়মত সনাক্ত হওয়ায় তিনি প্রাণে বেঁচে যান। এরপর সবচেয়ে বড় আঘাতটি আসে ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে তাঁর জনসভায়। সন্ত্রাসবিরোধী ওই সভায় তাঁকে হত্যার জন্য অনেকগুলো আর্জেস গ্রেনেডের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এভাবে চরম সন্ত্রাসের পরিচয় দেওয়া হয়। এসময় সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রয়াত জিল্লুর রহমানের স্ত্রী আওয়ামী লীগনেত্রী আইভি রহমানসহ ২২ জন মৃত্যুবরণ করেন। শেখ হাসিনা অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। এভাবেই মৃত্যুকে জীবনের সাথি করে তিনি পথ চলেছেন, এখনো চলছেন। নির্মোহ আর অনড় বটবৃক্ষের মতো সমগ্র দেশবাসীর মাথার

অপতৎপরতা দমনে শেখ হাসিনার দৃঢ়তা আজ দেশে-বিদেশে প্রশংসিত। দেশের পরিসর ছাড়িয়ে তিনি আজ বিশ্ব পর্যায়েও প্রশংসিত, নন্দিত। তাঁর তর্কাতীত দেশপ্রেম, সদিচ্ছা-সদাচার, অবিচল ব্যক্তিক দৃঢ়তা, মেধা এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের মনের চাহিদা ও চোখের ভাষা বোঝার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁকে পরিপূর্ণ এক জননায়কে পরিণত করেছে। মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর পরে এমনটি এদেশে আর দেখা যায়নি।

এর ফলশ্রুতিতে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন-সংস্থা তাঁকে নানাভাবে সম্মানিত করেছে। স্বীকৃতির মালা পরিয়েছে। এগুলো হলো– আমেরিকার বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ডক্টর অব ল' ডিগ্রি (৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭), জাপানের ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া সম্মানসূচক ডক্টর অব ল' (৪ঠা জুলাই, ১৯৯৭), ডানডির ইউনিভার্সিটি অব আবারটে'র দেওয়া সম্মানসূচক ডক্টরেট অব ফিলোসফি ইন লিবারেল আর্টস (২৫শে অক্টোবর, ১৯৯৭), জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন ইউনেস্কো-প্রদত্ত ১৯৯৮ সালের ফেলিক্স হুফুয়েট-বয়োগনি শান্তিপুরস্কার, অল ইন্ডিয়া পিস কাউন্সিলের দেওয়া ১৯৯৮ সালের মাদার তেরেজা পুরস্কার, নরওয়ের অসলো'র মহাত্মা এম. কে. গান্ধী ফাউন্ডেশন-প্রদত্ত ১৯৯৮ সালের এম. কে. গান্ধী পুরস্কার, ১৯৯৬-৯৭ ও ১৯৯৮-৯৯ সালে লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল-এর দেওয়া মেডেল অব ডিসটিংশন এবং ১৯৯৬-৯৭ সালে হেড অব স্টেট মেডেল, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া সম্মান-সূচক দেশিকোত্তম (২৮শে জানুয়ারি, ১৯৯৯), জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার (এফ. এ. ও.)-এর দেওয়া ১৯৯৯ সালের সেরেস মেডেল, অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-প্রদত্ত সম্মানসূচক ডক্টর অব ল' ডিগ্রি (২০শে অক্টোবর, ১৯৯৯), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া সম্মানসূচক ডক্টর অব ল' ডিগ্রি (১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৯৯), ইউনিভার্সিটি অব ব্রিজপোর্ট-প্রদত্ত সম্মানসূচক ডক্টর অব হিউম্যান লেটারস (৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০০), পার্ল এস. বাক পুরস্কার (৯ই এপ্রিল, ২০০০), পল হ্যারিসের নামে প্রবর্তিত

উদ্বোধিত এ-হাত আশুলের, তরুণার

এমনি অসামান্য দৃঢ়তার সাথেই তিনি দেশ পরিচালনা করছেন। ২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিরোধী দল-জোটগুলোর চালানো সেই আগুন-সন্ত্রাস, নিরীহ সাধারণ মানুষ পুড়িয়ে মারা, হরতাল-ভাঙচুর আর নজিরবিহীন নৈরাজ্যের কথা জাতি আজো ভোলেনি। সেসময় বিরোধীরা এবং তাদের মিত্ররা ভেবেছিল, সরকারের পতন শুধু সময়ের ব্যাপার। সেই চরম দুঃসময়েও শেখ হাসিনাকে আমরা হতাশ হতে দেখিনি। অন্যায়কারী সন্ত্রাসীদের একটুও ছাড় দিতে দেখিনি।

ওপর তিনি আশা ও আশ্বাসের ছায়া বিস্তার করে আছেন। তাঁর চারপাশে আজ মানবের বিষাক্ত নিশ্বাস। মানবরূপী হায়েনাদের নানামাত্রিক চোখরাঙানি। রক্তপিপাসু জঙ্গিদের নানামুখি তৎপরতা। তারপরও তিনি কি ভয়ে পিছিয়ে এসেছেন? না। সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ আর নৈরাজ্য-বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট। আর, তাঁর অবস্থান স্পষ্ট বলেই এসব সমাজ-শত্রুরা মাথাতুলে দাঁড়াতে পারছে না। সন্ত্রাসী, জঙ্গি ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের

রোটারি ফাউন্ডেশনের দেওয়া ২০০৯ সালের ইন্দিরা গান্ধী পুরস্কার, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত সম্মানসূচক ডক্টর অব ল' ডিগ্রি (জানুয়ারি, ২০১২), নারীর ক্ষমতায়ন ও মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখার জন্য ইউনেস্কো পিস ট্রি পুরস্কার (২০১৪), জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে নেতৃস্থানীয় ভূমিকার জন্য জাতিসংঘ পরিবেশ পুরস্কার, বাংলাদেশের শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত সম্মানসূচক ডক্টর অব দি ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি। প্রাক্তন এবং বর্তমান নারী প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীদের সংগঠন কাউন্সিল অব উইমেন ওয়ার্ল্ড লিডারস'র সম্মানিত সদস্য তিনি। বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার আরেক অসামান্য অর্জন হলো 'মাদার অব হিউম্যানিটি' বা মানবতার জননী খেতাব লাভ। স্বদেশ থেকে বিতাড়িত লাখ লাখ রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে আশ্রয় দিয়ে তিনি মানবতার যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তা বিশ্বব্যাপী বিপুল প্রশংসা লাভ করে। এরই ধারাবাহিকতায় যুক্তরাজ্যভিত্তিক 'চ্যানেল ৪' তাঁকে এই সম্মানজনক খেতাবে ভূষিত করে।

ভারতের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট প্রতিভা পাটিলের হাত থেকে ২০০৯ সালের ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার গ্রহণ করছেন শেখ হাসিনা (২০১০)।

বাংলাদেশে শিশুবৃত্তি-খাতে চোখে অসামান্য অবদান রাখার শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘ এমডিজি পুরস্কার প্রদান করা হয়।

দেশ আজ করোনা মহামারির ছোবলে বিপর্যস্ত। এই দুঃসময়ে কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে দৃঢ়তা, দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বিদেশ থেকে ভ্যাকসিন আনাসহ স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাপনা ও প্রতিরক্ষাসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে তাঁর সরাসরি নির্দেশনা-তদারকি চোখে পড়ার মত।

পরিশেষে বলব: সারা জাতির অভিভাবক ও স্বপ্ন-আশার প্রতীক হিসেবে আমাদের মাঝে রয়েছেন বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরি। জনগণের কাছে তিনি জননেত্রী, বিশ্বনেত্রী, দেশরত্ন, ধরিত্রী-কন্যা, গণতন্ত্রের মানসকন্যা, বঙ্গনেত্রী, মাদার অব হিউম্যানিটি বা মানবতার জননী ইত্যাদি নামে পরিচিত। এসব নাম বা উপাধি তাঁর বহুমুখি বৈশিষ্ট্য আর মেধা-প্রতিভারই স্মারক।

বঙ্গবন্ধুর আজন্ম-লালিত অসাম্প্রদায়িক 'সোনার বাংলা' গড়ার কাজে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন শেখ হাসিনা। তিনি সংকল্পে অটল। ইচ্ছাশক্তিতে দুর্নিবার। ভয়-দ্বিধাহীন এক দৃঢ়প্রত্যয়ী মানুষ। এতসব গুণের সমন্বয় তাঁকে কিন্তু অভিমানবে পরিণত করেনি– সত্যিকার মানবিক মানুষ হিসেবে তাঁকে পূর্ণতা দিয়েছে, গণমানুষের আরো কাছাকাছি এনেছে। ফলে সাধারণ মানুষের চোখের ভাষা আর মনের চাহিদা বোঝার সহজাত ক্ষমতা অর্জন করেছেন তিনি।

আমাদের সবার উচিত বঙ্গনেত্রী শেখ হাসিনাকে সর্বত্র সহায়তা-সমর্থন প্রদান করা; দেশের উন্নয়নে তাঁর প্রত্যয়ী অভিযাত্রায় শরিক হওয়া। বর্তমানে দেশ যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তাতে কাঙ্ক্ষিত 'সোনার বাংলা' গড়ার লক্ষ্যে পৌঁছতে খুব বেশি দেরি হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। তিনি সফল হোন। তিনি সফল হলে আমরা সফল হব। সফল হবে দেশও। তিনি জয়ী হলে জয়ী হবে দেশের কোটি কোটি মানুষ। সাফল্যের স্বর্ণমুকুট পরে হাসবে গরিয়সী দেশ– আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ।

লেখক: প্রাবন্ধিক, প্রাবন্ধিক, গল্পকার ও শিক্ষাবিদ

আমাদেরই মাটির কুটিরে জন্মেছিলো একদিন!

আরিফুল হক কুমার

সেই জন্ম কল্পকথা
শোণিত পূত 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে'
মায়ের আঁচলে এঁকেছে আলপনা!
ইতিহাস হাঁক দেয় নীলকমল জাগো
জেগে ওঠো লালকমল!

শস্যময় শ্যামলিমা
অজস্র পাখির কলগান
নদী ও আকাশ
দীপ্তময় স্বপ্নের ভোর
ঘরে ঘরে বৃহৎতি ধ্বনি
জয়বাংলা বাংলার জয়
ছিঁড়ে ফেলে রাক্ষসের বেড়াজাল!

পাকে পাকে তড়পায় ক্রোধ
অনন্ত ঘূর্ণি ওঠে প্রাণে ও মননে
মায়ের ভাষার ডুরিতে
গাঁথা হয় কৌম পরিচয়
নারীরা ধারণ করে
মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত সন্তানের বীজ।

পিতা দুবাহু বাড়িয়ে
দিগন্ত ছাড়িয়ে
আকাশে তোলে অভ্রভেদী শির
স্বপ্নের বাঁকে বাঁকে হাজার বছর
সুপ্ত যে বাসনা ছিল
তাই আজ তাঁরই হাতে
রক্তআঁকা পতাকা হয়ে
বাতাসে ছড়িয়ে দেয়
নিনাদিত বীজমন্ত্র

এবারের সংগ্রাম...

মন ছুটে যায়

মিয়া সালাহউদ্দিন

শিশিরভেজা সকাল বেলায়
ঘাসের ডগায় রোদের খেলায়
শহর থেকে ওই যে দূরে
মন ছুটে যায় গাঁয়ের ঘরে।

শ্যামলে সবুজে ভরা আমাদের গ্রামখানি
কতো যে সুন্দর সকলেই তা জানি
ফসলে ফসলে ছেয়ে আছে মাঠ
গাছে গাছে পাখির কলরব
বিলের জলে মাছরাঙার খেলা
জোস্নারাতে চাঁদের আলোয় ভরে বাড়ির উঠোন
যেদিকে তাকাই নয়ন জুড়ায়
যেনো এক শিল্পীর আঁকা নিপুন ছবি
প্রকৃতির অপরূপ রূপে সাজে এক সোনার খনি।

নতুন ধানের গন্ধে ভরা
খেজুর রসের গুড়ের করা
পিঠাপুলির সব আয়োজন সারা
ভাপা, চিতই, পাটিশাপটা কতো কি
বাড়িতে এলো খুশির জোয়ার
মায়ের মুখে হাসির বাহার।।

ও ঢেউ খেলে রে

মোঃ তৌহিদুর রহমান

শৈশবে একবার বন্যার পানিতে ডুবে যেতে যেতে বেঁচে গিয়েছিলাম। নানীবাড়ির উঠানে পানি চলে এসেছিল। সেটা উনিশশ' একাত্তর। মুরব্বিদের মুখে মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনতে শুনতে একথা জেনেছি। আমার স্মৃতিশক্তি প্রখর নয় অথবা সে বয়সের কথা আমার মনে থাকার কথা নয়। ভুলেই গিয়েছিলাম। করোনার তৃতীয় ঢেউ কেন যেন স্মৃতিকে উসকে দিল। আমি দিব্যচোখে দেখতে পেলাম, আমি ডুবে যাচ্ছি - আমার বোন মাথার চুল ধরে আমাকে টেনে তুলছে। এভাবে চুল ধরে অনেককে অনেকে পানিতে ডোবার থেকে রক্ষা করেছে।

পিতার চাকরিসূত্রে শৈশবে আমরা যে মহকুমা শহরে বাস করতাম সেখানে একটা মরা নদী ছিল। সেটাতে স্রোত ছিল না। তবে নদীর জল দাপিয়ে সাঁতার কাটাতে কোন বাধা ছিল না। এরপর চলে এলাম এক থানা সদরে। এখানে নদীতে জোয়ার ভাটা খেলে। ঢেউও আছে ছোট ছোট। বড় বড় নৌকায় করে মালামাল আসে। নানীবাড়ি যাওয়ার পথের একটা অংশ যেতে হয় লঞ্চে করে। একবার এক ঘোর বর্ষায় লঞ্চে চড়েই নদীর ঢেউ সত্যিকার অর্থে অনুভব করলাম। তখন ছোট ছিলাম, তাই ছোট ঢেউও ভয়ঙ্কর লেগেছিল।

এরপর ঢেউ সম্পর্কে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করল নজরুলের সেই বিখ্যাত গান 'পদ্মার ঢেউয়ে, মোর শূন্য হৃদয়...।' নদীর ঢেউয়ের সাথে নৌকা, লঞ্চ চলাচলের অসুবিধা, পাড়ভাঙার সমস্যা, পলিমাটি জমা ইত্যাদির সম্পর্ক পর্যন্ত নির্ণয়ের জ্ঞান তখন আমার ছিল। এই শূন্য হৃদয়ের ব্যাপারটা কেবল বুঝতে শুরু করেছি।

যাহোক স্কুলের উঁচু ক্লাসে উঠে কবিতা আবৃত্তির ভূত যখন মাথায় চাপল, তখন কণ্ঠের উঠানামা অর্থাৎ ঢেউ বিষয়টি একটু বোধের মধ্যে এল। খেলারমাঠে দর্শকের ঢেউ, গানের আসরে শ্রোতার ঢেউ আর ফসলের মাঠে শস্যের ঢেউ সবই উপভোগ্য মনে হল।

এসময় মহকুমা সদরে বিজ্ঞানমেলায় তিন সদস্যের স্কুলটিমের নেতৃত্বের সুবাদে নতুন ঢেউয়ের সাথে পরিচিত হলাম। থানা সদরে আমরাই সেরা ছাত্র। কেউ আমাদের ঘাটাত না। মহকুমা সদরে বিজ্ঞানমেলার স্টলে নানা প্রশ্ন। বয়েজ স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে উত্যক্ত করা। গায়ে পড়ে ঝগড়া করার বিষয়টি সেই বুঝলাম। জ্ঞানী হওয়ার চেয়েও কৌশলী হওয়া যে বেশি প্রয়োজন সেটা তখন শিখেছিলাম। তারপর ছিল গার্লস স্কুলের মেয়েদের ন্যাকান্যাকা প্রশ্ন। তাদের প্রশ্ন শুনলে নিউটন, আইনস্টাইন পর্যন্ত ঘাবড়ে যাবে। আমাদের এক বন্ধু তো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে তাদের চুলের ঢেউ বিশ্লেষণ করতে শুরু করে দিল। একটু পরে দেখি হাসির ঢেউ। বুঝলাম বাংলাদেশে

বিজ্ঞান কীভাবে আহত ও নিহত হয়।

যাহোক, সেই ঢেউ নিয়ে মাতামাতি করা বন্ধুটিসহ বিকেলে গিয়েছি মহকুমা সদরের বইয়ের দোকানে। বইয়ের তাকে নতুন বই খুঁজছি। আমাদের থানার ঐতিহ্যবাহী পাবলিক লাইব্রেরিতে নিয়মিত যাতায়াত ছিল তাই আমার লক্ষ্য নতুন বই।

এসময় বন্ধুটি বিশেষ একটা বইয়ের দিকে বারবার তাকাচ্ছে বলে লক্ষ্য করলেন দোকানদার।

দোকানদার জিজ্ঞাসা করলেন, কোন বিশেষ বই খুঁজছো?

বন্ধু: না মানে।

দোকানদার: বলে ফেল।

এবার বিশেষ বইটি হাতে নিয়ে বললেন, এটা?

বন্ধু মাথা নাড়ায়, কথা বলে না।

দোকানদার: কোন ক্লাস? এ বই পড়ার বয়স তোমার হয়নি।

এবার বন্ধু দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। আমি দোকানদারের হাতে বইটির নাম লক্ষ্য করি: যৌবনের ঢেউ।

এরপর পড়াশুনার ঢেউয়ে আমরা হারিয়ে গেলাম।

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়ে আবার পড়লাম ঢেউয়ের পাল্লায়। সাইন ওয়েভ, কস ওয়েভ জীবনটা ত্যানাত্যানা করে ফেলল। অসিলোসকোপের ওয়েভ বিশ্লেষণ করতে করতে হার্টবিট বেড়ে গেল।

চাকরিজীবনে এসে পড়লাম রেডিও ওয়েভের মধ্যে। সেই ঢেউ। আমি কখন ছাড়তে চাইলে কি হবে, কখন আমাকে ছাড়ে না।

দেশ আমার মাটি আমার অনুষ্ঠানের নানীর মুখে শোনা গল্প। নিজের মত করে বলি:

গানের অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার। সমবেত কণ্ঠে 'ও ঢেউ খেলেরে' গানটির মহড়া হয়েছে কয়েকবার। মাইক্রোফোনের সামনে গোল হয়ে বসেছে শিল্পীরা। অনএয়ার বাতি জ্বলার পরও গান শুরু না করায় কন্ট্রোলরুমে থাকা সঙ্গীত প্রযোজক হাত নিচ থেকে উপরে তুলে শুরু করতে ইশারা করলেন। কিন্তু, শিল্পীরা বুঝতে না পেরে সবাই একযোগে দাঁড়িয়ে 'ও ঢেউ খেলেরে' গাইতে লাগল। মাইক্রোফোনগুলো যেহেতু শিল্পী বসে গাইবে এমন পজিশনে লাগানো আছে তাই সঙ্গীত প্রযোজক এবার হাত উপর থেকে নিচে অর্থাৎ বসতে ইশারা করলেন। বসে সবাই চুপ করে গেলেন। আবার সঙ্গীত প্রযোজকের হাত নিচ থেকে উপরে। তিনি গান শুরু করতে ইশারা করেন আর তারা উঠে দাঁড়িয়ে গান শুরু করে। এভাবে সত্যি সত্যিই নদীর ঢেউ উঠেছিল সেদিনের সমবেত সঙ্গীতে।

আর এক ঢেউ এর গল্প। প্রফেশনাল টেপ-রেকর্ডারে নাটকের স্পুল টেপ চালিয়ে দিয়ে টেকনিশিয়ান কন্ট্রোলরুমে এসে গল্প জুড়েছে। তিরিশ মিনিট চলবে নিশ্চিন্তে। কিছুক্ষণ পরে ঢাকা-ক এর মনিটর থেকে অপরিচিত শব্দ শিফট ইনচার্জের কানে আসল। তিনি টেকনিশিয়ানকে জিজ্ঞাসা করায় জবাব পাওয়া গেল: নাটক চলছে তো স্যার। নদীতে নৌকা চলার ঢেউ এর শব্দ। অবশ্য শিফট ইনচার্জ টেকনিশিয়ানের কথায় বিশ্বাস না করে দ্রুত বুথে গিয়ে দেখেন যে, মেশিনে টেপ জড়িয়ে ঢেউ খেলছে।

এভাবে ঢেউ খেলে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি। স্রোতের অনুকূলে দাঁড় বেয়ে ঘন্টায় এত কিলোমিটার আর প্রতিকূলে এত কিলোমিটার নৌকা চালানোর অংকে যে জীবনে কত গুরুত্বপূর্ণ তা এতদিনে বুঝেছি।

নদীর ঢেউ ছেড়ে সমুদ্রের ঢেউ দেখতে পাঁটের পয়সা খরচ করে প্রথমে কক্সবাজার গিয়েছি। টেকনাফ থেকে সেন্টমার্টিন জাহাজে চড়ে ঢেউয়ের মাতামাতি দেখেছি। ভরা পূর্ণিমায় সেন্টমার্টিনের নির্জন প্রান্তে রাতের সমুদ্রের গর্জন অনুভব করেছি। ঢেউ আসলে হৃদয় দিয়ে অনুভব করার বিষয়। তাই তো শিল্পী দরদী কণ্ঠে গেয়েছেন:

আমার একটা নদী ছিল,
জানল না তো কেউ
নদীর জল ছিল না, কূল ছিল না,
ছিল শুধু ঢেউ।

এজন্যই বুঝি তুরাগ নদীর তীরে বোট ক্লাব গড়ে ওঠে। রূপের ঢেউ, বিত্তের বৈভব আর শরাবের নহর বইয়ে দিয়ে আইন-কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে সেখানে রাত বিরাতে জ্বিন-পরীরা হানা দেয়।

আমার সেই বন্ধুটি সেদিন মেসেঞ্জারে নক দিয়ে বলে, দোস্ত করোনা তৃতীয় ঢেউ...

সেই বন্ধুটির কথা মনে আছে তো, যে 'যৌবনের ঢেউ' বইটি দোকানের তাকে দেখেও চাইতে সাহস করেনি।

যাহোক, করোনার ঢেউয়ের মধ্যেও আমরা যেন সুস্থভাবে বেঁচে থেকে দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে শেষ করছি।

এসময় মহকুমা সদরে বিজ্ঞানমেলায় তিন সদস্যের স্কুলটিমের নেতৃত্বের সুবাদে নতুন ঢেউয়ের সাথে পরিচিত হলাম। থানা সদরে আমরাই সেরা ছাত্র। কেউ আমাদের ঘাটাতো না। মহকুমা সদরে বিজ্ঞানমেলার স্টলে নানা প্রশ্ন। বয়েজ স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে উত্যক্ত করা। গায়ে পড়ে ঝগড়া করার বিষয়টি সেই বুঝলাম। জ্ঞানী হওয়ার চেয়েও কৌশলী হওয়া যে বেশি প্রয়োজন সেটা তখন শিখেছিলাম। তারপর ছিল গার্লস স্কুলের মেয়েদের ন্যাকান্যাকা প্রশ্ন। তাদের প্রশ্ন শুনলে নিউটন, আইনস্টাইন পর্যন্ত ঘাবড়ে যাবে। আমাদের এক বন্ধু তো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে তাদের চুলের ঢেউ বিশ্লেষণ করতে শুরু করে দিল। একটু পরে দেখি হাসির ঢেউ। বুঝলাম বাংলাদেশে বিজ্ঞান কীভাবে আহত ও নিহত হয়।

লেখক: সিনিয়র প্রকৌশলী, গবেষণা ও প্রকল্প কেন্দ্র
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

শুরু এবং শেষ

বাবুল তালুকদার

সারাবিশ্ব জুড়ে মহামারি
শুরু এবং শেষ কোথায় আমার জানা নেই
দিনভর কতকিছুই দেখতে হয়
দুশ্চিন্তায় ছেঁয়ে যায় বুক
সংকটের এই দিনে
স্পর্শকাতর কিছু মানুষেরা হাসিঠাট্টায় মেতে আছে
জীবনযাপন বড়ই কঠিন
সারাবিশ্বে করোনায় দিশেহারা মানুষ
শিক্ষা ও গবেষণায় নেতিবাচক প্রভাব
কতকাল চলবে পৃথিবীর বুকে মহামারি
প্রকৃতির চারপাশে আজ হাহাকার
ছারখার নৈরাকার মানুষ আর মানুষ
পালাবার কোন পথ নেই
সীমারের মত যাকে থাবা দিবে কোভিড-১৯
ওখানেই তার শুরু এবং শেষ
আর কোন রক্ষা নেই
হে মনুষ্য... শুরুসাহেব।

প্রিয় রাজকুমারী

মির্জা রাকিব হাসান

ইচ্ছে করলে আরো আগেই
তোমাকে একটা চিঠি লিখতে পারতাম।
চেষ্টা করলে হয়তো গুরুগম্ভীর
একটা কবিতাও লিখে ফেলতে পারতাম।
কিন্তু আমি এসবের কিছু করিনি,
আমি শুধু ভেবেছি,
বহুমাত্রিক ক্যানভাসে তোমাকে এঁকেছি।

প্রিয় রাজকুমারী,
তোমাকে ধন্যবাদ।
আমাকে একটু জায়গা দেবার জন্য,
আমার হাজার যন্ত্রণাকে প্রশ্রয় দিয়ে
আমাকে আশ্রয় দেবার জন্য।
ক্লকওয়াইজ ঘুরতে ঘুরতে
আমাদের জীবন ঘড়িটা
একদিন হঠাৎ যখন বন্ধ হয়ে যাবে,
আমি আশাও করি না
সেদিন আমাদের কথা কেউ মনে রাখবে।
নিয়মের ফাঁদে সত্যিই আমরা হারিয়ে যাব,
অন্যকোথাও, অন্যকোনভাবে
হয়তো আবার আমরা ফিরব
কিন্তু আমি অতটা বোকা নই যে,
সে প্রতিক্ষায় আমি বর্তমানকে নষ্ট হতে দেব।

তোমাকে ধন্যবাদ,
প্রেম নয় অথচ গভীর ভালবাসায়
গড়ে ওঠা এই সুদৃঢ় বন্ধুত্বকে
পর্যাপ্ত জল-হাওয়া-বাতাসে সতেজ রাখার জন্য,
হাজার ঝড়ের মাঝেও হাতটা না ছাড়ার জন্য,
আমার বিমর্ষ মুখে হাসি ফোটাবার জন্য,
তোমার মনের বারান্দায়
বরাবরের তুলোমলা আমায়
একটা স্থায়ী ঠিকানার বন্দোবস্ত করার জন্য।

প্রিয় রাজকুমারী,
তোমাকে ধন্যবাদ।
নিশ্চিত নিয়তি জেনেও
সামাজিক কাঠগড়ায়
বারবার আমার পক্ষে
দুঃসাহসিক লড়াই করার জন্য,
নিখোঁজ আমার খোঁজ নেয়ার জন্য,
আমার সবযোদ্ধা হয়ে
ঘোড়া ছোটাবার জন্য,
প্রচন্ড স্বার্থপর আমাকে
নিঃস্বার্থভাবে আগলে রাখার জন্য।

প্রিয় রাজকুমারী,
তুমি আমি একদিন হারিয়ে যাব
কিন্তু আমাদের অনুভূতি অবিনশ্বর।
প্রকৃতি ধারণ করবে আমাদের বন্ধুত্বকে,
আমাদের নিজস্ব পৃথিবীতে
বেঁচে থাকবে আরও কয়েকজন জাতিস্মর।

কবি নজরুল, বঙ্গবন্ধু ও 'জয় বাংলা'

শামসুজ্জামান খান

সেক্যুলার বাংলাদেশের প্রতীক-'জয় বাংলা'। নজরুলের বাংলাদেশ বন্দনা। 'নমঃ নমঃ নমঃ বাংলাদেশ মম' - বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টির বাইরে ছিলো না। এর পরেতো তিনি নজরুলের কাছ থেকে আরো স্বচ্ছ এবং লাগসই পংক্তিই পেয়ে যান। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ভেতর থেকে নজরুল, চয়ন করেছিলেন: "বাংলা বাঙালির হোক। বাংলার জয় হোক, বাঙালির জয় হোক"- অবিনাশী পংক্তিমালা। এসব পংক্তি না থাকলে আকস্মিকভাবে বঙ্গবন্ধু 'জয় বাংলা' শ্লোগান তুলতে পারতেন না। 'বাংলার জয় হোক আর 'জয় বাংলা'র মধ্যে কী কোনো পার্থক্য আছে ? অতএব নজরুলের কাছে বঙ্গবন্ধু বিশেষভাবে ঋণী তাঁর জয় বাংলা শ্লোগানের জন্যে। আমাদের উদ্ধৃত পংক্তিতে অর্থ ঠিক থাকলেও শব্দের কিছু ভিন্নতা আছে (বাংলার জয় হোক; আর বঙ্গবন্ধু ব্যবহার করেছেন 'জয় বাংলা') কিন্তু কবি তার 'ভাঙার গান' কাব্যগ্রন্থে 'পূর্ণ-অভিনন্দন' কবিতায় হুবহু জয় বাংলা শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

'জয় বাংলা' শ্লোগানটি আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাস ও বাংলাদেশের উদ্ভবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। গ্রামভিত্তিক, সমন্বয়বাদী ও লোকজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক চেতনা-ঋদ্ধ সাংস্কৃতিক বোধের ভেতর থেকে এর শক্তি

সমন্বয় করে প্রবলভাবে বেড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। বাংলাদেশ ভূখণ্ড ও ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয় স্পর্শকাতরতার কূটচক্রের আবহে এই শ্লোগান এখন অপেক্ষাকৃত ছোট স্পেসে অবস্থানকে সংহত করেছে। বলা যেতে পারে এর ঐতিহাসিক বিকাশ প্রক্রিয়ার মূলধারার চেয়ে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও আরোপিত রাজনৈতিক কূটকৌশল সামরিক, ছদ্মসামরিক এবং বাংলাদেশ বিরোধী শক্তির অনুচরদের মদদে শক্তি অর্জন করে জনগণকে কিছু বিভ্রান্ত করেছে। মুক্তবুদ্ধির মননজীবী, স্বচ্ছ চিন্তার সংস্কৃতিকর্মী ও সাহিত্যিকদের একটা বড় অংশ ও আলোকিত নতুন প্রজন্মের ছাত্র ও তরুণদের একটা বিশাল বাহিনী স্বাভাবিকভাবেই প্রথম ধারা বা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য চিন্তার সেক্যুলার প্যাটার্নের সঙ্গে যুক্ত। এরাই যুগে যুগে বিচ্ছিন্নভাবে এ ধারার ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন। তবু এর রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান এখন কিছু নিচু মাত্রায় রয়েছে। 'প্রজন্ম ৭১' বা 'একাত্তরের যাত্রী' সোচ্চারভাবে 'জয় বাংলা'র ব্যবহার করে এটা চোখে পড়েনি।

বাঙালির ধর্মপ্রবণ চিন্তা-চেতনার আচ্ছন্নতার মধ্যে প্রায় এককভাবেই প্রবল বেগ এনেছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। গোটা বাঙালি জাতিকে তিনি জাগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ঐ চেতনার প্রোজ্জ্বল শিখায়। তাঁর চিন্তার সহযোগী ছিলেন কমবেশি মাত্রায় সক্রিয় জীবনমুখী ও আধুনিক বাঙালি জাতি গঠনের সাধনায় নিয়োজিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এস ওয়াজেদ আলী, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, হুমায়ুন কবীর, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে এ কে ফজলুল হক, সুভাষ চন্দ্র বসু, সি আর দাশ প্রমুখ। এই বুদ্ধিবৃত্তিক ধারার জাতীয়তাবাদীরাই নজরুলকে বাঙালি জাতির 'জাতীয় কবি' হিসেবে কলকাতার এ্যালবার্ট হলে সংবর্ধনা দিয়েছিলেন। আর রক্ষণশীল, মূঢ় ও সামাজিক চেতনাহীন তথাকথিত মুসলমানেরা তাঁকে 'কাফের' আখ্যা দিয়েও পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়নি। তাদেরই একজন নজরুলকে বলেছিলেন, 'লোকটা মুসলমান না শয়তান'। সাম্প্রদায়িক মুসলমান ও হিন্দুদের আক্রোশ নজরুলের চিন্তার স্বচ্ছতা, প্রগতিশীলতা ও সমন্বিত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের দীপ্রতাকে কিছুমাত্র ম্লান করতে পারেনি। তিনি অবৈজ্ঞানিক ও উদ্ভট দ্বিজাতিতত্ত্বের রাজনৈতিক প্রজনন পাকিস্তানকে 'ফাঁকিস্তান' নামেই আখ্যায়িত করে গেছেন। অন্যদিকে শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রজীবনে পাকিস্তানের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরি হয়নি। ১৯৪৮-এ ঢাকায় জিন্নাহর উর্দুর পক্ষে অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী বক্তব্যের বিরোধিতাই মুজিবকে ধীরে ধীরে স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের অগ্রনায়কের ভূমিকায় নিয়ে আসে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর সাহিত্যকে ভালবাসতেন। বক্তৃতা-বিবৃতি ও আলাপচারিতায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে আবৃত্তি করতেন। এতে সাধারণ্যে এমন ধারণা চালু হয়ে যায় যে, শেখ মুজিব রবীন্দ্রভক্ত। এ ধারণায় বিন্দুমাত্র ভুল নেই। তবে মুজিবের উত্তরাধিকারের মধ্যে শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, নজরুলেরও অবস্থান ছিল বেশ দৃঢ়। তাই বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের চিন্তাধারার মৌলিক অন্তঃসারকে স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত্তি করতে চেয়েছিলেন তিনি। আমার এ অনুমানের উদাহরণ খুব স্পষ্টভাবেই চোখে পড়ে। প্রথম উদাহরণতো এখন ইতিহাস হয়ে গেছে। বিদ্রোহী কবিকে স্বাধীন বাংলাদেশে নিয়ে আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অন্য কারো পক্ষে এটা সম্ভব ছিল না। কবিকে এদেশে আনার মধ্যে শেখ সাহেবের ভেতরের চিন্তা কী ছিল তা আমরা হুবহু বলতে পারব না। তবে অনুমান করতে পারি। আমাদের অনুমান অবশ্য নিছক অনুমান নয়। ওই অনুমানের পক্ষে কিছু তথ্য প্রমাণ হাজির করবো।

দ্বিতীয় ও মূল উদাহরণের কথাটিকে যদি এভাবে তুলি যে, প্রাজ্ঞ চেতনা ও ইতিহাসবোধ শেখ সাহেবের চিন্তার পেছন ক্রিয়াশীল ছিল। আর সেজন্যেই বাংলার দুই মহান কবির কাছ থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান দুটি মৌল সত্তাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এর একটি জাতীয় সঙ্গীত। পূর্ববাংলার বাউল সুরে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' গানকে তিনি খুব যথার্থভাবেই বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত করেছিলেন। অন্যটি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ স্বকীয় চেতনা বা দর্শনের অংশ। সেক্যুলার বাংলাদেশের প্রতীক-'জয় বাংলা'। নজরুলের বাংলাদেশ কল্পনা। 'নমঃ নমঃ নমঃ বাংলাদেশ মম' - বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টির বাইরে ছিল না। এর পরেতো তিনি নজরুলের কাছ থেকে আরো স্বচ্ছ এবং লাগসই পংক্তিই পেয়ে যান। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ভেতর থেকে নজরুল, চয়ন করেছিলেন: "বাংলা বাঙালির হোক। বাংলার জয় হোক, বাঙালির জয় হোক"- অবিনাশী পংক্তিমালা। এসব পংক্তি না থাকলে আকস্মিকভাবে বঙ্গবন্ধু 'জয় বাংলা' শ্লোগান তুলতে পারতেন না। 'বাংলার জয় হোক আর 'জয় বাংলা'র মধ্যে কী কোন পার্থক্য আছে ? অতএব নজরুলের কাছে বঙ্গবন্ধু বিশেষভাবে ঋণী তাঁর জয় বাংলা শ্লোগানের জন্যে। আমাদের উদ্ধৃত পংক্তিতে অর্থ ঠিক থাকলেও শব্দের কিছু ভিন্নতা আছে (বাংলার জয় হোক; আর বঙ্গবন্ধু ব্যবহার করেছেন 'জয় বাংলা') কিন্তু কবি তার 'ভাঙার গান' কাব্যগ্রন্থে 'পূর্ণ-অভিনন্দন' কবিতায় হুবহু জয় বাংলা শব্দটি ব্যবহার করেছেন। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার ফরিদপুরের এক বিপ্লবী অধ্যক্ষের, যাঁকে কবি মাদারীপুরের 'মর্দবীর' বলে উল্লেখ করেছেন-তাঁর কারামুক্তি উপলক্ষে ওই কবিতাটি রচিত। কবিরা দিব্যদৃষ্টির অধিকারী। নজরুলের ভাঙার গানের ওই কবিতা সে কথাকেই মনে করিয়ে দেয়।

তো, এখানেই একটা মৌলিক প্রশ্ন ওঠে। তাহলো নজরুলকে যদি 'জাতীয় কবি' অর্থাৎ বাঙালির সমন্বিত জাতিসত্তার মূলধারক হিসেবে গ্রহণ করে ওই অভিধায় অখ্যাত করা হয় তা হলে তা করার অধিকার ছিলো বঙ্গবন্ধুর এবং যাঁরা 'বাঙালির জাতীয়তাবাদ' ও 'জয় বাংলা'য় বিশ্বাস করেন তাঁদের। 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' ওয়ালাদের নজরুলকে 'জাতীয় কবি' বলার অধিকারতো সঙ্গত কারণেই থাকে না। কারণ 'লেবার স্বরাজ পার্টি'র স্রষ্টা ও আধুনিক বাঙালিত্বের তাত্ত্বিক ও সাধক কবি নজরুল অমন বিষয় রাজনীতি ক্ষেত্রে অনুমোদন করেননি। অতএব এরা নজরুলকে 'জাতীয় কবি' বললে তার পেছনের মতলবটা স্পষ্ট হয় না। নজরুলের মত মহান কবিকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে 'জাতীয় কবি' বলা এও ইতিহাস ও সত্যের এক ধরণের বিকৃতি।

'জয় বাংলা'কে স্বীকার না করলে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মৌলচারিত্র্যকে অস্বীকার করা হয়, যারা এ শ্লোগান বর্জন করেছেন, তারা প্রকৃত বাঙালি নয়, বাংলাদেশের মৌল জাতীয় সত্তায় বিশ্বাসী নয়, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামেও বিশ্বাসী নয় এবং আমাদের হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জনের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তির তারা শত্রুপক্ষ। কারণ 'জয় বাংলা' শুধু একটি রাজনৈতিক জিগির (শ্লোগান) নয়, এ হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্র বা 'ইসমে আজম'। .....এ বীজমন্ত্রটি যিনি আবিষ্কার করেন তিনি হচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ সাহেবের অদ্ভুত পৌরুষব্যঞ্জক কণ্ঠে যেদিন এ 'ইসমে আজম' উচ্চারিত হল সেদিন তড়িৎপ্রবাহের মত দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের লাখ লাখ নয় কোটি কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হল সে অমোঘ মন্ত্র। তাদের অন্তরের সুপ্তচেতনা জেগে উঠল এবং লুপ্ত অনুভূতি পুনরুজ্জীবিত হল। তারা ভাবল তারা হিন্দু নয়, তারা বৌদ্ধ নয়, তারা খ্রিস্টান নয়, তারা মুসলমান নয়- তারা এদেশেরই মানুষ, তারা বাঙালি। এ যে দেশপ্রেম, এ যে জাতীয়তাবোধ 'জয় বাংলা' তারই বীজমন্ত্র, তারই 'ইসমে আজম'।

দেশের স্বল্পসংখ্যক লোক ও দেশদ্রোহী 'জয় বাংলা'র বীজমন্ত্রে অনৈসলামিক ভাব ও প্রভাব বর্তমান, এ কাল্পনিক অজুহাতে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে এর প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছে। (ড. মুহম্মদ এনামুল হক, বাঙালি বাংলাদেশ)। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহও বলেছেন, 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি'।

বাঙালির ধর্মপ্রবণ চিন্তা-চেতনার আচ্ছন্নতার মধ্যে প্রায় এককভাবেই প্রবল বেগ এনেছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। গোটা বাঙালি জাতিকে তিনি জাগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ঐ চেতনার প্রোজ্জ্বল শিখায়।

তাহলে সপ্তদশ শতকের কবি আবদুল হাকিম, লালন ফকির, শহীদুল্লাহ্, এনামুল হক, মওলানা ভাসানী (তিনিও 'বাঙালি' বলতেন) ও শত মনীষীর চিন্তাকে অমান্য ও অশ্রদ্ধা করে আমরা কী ইতিহাসের ধারা থেকে বিচ্যুত হইনি? বঙ্গবন্ধুর বিচক্ষণতা এখানেই, তিনি এদের চিন্তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুকে গভীর চক্রান্তের মাধ্যমে হত্যা করে বাংলাদেশের মূল চরিত্র বদলে দেয়া হয়। এ বিষয়ে দেশের বিশিষ্ট আইনজীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্যারিষ্টার ইশতিয়াক আহমদ খুব যথার্থভাবে বলেছেন, 'বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা লিপিবদ্ধ করার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। কিন্তু ধর্মকে ব্যবহার করে যারাই ক্ষমতায় আসে তারা সংবিধানকে বিনষ্ট করে।'

তিনি বলেন, ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় মূলনীতি ও প্রস্তাবনার পরিবর্তন করে এমন অবস্থায় দেশকে নিয়ে আসা হয়েছে যাতে মনে হয় আমরা মুক্তিযুদ্ধ করিনি, ধর্মযুদ্ধ করেছি। প্রস্তাবনায় রয়েছে ধর্ম নাকি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে ছিল।' (ভোরের কাগজ ১৫ জুলাই, ১৯৯৫)।

ঐ অবস্থায় 'জয় বাংলা'কে উড়িয়ে দেয়া হবে এটা অস্বাভাবিক নয়। তবে 'জয় বাংলা' তো ইতিহাসের অনেক আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে আমাদের জাতীয় আত্মপরিচয়ের ধারার সঙ্গে ১৯৭০-এর নির্বাচন ও গণ-জাগরণ ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিপুল গণসমর্থন ধন্য এ শ্লোগানটি ড. মুহম্মদ এনামুল হকসহ সকল দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করেছিলেন। আর কবি নজরুল ইসলাম তো এ 'জয় বাংলা'র মূল উদ্ভাবক। এমনকি মওলানা আকরম খাঁ তাঁর 'মোস্তফা চরিত' গ্রন্থে হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর নামের সঙ্গে 'জয় মোহাম্মদ' ব্যবহার করেছেন। অতএব আমাদের গোটা ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক ভেবে-বুঝেই বঙ্গবন্ধু এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কারণ মূলভাবনার দায়তো মূল নেতার বা প্রধান চরিত্রের, দৌবারিকের নয়।

লেখক: প্রয়াত গবেষক ও সাবেক মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি

গোপন সন্ত্রাস

মহসিন আহমেদ

কেতাবি কথার ভিড়ে ঢুকে গেছে করুণ-সমাস
পতনের কলধ্বনি সুর তোলে সাগরের জলে
ফাগুনের ফুলগুলো অকালেই হয়েছে বিনাশ
হিমালয় ধীরেধীরে সমতলে নেমে গেছে গলে।

সীমান্তে মিলিয়ে যায় যেই আলো তারও আছে কথা
বিলুপ্ত কোনো ভাষায় গেয়ে যায় অভিলাষী গান
যেন মহাকালজয়ী আয়ু নিয়ে খোঁজে অমরতা
বয়সী বটের মত হতে চায় আকাশ সমান।

উদ্ভ্রান্ত উন্মাদ হয়ে বৃত্তেই যে ঘুরপাক খায়
ঘন বর্ষার দিনে ফেলে দিয়ে কদমের গুচ্ছ
নিজের আঙিনা ভরে তোলে রোজ সে কৃষ্ণচূড়ায়
বৃন্ত থেকে খসে গেলে ফুল হয়ে যায় খুব তুচ্ছ।

গভীর হলেই রাত ডেকে ওঠে কামুক কুহক
দূরে কোনো মায়াবন জেগে থাকে দারুণ উল্লাসে
ঝোঁপের আড়াল থেকে মাঝে মাঝে ডাকে নিশিবক
পিপাসা নাগাল পেলে লিপ্ত হয় গোপন সন্ত্রাসে।

ভিক্ষুক

বাশরী মহন দাস

আমাকে দুটো ভিক্ষে দিন ভাই
শুধু ভিক্ষে শুধু ভিক্ষে
আকাশ দেখে মাটির পারে দাঁড়াতে চাই
করুণার জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে ডুবতে চাইনা।
আমাকে দুটো ভিক্ষে দিন ভাই
ক্ষেতের ফসল, টাকা, আঙুলী, সিকিও নয়
বস্ত্র কিংবা দেহের টারসেলাও নয়।
আমাকে দুটো ভিক্ষে দিন ভাই
বিঘা দুই জমির বন্ধকনামা দলিল
বাগানে ফল কিংবা গোয়াল ভরা গরু,
পুকুর ভরা মাছ, শীতের সকালের খেজুর রস,
পাটালি গুড়, ক্ষীর সন্দেশও নয়।
আমাকে দুটো ভিক্ষে দিন ভাই
প্রভাতে সূর্যের আলো, আকাশে জোসনা ভরা
তারার আলিঙ্গন দুয়ে মিল বন্ধুবর,
কষ্ট সুখ লাভ পার্থিব অর্কেস্ট্রা আর নয়।
ফুলের সাত্ত্বিক আহরণ, হৃদয়ের এক পশলা আনন্দ,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে জোয়ার ভাটার নির্দশন
প্রত্যহ পাওয়া না পাওয়ার ক্রন্দন, বিলাপ অভাবের
জমাটবাঁধা বরফ সব কিছুকালের ঝলসানো আহার।
শেষবারের মত দুটো ভিক্ষা দিন ভাই
দ্বিতীয়বার আর আসব না আপনাদের দুয়ারে,
অতিপরিচিত শহরের কোন এক মোড়ে কিংবা হাটে-বাজারে
দুটো ভিক্ষে দিন, একটি শিশিরভেজা গোলাপ
অপরটি বুকের খাঁচায় মোড়ানো একটি বই।

শারদ প্রাতে:

ফজলুল হক সিদ্দিকী

গত রাতে শ্বেতশিউলীতে মলিন ধূপের কান্নার ঘ্রাণ ছিল
নির্ধূম প্রাণে মিশে -
শুভ্রবসনা- সিঁদুরে আঁকা জীবনের
শারদীয় রঙধনু -
শিশির ছল-ছল-টল-মল -
অমানবিক কুয়াশা শঙ্কিত মারিতে সারি-সারি-।
শোকের সরল স্রোতে চরণ রাঙিয়ে -
এসো চির দুর্গতিনাশিনী -
নীল বিরহ পরলনাশিনী ।
অবহ ব্যথাভারে রক্তস্নাত দেশ-
সবুজের মানচিত্র -
শহিদমিনারে ঝরে পড়ে -
সভ্যতার নিঃশব্দ হাহাকার -
ঋতুরথ-চক্রে ঘুরে-ঘুরে কাঁদে-
সার্বজনীন সন্তানেরা বারবার।

নজরুল ও ৯ সংখ্যা: অনেক সমীকরণ

মনজুর-ই-আলম ফিরোজী

আমাদের জাতীয় কবি মানুষের কবি, মানবতার কবি, দ্রোহের কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন মহাসাগরের বিশাল জলরাশির মত স্বচ্ছ, তেজোদীপ্ত মহীরুহ। বট-পাকুড় গাছের সুবিস্তৃত ছায়ার মতই তিনি মহান। মহাদেশ, মহাবিশ্বের মত বিস্তৃত নজরুলের জীবন ও কর্ম, যেখানে পর্বত আছে, সমতলভূমি আছে। সেখানে কোথাও গ্রীষ্ম, কোথাও বর্ষা, কোথাও শীত, আবার কোথাও বসন্ত। বিচিত্র ও বহুবিধ ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র ও কর্মধারা।

জাতীয় কবির সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ড পর্যালোচনার আগে তাঁর জন্ম, জীবদ্দশা, মৃত্যু তথা সমগ্র জীবন পরিক্রমার ৯ সংখ্যার বিস্ময়কর যোগসূত্রের কিছু প্রমাণক তুলে ধরতে চাই। কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম কাজী ফকির আহমেদ এবং মাতার নাম জাহেদা বেগম। মাত্র ৯ বছর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রামের মক্তব থেকে নজরুল নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ১৯১৭ সালে তিনি যখন সৈনিক হিসেবে ৪৯ বাঙালি পল্টনে যোগ দেন তখন তাঁর বয়স ১৯ বছর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে যখন বাঙালি পল্টন ভেঙে দেয়া হয় এবং তিনি সৈনিক জীবনের ইতি টানেন তখন ছিল ১৯১৯ সাল।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯ আগস্ট তারিখ বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পরিষদের পত্রিকায় নজরুলের প্রথম কবিতা 'মুক্তি' ছাপা হয়। মুজাফফর আহমেদের লেখা থেকে জানা যায় যে, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯ আগস্ট তারিখে নজরুল পত্রিকা সম্পাদকের নিকট চিঠি লেখেন তাঁর কবিতাটি পত্রিকায় ছাপানোর জন্য।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সওগাতের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় নজরুলের প্রথম গল্প 'বাউন্ডুলের আত্মকথা' ও কার্তিক সংখ্যায় নজরুলের প্রথম প্রবন্ধ 'তুর্কী মহিলার ঘোমটা খোলা' প্রকাশিত হয়। ডিসেম্বর ১৯১৯ সালে নজরুলের প্রথম অনুবাদ কবিতা পার্সি কবি হাফিজের লেখা 'আশার' প্রকাশিত হয়।

নজরুলের বিখ্যাত কবিতা বিদ্রোহী'র প্রকাশকাল ১৯২১ সাল হলেও এটির রচনাকাল ১৯১৯ সাল, যেটির প্রমাণ পাওয়া যায় খান মুহম্মদ মঈনুদ্দিনকে লেখা নলিনীকান্ত সরকারের একটি চিঠি থেকে। পন্ডিচেরি থেকে লেখা ঐ চিঠিতে নলিনীকান্ত অন্যান্য কথার সাথে লিখেছেন-মীজানুর রহমান সাহেব তাঁর 'Nazrul Islam' বই একখানা আমার কাছে পাঠিয়েছেন উপহারস্বরূপ। তিনি বিদ্রোহীর রচনাকাল বলেছেন ১৯১৯ সাল।

বিদ্রোহী কবিতা লিখে নজরুল একদিকে নির্যাতিত মানুষের শ্রদ্ধাভাজন বনে যান, অপরদিকে ইংরেজ শাসককুলের চোখের বালি এবং আরো অনেকের চক্ষুশূলে পরিণত হন। কবি গোলাম মোস্তফা 'নিয়ন্ত্রিত' শিরোনামে মাঘ ১৩২৮ সংখ্যা সওগাত পত্রিকায় বিদ্রোহী কবিতার ব্যাঙ্গাত্মক প্যারোডি কবিতা লিখে নজরুলের তথাকথিত ঔদ্ধত্যকে আক্রমণ করেন। বাংলা ১৩২৯ সালে 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকার সম্পাদক আবদুল হাকিম কার্তিক সংখ্যায় 'বিদ্রোহ দমন' শীর্ষক কবিতায় নজরুলকে অশালীন ভাষায় আক্রমণ করেন। বস্তুত নানা কারণে

১৯১৯ সালটি ছিল নজরুলের জীবনে ঘটনাবহুল বছর।

১৯২০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর, লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহরু অংশ নেন। এ অনুষ্ঠানে নবযুগের প্রতিনিধি হিসেবে কাজী নজরুল ও মুজাফ-ফর আহমেদ অংশগ্রহণ করেন। এ অধিবেশন থেকেই গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়।

১৯ ডিসেম্বর ১৯২০ সালে দেওঘরে ডা: কার্তিক চন্দ্র বসুর স্যানাটোরিয়াম থেকে নজরুল সবুজ পত্রিকার দপ্তরে কর্মরত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি লেখেন এবং জরুরিভিত্তিতে টাকা জোগাড় করে পাঠানোর তাগিদ দেন। প্রতীয়মান হয় যে, কবি অর্থকষ্টে থাকতেন। নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩২৯ সালের কার্তিক মাসে (১৯২২ খ্রিস্টাব্দে)।

বাংলা ১৩২৯ সালে (১৯২২ খ্রিস্টাব্দে) নজরুলের প্রবন্ধগ্রন্থ 'যুগবাণী' প্রকাশিত হয়। রাজদ্রোহের অপরাধে ইংরেজ সরকার যুগবাণী বেআইনি ঘোষণা করে এবং এর সকল কপি বাজেয়াপ্ত করে।

বাংলা ১৩২৯ সালের শ্রাবণ মাসে চট্টগ্রামের হাফিজ মাসউদ নামে একব্যক্তি একটি রাজনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য মুজফফর আহমদকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব দেন। এজন্য তিনি ২৫০ টাকা মূলধন প্রদানের নিশ্চয়তা দেন। এত অল্প টাকায় এ ধরনের পত্রিকা প্রকাশ বাস্তবতাবর্জিত হওয়া সত্ত্বেও নজরুল নিজস্ব পত্রিকা পাওয়ার আগ্রহে উৎসাহের সঙ্গে প্রস্তাবে সম্মত হন। তিনি নিজেই পত্রিকার নাম ঠিক করেন 'ধূমকেতু'। ঠিক হয় আফজাল-উল-হক হবেন পত্রিকার প্রকাশক ও মুদ্রাকর।
'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রকাশ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে ২২ শ্রাবণ ১৩২৯ এই আশীর্বাদটি লিখে দেন:-

কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু
আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন!
অলক্ষণের তিলক রেখা,
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।

৯ আগস্ট ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে (২৪ শ্রাবণ ১৩২৯) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শিবপুর থেকে 'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রকাশ উপলক্ষে নজরুলকে দেয়া এক শুভেচ্ছাপত্রে লেখেন,"আশীর্বাদ করি, যেন শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতে পার"। ২৬ শ্রাবণ ১৩২৯ তারিখে 'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়। নজরুলের প্রিয়পুত্র বুলবুলের জন্ম ৯/৯/১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে (অকাল মৃত্যু ৭ মে, ১৯৩০ খ্রি:)।

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২২ (১৩২৯ সালের ২৯ ভাদ্র) তারিখে তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের বিজয়ে তুর্কি দিবস পালিত হয়। কোলকাতার টাউন হলে আহুত সভায় কামাল আতাতুর্কের বিজয়ে আনন্দ প্রকাশ করা হয়। নজরুল ঘোড়ায় চড়ে ঐ শোভাযাত্রায় অংশ নেন এবং মনের আনন্দে গাইতে থাকেন তাঁর রচিত 'কামাল পাশা' কবিতার চরণ 'কামাল তুলে কামাল কিয়া ভাই।' ঐ শোভাযাত্রায় আবুল কালাম শামসুদ্দিন, আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ ওবায়েদ আলী, আয়নুল হক প্রমুখ যোগ দেন। ধূমকেতু পত্রিকার ৯ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩২৯ সালের ২৯ ভাদ্র (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২২) তারিখে।

ধূমকেতু পত্রিকায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে আগুন ঝরানো সম্পাদকীয় লেখা হতে থাকে। যেমন ১৩ অক্টোবর ১৯২২ সংখ্যায় লেখা হয়...ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশির অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোন বিদেশির মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না।

ব্রিটিশ ভারতে সে সময় ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন ছিল অভাবনীয় সাহসী পদক্ষেপ। এভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আগুন ঝরানো ও বিদ্রুপাত্মক সম্পাদকীয় এবং নিবন্ধের মাধ্যমে ধূমকেতু ব্রিটিশ রাজশক্তিকে তাতিয়ে তোলে।

ধূমকেতুর পূজা সংখ্যায় তাঁর কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রকাশিত হয়। ঐ কবিতাটি প্রকাশের সাথে সাথে ব্রিটিশ তখ্তের ভীত কেঁপে ওঠে এবং খসে পড়ার উপক্রম হয়। রাজদ্রোহিতার অভিযোগে সরকার সম্পাদক নজরুল ও প্রকাশক আফজাল-উল-হকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। নজরুল গ্রেফতার এড়াতে কুমিল্লা চলে যান। ২৩ নভেম্বর ১৯২২ নজরুলকে কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করা হয় এবং কোলকাতায় নিয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হয়। ২৯ নভেম্বর ১৯২২ কোলকাতার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নজরুলের রাজদ্রোহিতা মামলার শুনানি শুরু হয়। তরুণ আইনজীবি মলিন মুখোপাধ্যায় বিনা পারিশ্রমিকে কবির পক্ষে মামলা চালাতে থাকেন। প্রহসনমূলক বিচারে ১৬ জানুয়ারি ১৯২৩ তারিখে বিচারক সুইনহো রায় প্রদান করেন এবং নজরুলকে এক বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। ১৪ই এপ্রিল ১৯২৩ তারিখে নজরুলকে আলীপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে হুগলি জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

হুগলি জেলে কারারুদ্ধ থাকাকালীন কয়েদিদের ওপর জেল কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের প্রতিবাদে কাজী নজরুল অনশন শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ মনীষীগণ নজরুলের অনশন ভাঙানোর জন্য অনুরোধ জানিয়ে পত্র লেখেন, টেলিগ্রামও করেন। যদিও ঐসব চিঠি, টেলিগ্রাম প্রেরকের কাছে ফেরৎ পাঠায় কারা কর্তৃপক্ষ। অবশেষে কুমিল্লার বিরজাসুন্দরী দেবীর অনুরোধে ৩৯ দিন পরে ২৩ মে ১৯২৩ তিনি অনশন ভাঙেন।

৯ এপ্রিল ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতার আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমার ভাদুড়ি ও তাঁর গোষ্ঠীর উদ্যোগে নজরুলকে এক সংবর্ধনা দেয়া হয়। এ অনুষ্ঠানে নজরুলকে নিবেদিত প্রশংসাসূচক বক্তব্য রাখেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নির্মল চন্দ্র চন্দ, মৃনালকান্তি রায়, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, হৃষিকেষ মিত্র প্রমুখ।

সরকার ফৌজদারি বিধির ৯৯-এ ধারা অনুসারে নজরুলের কবিতার বই 'ভাঙার গান' নিষিদ্ধ করে। ব্রিটিশ সরকার কখনোই এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেনি। দেশ বিভাগের পর ভারত সরকার ১৯৪৯ সালে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেন। নজরুলের দ্বিতীয় গ্রন্থ বিষের বেদন প্রকাশ করে

ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিকেশন্স, যার ঠিকানা ২৬/৯/১ হ্যারিসন রোড, কলকাতা।

১৯ শে নভেম্বর ১৯২৫ এ নজরুল হুগলিতে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। আবদুল হালিম, কবিপত্নী প্রমীলা ও খাশুড়ি পিরিবালা দেবীর সেবাযত্নে তিনি আরোগ্যলাভ করেন।
৯ই অক্টোবর ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগরের বাড়িতে সকাল ৬ টায় কবির ২য় পুত্র অরিন্দম খালেদ বুলবুলের জন্ম হয়।

৯ই আগস্ট ১৯২৭ কোলকাতায় সুর-সুন্দর নলীনিকান্ত সরকারকে বাঁধনহারা পত্রোপন্যাস উৎসর্গ করেন।

২৯ জানুয়ারি নজরুল ঢাকায় 'চল চল চল, ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' গানটি লেখেন। এটি ঢাকার শিখা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
১৯২৮ সালের ২৯ মে চুরুলিয়ায় নজরুলের মা জাহেদা খাতুনের মৃত্যু হয়।

৯ই অক্টোবর ১৯২৮ সালে কবি নজরুলকে সমগ্র বাংলার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোলকাতার ওয়েলেসলি স্ট্রিটে খান বাহাদুর আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে এক শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে ছিলেন এস ওয়াজেদ আলী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন, এ কে ফজলুল হক, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মোহাম্মাদ নাসির উদ্দিন, সৈয়দ জালালুদ্দিন হাশেমী, দীনেশ চন্দ্র দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আবু লোহানী, আবুল মনসুর আহমদ, শাহাদৎ হোসেন, নলীনিকান্ত সরকার, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, হাবীবুল্লাহ বাহার, আবুল কাশাম শামসুদ্দীন প্রমুখ প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব।

১৯২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর কোলকাতার অ্যালবার্ট হলে কবি নজরুলকে জাতীয় সংবর্ধনা দেয়া হয়। ঐ অনুষ্ঠানে নজরুলকে জাতীয় কবি উপাধি দেয়া হয়। তখন কবির বয়স ছিল ২৯ বছর ৬ মাস ২১ দিন। সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। তিনি সভাপতির ভাষণে নজরুলকে প্রতিভাবান বাঙালি কবি বলে আখ্যায়িত করেন। একই অনুষ্ঠানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস কবিকে সম্বোধন করে বলেন, আমরা যখন যুদ্ধে যাব তখন সেখানে নজরুলের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব তখনও তার গানই গাব।

১৯২৯ সালের ৯ই অক্টোবর কবিপুত্র সব্যসাচী জন্মগ্রহণ করেন।
১৯৩৩ সালে মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় কাজী নজরুল অনূদিত রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম এর ৫৯ টি রুবাই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সেই ৫৯ টি রুবাই গ্রন্থাকারে প্রস্তুতের সময় কবি অনেক পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন করেছিলেন। কবির অসুস্থতার অনেক পরে সেটি ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়।

কলকাতার ৯ এ্যান্টনি বাগান লেনস্থ করিম বখশ ব্রাদার্স ১৯৩৩ সালে কবি নজরুলের কাব্য 'আমপারা' ছাপায়।

১৯৩৯ সালে কবির জীবনে আরেকটি মর্মান্তিক অধ্যায়ের সূচনা হয়। কবিপত্নী প্রমীলা দেবী পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন।
৯ই জুলাই ১৯৪২ সাল কবি নজরুলের জীবনের এক চরম দুঃখবারতার দিন। এদিন কবির জটিল অসুখের সূচনা হয়। কোলকাতা বেতার কেন্দ্রের এক অনুষ্ঠানে কবির একটি প্রোগ্রাম ছিল। কিন্তু যথাসময়ে তিনি চেষ্টা করেও কিছু বলতে পারছিলেন না। তাঁর জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিলো। সেখানে নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। তিনিই কবির আকস্মিক আড়ষ্টতাজনিত অসুস্থতার কথা জানিয়ে অপারগতার বিষয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শ্রোতাদের অবহিত করেন।

অসুখ ধরা পড়ার পর দোর্দন্ড তেজি প্রতিভাবান কবির জীবনে ছন্দপতন ঘটে। অসুস্থ কবিকে ভারতে চিকিৎসায় অসাফল্যের জন্য উন্নত চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রথমে লন্ডন ও পরে ভিয়েনা পাঠানো হয়। তথায় ডাক্তার হ্যান্সহল কবির ওপর সেরিব্রাল এনজিওগ্রাফি করেন এবং এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে কবি পিকস ডিজিজে আক্রান্ত। এ দিনটি ছিল ১৯৫৩ সালের ৯ ডিসেম্বর।

১৯৬৯ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকার নজরুলের ৭০তম জন্মজয়ন্তীতে কবির প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রীয় সম্মান দেখান প্রদেশব্যাপী তাঁর জন্মোৎসব পালন করে।
১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট বিদ্রোহী কবি ৭৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। কবির অমর কবিতা/গান/গজল এ মহান কবির মহান ইচ্ছা 'মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও

ভাই, যেন গোরে থেকে মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাই' এর আহ্বানটি রক্ষা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের উত্তরপাশে সমাহিত করা হয়।...

১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ ও ভারতে জাতীয়ভাবে কবির জন্মশতবার্ষিকী উদযাপিত হয়। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক খান মুহম্মদ মঈনুদ্দিনের মতে 'বিদ্রোহী' কবিতার রচনাকাল ১৯১৯। সে মতে ২০০৯ সালে বিদ্রোহী কবিতা রচনাকালের ৯০ বছর পূর্ণ হয়। অন্য বর্ণনায়, বিদ্রোহী'র রচনাকাল ১৯২১ সাল ধরে ২০১১ সালে বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশকালের ৯০ বছর পূর্ণ হয় এবং বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে তা ঘটা করে পালন করা হয়।

অনেক মনীষীর জীবনেই কিছু সংখ্যার শুভাশুভের দুই/একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বিদ্রোহী কবির জীবনে ৯ সংখ্যাটির ব্যাপক যোগাযোগ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বিশেষ করে তাঁর জন্ম-মৃত্যু, সন্তানদের জন্ম-মৃত্যু, পিতার মৃত্যু, মাতার মৃত্যু, স্ত্রীর অসুস্থতা ইত্যাদি জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়গুলোতে ৯ সংখ্যাটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। সত্যি অবাক করার মত বৈকি!

লেখক গবেষক, প্রাবন্ধিক

কাঁটা ও কাঁটা

মনি হায়দার

রাকিব: তুমি কোথায়?

নিচে, লাইব্রেরিতে স্যার।

আমার রুমে আসতো একটু... লাইন কেটে দেন আসরার আদনান। কিন্তু ভয়ানক ভাবনায় পড়ে রাকিব। কেন ডিরেক্টর স্যার ফোন দিলেন? তাও প্রায় এক মাস পরে। আমার বিরুদ্ধে কোন এ্যাকশনে যাবেন কি? ভাবতে ভাবতে লাইব্রেরি থেকে বের হয়ে সিঁড়িতে পা রাখে। এক মাস আগে ঝোঁকের মাথায় ঘটনাটা ঘটিয়ে ফেলার পর খুব তৃপ্তি পেয়েছিল রাকিব– একটা সাহসের কাজ করেছি। বুঝিয়ে দিয়েছি, সব মানুষ কেনা যায় না।

কিন্তু দুদিন পরেই ভাবনাটা উল্টো দিকে টার্ন নেয়, কাজটা ঠিক করলাম? আসরার আদনান ডিরেক্টর। আমি দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা মাত্র। আমার হয় ধাপ উপরের বস, তার মুখের উপর...

ভাবতে গিয়ে নিজের ভেতরে ওলট পালট অবস্থা। নিজের হাত কামড়ায়, কেন স্যারকে ওসব বলতে গেলাম। এখন কি মাফ চাইবো? রাতে নিজের রুমে হাঁটতে হাঁটতে ভাবে, সকালে গিয়ে স্যারের কাছে ক্ষমা চাইব। একটু হালকা লাগে রাকিবের সিদ্ধান্তটা নিতে পারায়। ডিরেক্টর স্যারকে যতটুকু চেনে নিশ্চয়ই মার্জনা করবেন। কিন্তু সকালে এসে আসরার আদনানের রুমের সামনে গিয়ে নিজেকে খুব ছোট মনে হলো রাকিবের।

স্যার যদি উপহাস করেন? যা বলার তো বলেছি, ফিরিয়ে নেয়ার কোন মানে হয় না। নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে ডিজিকে বলে আমাকে ঢাকার বাইরে ট্রান্সফার করতে পারেন– এইতো শাস্তি। ট্রান্সফার করলে মেনে নেব। না, স্যারের কাছে যাওয়ার দরকার নেই। নিজের মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে রুমে চলে আসে রাকিব।

রাকিব হাসানদের অফিসটা সরকারি। সমাজবিজ্ঞানে মাস্টার্স পাশ করে অনেক ধরণের কাজ করার চেষ্টা করেছে রাকিব কিন্তু কোথাও নিজের মতো করে থিতু হতে পারেনি। পত্রিকায় চাকরি করেছে তিন বছর, কিন্তু পত্রিকাটা বন্ধ হয়ে গেলে বেকার রাকিব হাসান ঢাকা শহরে অনেক ঘুরেছে একটা চাকরির জন্য। এলাকার পরিচিত এক বড় ভাইয়ের হাত ধরে ঢুকেছিল একটা টিভি চ্যানেলে। কিন্তু মাস চারেক যাওয়ার পর ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। দিন নেই রাত

নেই– নায়ক আর নায়িকাদের পিছনে পিছনে ছোটো। তারা কি খায়, কি পছন্দ করে খোঁজ রাখো এবং একই বক্তব্য নানা আঙ্গিকে প্রচার কর, বিরক্তির এক শেষ। চাকরি ছেড়ে চেষ্টা করেছে টিউশনির। কিন্তু তথৈবচ।

তাহলে কি আমাকে দিয়ে কিছু হবে না? মেসে রুমে শুয়ে শুয়ে নিজেকে ব্যবচ্ছেদ করেছে রাকিব। কী করবে কোথায় যাবে বুঝে ভেবে উঠতে পারছিল না। বৃদ্ধ পিতার ঘাড়ে সিন্দাবাদের মতো চাপতে রাজি নয়। হঠাৎ বাবা অসুস্থ হলে কুষ্টিয়া যায়। যাওয়ার সময়ে বাসে দেখা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মাহতাব খানের সঙ্গে। পাশাপাশি সিট হওয়ায় স্যারের একটু সেবাযত্নও করেছে রাকিব। মাহতাব খান কুষ্টিয়া যাচ্ছিলেন একটা সেমিনারে। যেতে যেতে রাকিবের চাকরি বাকরির খবর নিয়ে সব জেনে বললেন, তুমি ঢাকায় ফিরে আমার সঙ্গে দেখা কর। বাসার ঠিকানাও দিলেন।

রাকিব কার্ড নিলেও খুব ভরসা করেনি। অতীতের অভিজ্ঞতায় জেনেছে– প্রথমে আগ্রহ নিয়ে কার্ড দিলেও পরে কিছু করে না। বরং বাসায় গেলে বিরক্ত হয়েছে অনেকে। মানুষের দ্বৈততার খেলাটা এখন বোঝে রাকিব হাসান। কার্ডটা পকেটে রেখে দেয়। বাবা সুস্থ হলে ঢাকায় আসলেও মাসখানেক মেসে ঝিম মেরে ছিল রাকিব। এমন নিদাঘ সময় মানুষের জীবনে আসে– যখন নিজেকেই নিজের ভাল লাগে না। হাতে খুব বেশি টাকা পয়সাও নেই, যা আছে কয়েকদিন চলবে। টাকাটা ফুরিয়ে গেলে কী করবে? কী খেয়ে বেঁচে থাকবে? মাস শেষে মেসের টাকা কে দেবে? নানামাত্রিক ভাবনায় জারিত রাকিব বিছানা ঝাড়তে গিয়ে মাহতাব খানের কার্ডটা পায়। বিকেলে কার্ডটা নিয়ে মাহতাব খানের ওয়ারীর বাসায় গেলে প্রকৃতপক্ষে ভালো অভ্যর্থনা পায়। মাহতাব খান রিটায়ার্ডের টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছেন। ছেলেও ভালো চাকরি করে– বৃদ্ধ বয়সে এখন সস্তা সেমিনার করে বেড়ান।

চা নাস্তার পর মাহতাব খান বলেন, রাকিব তুমি কালকে আবদুল গণির সঙ্গে দেখা কর। তোমার ব্যাপারে আমি বলে রেখেছি। গণি আমার প্রথম দিকের ছাত্র। গেলে একটা উপায় হবে। আর গণি এখন খুব ক্ষমতাবান মানুষ। আমার ধারণা, তোমার একটা কাজ হবেই।

পরেরদিন আবদুল গণির সঙ্গে দেখা করলে জিজ্ঞেস করলেন, সিভি এনেছ?

এনেছি।

দাও। আবদুল গনি খুব ব্যস্ত মানুষ। তবুও মনোযোগ দিয়ে সিভি দেখলেন। দু একটা প্রশ্নও করলেন এবং টেবিলের ফাইলের স্তূপের মধ্যে সিভি রেখে দিয়ে বললেন, এই মাসের শেষসপ্তাহে দেখা কর।

রাকিব হাসানের মনে হয়, আবদুল গনি ওর সঙ্গে একটা ঠাট্টা ধরণের নাটক করছেন। মনে হচ্ছে, এই মাসের শেষদিকে আসলে একটা ডুমুরের ফল হাতে দিয়ে বলবেন, গ্রামের বাড়ি যাও। অনেকতো ঘোরাঘুরি করলে– এবার বাড়ি গিয়ে পিছনের পুকুরের পাড়ে যে কলাগাছটা আছে, তারপাশে আমার দেয়া এই ডুমুরের ফলটা লাগাও। দেখবে, কয়েক মাস পর অকুরেটদগম হয়ে বিশাল গাছ হবে। সেই গাছে অনেক ফল হবে, সেই ফল বিক্রি করে তুমি অনেক টাকা পাবে। সেই টাকা দিয়ে তুমি একটা মুরগি কিনবে...।

এগার-বার দিনের নরক বাস করে রাকিব হাসান আবদুল গনির সঙ্গে দেখা করলে তিনি একটি নিয়োগপত্র ধরিয়ে দেন। নিয়োগপত্রটি অভিনব। অস্থায়ী নিয়োগ, প্রতি চার মাস পরপর আবেদন করতে হবে, আবার চাকরি চার মাসের জন্য কর্তৃপক্ষ দেবেন। কর্তৃপক্ষ সুযোগ মতো পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেবেন। রাকিব হাসান যখন নিজেকে ক্রমাগত পারদের ডলানীতে নিয়ে গেছে, জীবন যখন অপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছিল তখন এই নিয়োগপত্রটি নিয়ে এসেছিল অসহ্য স্বস্তি এবং আস্থা। নিজের ভেতরে আবিষ্কার করেছে একধরণের শক্তি।

যথারীতি চাকরিতে জয়েন করেছে রাকিব। প্রথম কাজই হয় ডিরেক্টর আসরার আদনানের দপ্তরে। এক একটি অফিসে অনেক প্রকারের দপ্তর থাকে। গ্রামেরবাড়িতে মোবাইলে খবরটা দিলে বৃদ্ধ বাবা আনন্দে কাঁদলেন। মা আপ্লুত হয়ে মেয়ে দেখতে শুরু করেন। আদনান মানুষটা সহজ কিন্তু কখনো কখনো মচকে গেলে খুব বিপদজনক। রাকিবের খোঁজ-খবর নিয়ে বললেন, বিয়ে কর। বয়স হয়েছে।

স্যার পাত্রী খুঁজছে মা।

গুড।

রাকিবের সঙ্গে বিয়ের কথা বলার তিন-চার-দিন পর আদনান ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মায়ের পাত্রী খোঁজার খবর কী?

খুঁজছে, ছবি পাঠাচ্ছে কিন্তু আমার পছন্দ হচ্ছে না স্যার।

আমার খোঁজে একটা মেয়ে আছে–আদনান বললেন।

তাই নাকি স্যার?

হ্যাঁ।

মেয়েটি কি করে স্যার?

চাকরি করে। বেসরকারি একটা ব্যাংকে। বেতন খারাপ না। যদি তোমাদের বিয়ে হয়, দুজনে মিলে চমৎকার চলে যাবে।

কিন্তু মেয়েটি আপনার কী হয়?

সেটা পরে জানলেও চলবে। গত কয়েক মাসে তোমাকে দেখে, তোমার সঙ্গে কাজ করে আমার মনে হয়েছে তুমি দায়িত্বশীল মানুষ। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে চাইলে আমি কোন নাম্বার দিতে পারি। সেব?

দিন স্যার।

আদনার নিজের মোবাইল সেট থেকে নাম্বার বের করে একটা কাগজে লিখে দেয়। সঙ্গে মেয়েটির নামও, লুনা। লুনা! বেশ নাম, আপন মনে আওড়ায় নামটি। ওর সঙ্গে আলাপের রেজাল্ট আমাকে জানিও রাকিব।

জানব স্যার।

নিজের টেবিলে এসে দেখতে পায়, উপ-পরিচালকের কাছে পাঠানো ফাইল ফেরত এসেছে। কেন? ফাইল খুলে দেখতে পায়, উপ-পরিচালক সই করেনি। ছোট্ট একটা আলগা কাগজে লিখে পাঠিয়েছেন, আপনি নোট ফাইলে, বিশেষ করে যে ফাইলে টাকার লেনদেন থাকে, সেই ফাইলে সিগনেচার করবেন না। কারণ, আপনি আমাদের দপ্তরের স্থায়ী নন। আপনার পাশের লাজিনাকে দিয়ে সই করিয়ে ফাইল পাঠান।

লুনাকে নিয়ে যখন একটা চিত্রকল্প বুকের গহীনে আঁকতে শুরু করেছিল রাকিব, ভাবছিল ফোন করে প্রথমে কী বলবে লুনাকে? লুনা, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। দূর, শুরুতেই দেখা করতে চাই, কথাটা ঠিক হবে না। কলব , আপনি লুনা বলছেন?

হ্যাঁ, আমি লুনা বলছি। কিন্তু আপনি কে?

আমি? রাকিব হাসান। এই কিছুক্ষণ আগে আপনার নাম্বারটা আমাকে দিয়েছেন ডিরেক্টর আসরার আদনান। আমরা একই অফিসে চাকরি করি।

লুনা হাসবে নিশ্চয়ই, বলবে– ও আচ্ছা। তো

আমি আপনার জন্য কী করতে পারি?
কিন্তু আমিতো চাকরি করি না। আমার এই চাকরি স্থায়ী না। যেকোন সময়ে কর্তৃপক্ষ বলতে পারে, কাল থেকে আপনার আসার দরকার নেই। অথচ একটা বিশাল অফিস। নিয়মিত আসছি, কাজ করছি কিন্তু আমার কোন অধিকার নেই। আমি পরিত্যক্ত একটা কাগজ। সেই কাগজ, যাতে কোন কিছু লেখা নেই। রাকিব সামনে ফাইলটা খুলে নাড়াচাড়া করে আর ভাবে, কী করব আমি? এডহকের চাকরি দেখতে দেখতে দেড়বছর হয়ে গেল। ডিজি স্যারের দেখা হলেও এত মানুষ থাকে তাকে ঘিরে, আলাপ করার সুযোগ হয় না। রাকিবতো একা নয়, একসঙ্গে নয়জন এডহক নিয়োগ পেয়েছে। সবাই কাজ করছে অফিসে। কিন্তু প্রত্যেকের ভেতরে এক ধরণের গ্লানি কাজ করে। কাজ করছে ঠিকই কিন্তু মনে হচ্ছে এই বিশাল প্রতিষ্ঠানে আমরা কেউ না। আমরা বাইরের। আমরা পরগাছা। আমাদের পায়ের তলায় মাটি নেই। মাটি যে নেই রাকিব বুঝেছিল, আরও মাস আটেক আগে। পাশের একটা রুমে দুপুরের খাবার খায় অফিসের কয়েকজনে। রাকিব বরাবরই বাইরে খায়। দোতলার রুমকি একটা কাজে হঠাৎ বাইরে গেলে ফোনে জানায়, রাকিব আমি বাইরে খাব। আমি বাসা থেকে খাবার এনেছি। তুমি খেয়ে নিও।
খুশি হয় রাকিব, থ্যাঙ্কস।
রুমকিও এডহকে আছে। চাকরির নানা বিষয়ে দুজনের মধ্যে কথা হয়। একটা নৈকট্য আছে। রুমকির জামাই সচিবালয়ের ভাল চাকরি করে। তো রুমকির খাবারটা নিয়ে পাশের রুমে যায়। দেখে, আগেই সবাই খেয়ে গেছে। টেবিলে ময়লা। পিওন ওবায়দুলকে ডেকে টেবিলটা পরিষ্কার করতে বললে, ওবায়দুল কঠিন চোখে তাকায়– দিতাছি। অপেক্ষা করছে রাকিব। কিন্তু ওবায়দুলের দেখা নেই। প্রায় মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়ে থেকে ব্যালকনিতে দাঁড়ালে রাকিব দেখতে পায় ওবায়দুল, সিগারেট টানছে সহকর্মীর সঙ্গে। আর হি হি হাসছে। মেজাজ চড়ে যায় রাকিবের, একটু ঘুরে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, আমি ভাত খাব। তোমাকে বললাম টেবিলটা পরিষ্কার করতে। না করে তুমি এখানে আড্ডা মারছো? ব্যাপারটা কী?
হোনেন স্যার, আমরা এডহকের কাম করি না। রাকিবের ইচ্ছে হলো মরে যায়। ওবায়দুলের দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে। সঙ্গের কলিগ তাড়া দেয়, ওবায়দুল– এইডা ঠিক না। তুই স্যারের কামডা কইরা দে।
ওবায়দুল ঘাড় নিচু করে চলে যায়। ওই দিনটি, ওবায়দুলের মন্তব্য– 'আমরা এডহকের কাম করি না' দীর্ঘদিন করোটির ভেতরে সুঁইয়ের মতো গেঁথে ছিল। ক্ষমতা এমন এক তরবারি যার নিচে গেলেই কেটে যায়। রক্তপাত কেউ দেখে না। ক্ষমতার মাঝখানে ছোট্ট একটা টেবিল কিন্তু ব্যবধান কোটি কোটি কিলোমিটার। আর একবার তীক্ষ্ণ প্রমাণ পেল নিজের জীবনে, যখন ঘনিষ্ঠ হলো লুনার সঙ্গে।
অপমানের বিষ হজম করে লুনাকে পরেরদিন ফোন করে। দীর্ঘক্ষণ রিং বাজলেও রিসিভ করে না। মনটা খারাপ হয়। আবার রিং করে। দ্বিতীয় টোন হবার সঙ্গে সঙ্গে ফোন ধরে, হ্যালো?
লুনা বলছেন?
বলছি। আপনি কে?
আমি রাকিব হাসান। আদনান স্যার আপনার ফোন নাম্বারটা আমাকে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে লুনার কণ্ঠস্বরটা বেশ নরম হয়ে আসে, দুলাভাই বলছিল আপনি ফোন করতে পারেন। কিন্তু আমিতো খুব ব্যস্ত। আপনি কি চারটায় বা সাড়ে চারটায় আমাকে ফোন দিতে পারবেন?
অবশ্যই পারব।
ঠিক আছে, আমরা তখনই কথা বলব। বাই-বাই শব্দটা সুরের সঙ্গে শেষ করে লুনা। একটা ভাললাগার বন্যা রেশ রয়ে যায় রাকিবের অস্তিত্ব জুড়ে। বিকেলে ফোন করে দুজনে টিএসসিতে দেখা করে। লুনা খুব আকর্ষণীয় নয় কিন্তু অস্বীকার করার মতও নয়। হালকা-পাতলা গড়নের কিন্তু নিতম্বটা ভারী শরীরের তুলনায়। বেশ চুল। কথায় তুখোড়। পছন্দ অপছন্দ নিয়ে কথা হয়, কার কোন সিনেমা ভালো লাগে– তালিকা করে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে দুজনে। প্রতিরাতে ফোনে হিসাব ছাড়া কথা বলতে থাকে। সেইসব কথায় ভবিষ্যৎ দাম্পত্যজীবন, সন্তান, ফ্ল্যাট কেনার পরিকল্পনা– সবই থাকে। আর অফিসের পর প্রায়ই দুজনে দেখা করে। রিকশায় উঠে হুড তুলে মুখে মুখে আদর নেয়। নিতে নিতে লুনা হঠাৎ বলে, এভাবে আর পারা যায় না।
কোনভাবে?
এইযে রিকশায় সওয়ার হয়ে শুধু শুধু মুখে

লুনা এখনও তোমার অপেক্ষায় আছে। যা হবার হয়ে গেছে। তোমরাতো একে অপরের কাছে এসেছিলে। স্মৃতি চাইলেই মুছে দেয়া যায় না। আর বৃহত্তর জীবনের জন্য ছোটখাটো ভুল ক্ষমা করে দেয়াই ভালো। দুদিন আগে লুনা বাসায় এসেছিল। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়– মুহূর্তমাত্র, স্প্রিং-মেশিনের গতিতে দাঁড়ায় রাকিব, স্যার কিছু মনে করবেন না। যেহেতু আপনার মাধ্যমে লুনার সঙ্গে আমার পরিচয়, আপনার মাধ্যমে সেই পরিচয়ের সুতো ছিঁড়ে গেছে। এখন আমি আপনার মাধ্যমেই লুনাকে জানিয়ে দিতে চাই, লুনাকে আমি ঘৃণা করি।
মানে?
আমি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে বিশ্বাসী। চাকরির স্থায়ীত্ব, ক্যারিয়ার আর টাকা-পয়সার হিসেব দেখে আমি মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ি না। আসি স্যার!

মুখে আদর নেয়া। একটু হাত ধরা, কোমড় জড়িয়ে বসে থাকা- আমার ভাল লাগে না। তোমার বাসায় চল–

বাসায়তো আমি একা থাকি না।

জানিতো। বন্ধুদের একদিন কয়েকঘণ্টার জন্য বাইরে পাঠাও। ওরা কি বাইরে যায় না?

তিনটা রুমের একটা বাসাতো। কেউ না কেউ থাকেই– বিষন্ন কণ্ঠ রাকিবের। আহা, লুনা কত সহজে ধরা দিয়েছিল অথচ...। নিজেকে বিশাল মাঠের এক অলীক প্রাণি মনে হয়। জীবনের টুকরো-টাকরা সুখগুলো এইভাবে গহীন গাঙে হারিয়ে যায়।

লুনার সঙ্গে সংযোগের পর আসরার আদনানের সঙ্গে রাকিবের সম্পর্কটা আরো কাছাকাছি আসে। অফিসের অনেক কাজ ওকে দেয়। অনেক সমস্যা শেয়ার করে। রাকিবকে আগের চেয়ে একটু বেশি প্রশয়ও দেয়। লুনার কাছেই জেনেছে- আসরার হচ্ছে চাচাতো দুলাভাই। লুনার সঙ্গে বিয়ে হলে আদনান হবে আমরা। অফিসে একটা প্রভাবও বাড়বে। আসরার আদনানের চাকরি আছে এখনও আট বছর। শোনা যাচ্ছে ডিজিও হতে পারেন। সরকারের উপরমহলের সঙ্গে যোগাযোগ ভাল। হলেতো পোয়াবারো। রঙিন স্বপ্নে যখন রাকিব বিভোর ঠিক সেই সময়ে কেটে যায় রঙিন সুতো।

হঠাৎ লুনার দিক থেকে যোগাযোগ কমে আসে। ঘটনার মাথা-মুণ্ডু কিছু বুঝতে পারে না রাকিব। ওর অফিসে যেতে এক প্রকার নিষেধই করেছে। কোনতো করেই না। রাকিব ফোন দিলে নানাধরণের বাহানার প্রসঙ্গ তোলে। আসরারের কাছে ঘটনার কোনো ক্লু পাওয়া যায় কিনা ভেবে রুমে গেলে আসরার জানায়– রাকিব সবই ঠিক আছে। কিন্তু একটা ঘটনা ঘটেছে–

কী ঘটনা স্যার?

আমিও নিজে প্রথম দিকে অতটা গুরুত্ব দিইনি। তোমার ভাবী প্রায়ই বলত লুনার জন্য একটা ছেলে দেখতে। হাতের কাছে তোমাকে আমার যোগ্য মনে হয়েছে বলেই তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করেছি। একটু থেমে আসরার বলেন, কিন্তু– স্যার কিন্তুটা কি?

এখানে তোমার চাকরিটা এডহক, স্থায়ী নয় জেনে লুনা প্রবল রিঅ্যাক্ট করেছে। এ বিষয়ে তোমাদের মধ্যে কোন আলাপ হয়নি? না। তোমার ভাবীও দেখলাম লুনার পক্ষে। বোঝাইতো, মানুষ মাত্রই নিরাপত্তা চায়। কিন্তু স্যার আপনিতো জানেন আমাদের ইন্টারভিউ হবে সামনের মাসে, আহত পলায় বলে রাকিব। চাকরিটা আমার হবে– কনফার্ম।

জানি। লুনাকে আমি যথেষ্ট বুঝিয়েছি। কিন্তু এই সময়ের মেয়ে, সবকিছুর আগে চায় আর্থিক নিরাপত্তা। তোমার চাকরি যদি স্থায়ী না হয়, তখন কী কী বিপদের সামনে পড়বে, যদি বিয়ে হয় তোমাদের মধ্যে– আমাকে এক এক করে বারোটি বিপদের ঘটনা বলছে, বুঝতেই পার।

ঠিক আছে স্যার!

রুম থেকে চলে আসে রাকিব হাসান। বুকটা হাহাকারে ভরে গেছে। এমনও মানুষ হয়? একজন নারী প্রেম পড়ে তোলে পুরুষের চাকরির স্থায়ীত্বের উপর ভর করে? এডহকের চাকরি তাই প্রেম প্রত্যাহার করে নিয়েছে? অস্বীকার করেছে গত কয়েকমাসের সম্পর্ক। মানুষ কি মানুষের উপর নির্ভর করে না? নিজের প্রতি এক ধরণের বিবমিষা তৈরি হয় রাকিবের। চারদিনের ছুটি নিয়ে চলে যায় কক্সবাজার। সমুদ্রতীরে অবগাহন করে এক ধরণের স্থিতি নিয়ে ফিরে আসে ঢাকায় এবং আশ্চর্য, রাকিব হাসান আগের চেয়ে কথা বলা অনেক কমিয়ে দিয়েছে। প্রায় কারো সঙ্গে কথা বলে না। রুমে চুপচাপ থাকে। মেসেও চুপচাপ। নিঃশব্দে, দাঁতে দাঁত চেপে সময় পার করছে। এবং সকল জটিলতার অবসান ঘটিয়ে এডহকের ঝুলন্ত পেন্ডুলাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন আবদুল গনি। নয়জনের সঙ্গে রাকিবকেও স্থায়ী নিয়োগ দিয়েছেন। দীর্ঘদিন পর নিজেকে মানুষ মনে হলো। মুক্তির এবং স্বস্তির নিঃশ্বাসে বুকটা ভরে যায়। মাঝখানের জটিলতাকে অতিক্রম করে নতুন স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। আসরার আদনান অভিনন্দন জানিয়েছেন। নতুন উদ্যমে কাজ করে যেতে বলেছেন। নতুন উদ্যমে কাজ করে রাকিব হাসান।

সপ্তাহের শেষদিন বৃহস্পতিবার রুমে ডেকেছেন আসরার আদনান। অনেক কথা বলার পর আসল কথাটা বলেন তিনি, রাকিব তোমাকে একটা ভাল সংবাদ দিতে চাই। জানি, তুমি পছন্দ করবে।

কী সংবাদ স্যার?

লুনা এখনও তোমার অপেক্ষায় আছে। যা হবার হয়ে গেছে। তোমরাতো একে অপরের কাছে এসেছিলে। স্মৃতি চাইলেই মুছে দেয়া যায় না। আর বৃহত্তর জীবনের জন্য ছোটখাটো ভুল ক্ষমা করে দেয়াই ভালো। দুদিন আগে লুনা বাসায় এসেছিল। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়–

মুহূর্তমাত্র, স্প্রিং-মেশিনের গতিতে দাঁড়ায় রাকিব, স্যার কিছু মনে করবেন না। যেহেতু আপনার মাধ্যমে লুনার সঙ্গে আমার পরিচয়, আপনার মাধ্যমে সেই পরিচয়ের সুতো ছিঁড়ে গেছে। এখন আমি আপনার মাধ্যমেই লুনাকে জানিয়ে দিতে চাই, লুনাকে আমি ঘৃণা করি।

মানে?

আমি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে বিশ্বাসী। চাকরির স্থায়ীত্ব, ক্যারিয়ার আর টাকা-পয়সার হিসেব দেখে আমি মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ি না। আসি স্যার!

রাকিব দ্রুত রুমত্যাগ করে। পাথরের ভঙ্গিতে বসে থাকে আসরার, ছেলেটাকে চিনতে ভুল হয়েছিল আমার! নিজের মনে স্বীকার করে নিলেন।

সেই ঘটনার পর আজ কেন ডেকেছেন আসরার আদনান? আমাকে কি ঢাকার বাইরে পাঠাবেন? নাকি লুনাকে বিয়ের জন্য চাপ দেবেন?

বিষন্নমনে রুমে ঢুকলে আসরার বলে, বসো।

দাঁড়িয়ে থাকে রাকিব, ঠিক আছে স্যার।

আরে বসো না! চা খাবে?

বসে চেয়ারে, স্যার চা খাব না।

দুজনার মাঝখানে অস্বস্তিকর নীরবতা।

রাকিব, তোমার সেইদিনের প্রতিক্রিয়ায় আমি খুব আহত হয়েছিলাম। প্রচণ্ড রাগও হয়েছিল তোমার উপর। কিন্তু দিন যত গেছে ঘটনা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। মনে হয়েছে, মাঝে মাঝে এভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয়। মানুষ হিসেবে মানুষের পরিচয় রাখা খুব জরুরি। তোমাকে অভিনন্দন।

লেখক: সাহিত্যিক ও গবেষক

সাংবাদিক নজরুল

বাবু রহমান

১৯৮২ সালের ডিসেম্বর সাংবাদিক মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর- 'কবি নজরুলের সাংবাদিক জীবন' শীর্ষক একটি চটি গ্রন্থ রচনা করেন। 'বাংলাদেশ বুক্স ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড' (ইত্তেফাক গ্রুপ) এটি প্রকাশ করে। গ্রন্থকার লিখেছেন, 'কবি হিসেবে কাজী নজরুল এত বড় প্রতিভা যে, তাঁর স্বল্পকালীন সাংবাদিক জীবন আলাদা করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কিন্তু তাঁর সাংবাদিক-সত্তা ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত রচনাগুলো আলোচনার দাবি রাখে। কবি নজরুলের স্বল্প-আলোচিত সাংবাদিক জীবন নিয়ে আমার এই ক্ষুদ্র রচনা কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নয়। এই বিষয়ে একটা বড় কাজের সূচনা মাত্র।'

নজরুল সৈনিক জীবনের পূর্বে সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুল থেকে লেখালেখি করতেন। ১৯২০ সালের মার্চে সৈন্যবাহিনী ছেড়ে কলকাতায় আসেন। ভারতবর্ষের স্বাধীকার আন্দোলনে প্রেরণার উদ্দেশ্যে নজরুল ও মুজফ্ফর আহমদ 'নবযুগ' প্রকাশ করেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আরও অনেক ব্যক্তিত্ব একাজে নিবেদিত ছিলেন। বিশেষ করে হরিশচন্দ্র মুখার্জীর 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট', দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ', বিপিন পালের 'নিউ ইন্ডিয়া', ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা', ডাঃ ভূপেন দত্তের সাপ্তাহিক 'যুগান্তর', অরবিন্দ ঘোষের 'বন্দেমাতরম', ব্রিটিশ রাজত্বকে উৎখাত করতে আন্দোলনের পথ সুগম করেন। কাজেই নজরুল বসে থাকার পাত্র নন। কারণ তিনি যুদ্ধে গিয়েছিলেন অস্ত্র চালনা শিখতে। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফফর আহমদ ও কাজী নজরুল যৌথ সম্পাদনায় শুরু করলেন-সান্ধ্য 'নবযুগ' প্রকাশ করতে। ১৯২০ সালের ১২ জুলাই এই সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' প্রকাশিত হয়। এক শিট কাগজ; দাম এক পয়সা। ২২নং টার্নার স্ট্রিট থেকে 'নবযুগ' পত্রিকা ছাপা হত আর ফজলুল হকের বাড়ি ৬নং টার্নার স্ট্রিটের নিচে এর অফিস। এভাবেই বাংলা সাহিত্যের কবি কাজী নজরুল সাংবাদিকতায় নাম লেখালেন। বহুমুখি প্রতিভার অধিকারী এই বিপ্লবী কবি'র সাংবাদিকতার হাতেখড়ি হল।

বাংলা সাহিত্য, বাংলাগান তথা বাংলা সংস্কৃতির আপোষহীন সার্থক মহান স্রষ্টা কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি একাধারে রাজনীতিবিদ, অভিনেতা, কবি, গল্পকার, উপন্যাসিক, সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক, গীতিকার, কণ্ঠশিল্পী, সম্পাদক, চলচ্চিত্র পরিচালক হিসাবে ভূমিকা পালন করেছেন। অথচ একজন সাংবাদিক ও সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব তিনি যে পালন করেছেন- সে ব্যাপারে তেমন গবেষণা হয়নি। সরকারি প্রতিষ্ঠান (প্রেস ইনস্টিটিউট) এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 'গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা' বিভাগ খোলা হয়েছে; কিন্তু 'সাংবাদিকতায় নজরুলের অবদান' বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়েছে বলে জানা নেই। অথচ সাংবাদিকতায় তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়, অভিনব, সৃষ্টিশীল, তথ্যবহুল, কৃষক-শ্রমিক ও গণমানুষবান্ধব।

১৯২০ সালে জুনে মৌলানা আকরাম খান সম্পাদিত 'সেবক' পত্রিকায় কাজ করেন। অবশ্য উনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালি পল্টনে হাবিলদার থাকা অবস্থায় তিনি 'সওগাত' পত্রিকায় লেখা পাঠান। সেটা অবশ্য সাংবাদিকতা নয়, সৃষ্টিশীল সাহিত্য ছিল।

নজরুল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে কবি'র মাসিকানায় ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'। ১৯২২ সালের ১২ আগস্ট প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। দাম এক আনা। ঘোষণা ছিল অর্ধসাপ্তাহিক। ৭নং প্রতাপ চট্টোপাধ্যায় লেন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। মোট ৩২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২৩ সালে ২৭ জানুয়ারি শেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়।

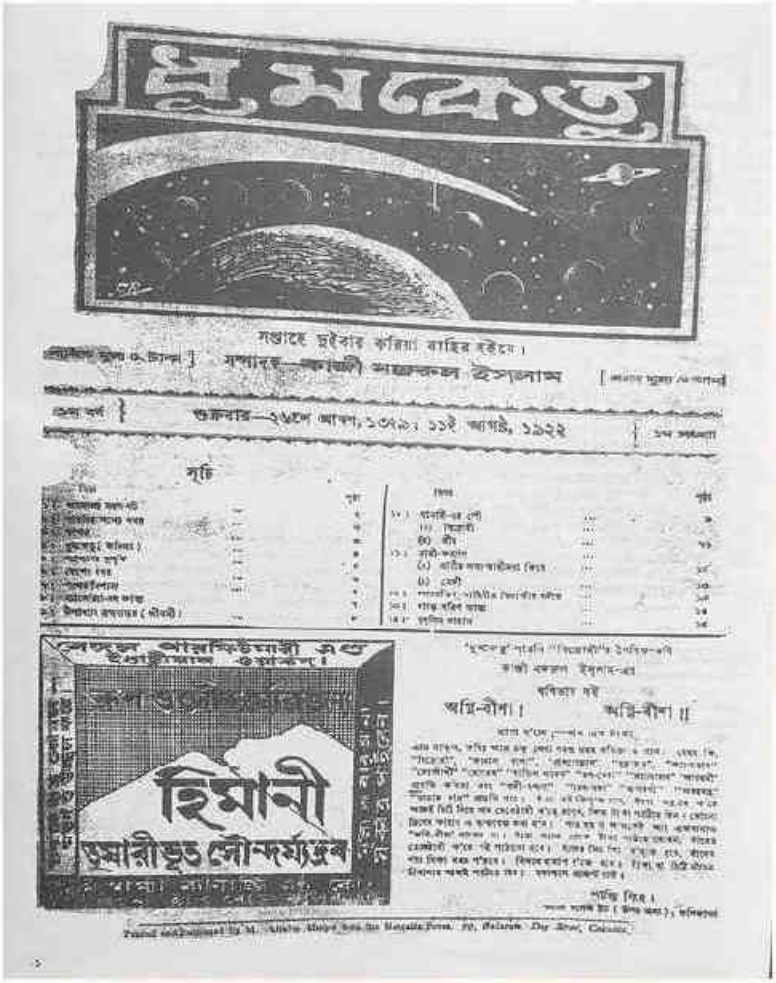
ধূমকেতু

সপ্তাহে দুইবার করিয়া বাহির হইবে।

সম্পাদক—কাজী নজরুল ইসলাম

শুক্রবার—২৬শে আষাঢ়, ১৩২৯। ১১ই আগষ্ট, ১৯২২

সূচি

অগ্নি-বীণা।

অগ্নি-বীণা ॥

হিমানী

১৯২২ সালের ২৩ নভেম্বর কবি কারারুদ্ধ হলে অমরেশ কাঞ্জিলাল প্রকাশক হিসেবে আবির্ভূত হন। পাশাপাশি ত্রিপুরার আগরতলা থেকে ১৯১২ সালে সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হয়েছিল। মহেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা ছিলেন সম্পাদক।

কবি কারামুক্ত হলে ১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর 'লাঙল' নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম। মোট ১৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রকাশক দি লেবার স্বরাজ পার্টি অব দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। সরকারি রোষানলে পড়লে ১৯২৬ সালে 'লাঙল' নামের বদলে 'গণবাণী' নামে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক নজরুলের বদলে কমরেড মুজফফর আহমদ। ৩৭নং হ্যারিসন রোড থেকে প্রকাশিত হয়। লাঙলের প্রধান পরিচালক নজরুল ইসলাম এবং সম্পাদক মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের মুখপাত্র। শিরোনামের চণ্ডিদাসের মহাউচ্চারণ- 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল নজরুলের অসাধারণ কবিতা-'সাম্যবাদী'। শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায় দলের উদ্দেশ্য

ও গঠনপ্রণালী মুদ্রিত হয়েছে। কৃষকের গান- 'ওঠরে চাষী, জগদ্বাসী ধর কসে লাঙল'; মহর্ষি 'কার্ল মার্কস' এর জীবনী; ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' উপন্যাসের নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ; সমাজ বদলের নানা লেখা, গল্প-প্রবন্ধ, সংবাদ ছাপা হতো এ পত্রিকায়। এছাড়া আরও বিচিত্র বিষয় প্রকাশিত হয় এ পত্রিকায় যা ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে।

গণবাণী পত্রিকায় লাঙলের সব বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান ছিল। একই ঘোষণা। প্রথম সংখ্যায় শ্রী নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্তের কলিকাতায় দাঙ্গা শ্রমিকের প্রতি নিবেদন, কমরেড মুজফ্ফর আহমদের- শিক্ষিত তরুণ মুসলিমগণের বরাবরে খোলা চিঠি, শ্রী সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনাগত যুগের ভ্রাতা, কুতুবুদ্দীন আহমদ এর কার্ল মার্কসের শিক্ষা, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হয়। শেষে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বিচিত্র বিষয়ে সংক্ষিপ্ত তথ্য ও জীবনানন্দ দাসগুপ্তের 'বিজয়ী' শীর্ষক কবিতা ও সংক্ষিপ্ত (খড়কুটো) সংবাদ প্রকাশিত হয়। সবশেষে 'আশিপুর জেলার হত্যার মোকদ্দমা' শিরোনামে হাইকোর্টের আপিলের রায় ছাপা হয়। ১৯২০ সালের ১২ জুলাই 'সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ' প্রকাশিত হবার পর ১৯৪১ পুনরায় 'নব পর্যায়ে নবযুগ' শিরোনামে ছাপা হয়। আগে ছিল নজরুলের সাম্যবাদী চেতনার দায়িত্ববোধ থেকে করা। সেজন্য 'সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ' থেকে বের হয়ে এসেছিলেন রাজনৈতিক কারণে। প্রথমত যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন নজরুল ও মুজফ্ফর। ১৯২১ সাল পর্যন্ত এ পত্রিকা প্রকাশনা অব্যাহত থাকে। আর 'নব পর্যায়ের নবযুগ' পত্রিকায় প্রধান সম্পাদক হিসেবে ছাপা কাজী নজরুল ইসলামের নাম। আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন এদের সাথী। উল্লেখ্য যে নজরুল স্বনাম ছাড়াও বিভিন্ন ছদ্মনাম উদ্দেশ্য প্রণোদিত লেখা লিখতেন। আইরিশ বিদ্রোহী রবার্ট এমেটের উপর 'কহলন মিশ্র' নামে একটি ধারাবাহিক লেখা প্রকাশিত হয়। কবি'র এই যে মহান পেশা তা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অভিসন্দর্ভ রচনা হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে নজরুল সুহৃদ বিপ্লবী প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রথম 'সাংবাদিক নজরুল' শিরোনামে ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে দি ডার্সেটাইল

বাংলা সাহিত্য, বাংলাগান তথা বাংলা সংস্কৃতির আপোষহীন সার্থক মহান স্রষ্টা কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি একাধারে রাজনীতিবিদ, অভিনেতা, কবি, গল্পকার, উপন্যাসিক, সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক, গীতিকার, কণ্ঠশিল্পী, সম্পাদক, চলচ্চিত্র পরিচালক হিসাবে ভূমিকা পালন করেছেন। অথচ একজন সাংবাদিক ও সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব তিনি যে পালন করেছেন- সে ব্যাপারে তেমন গবেষণা হয়নি। সরকারি প্রতিষ্ঠান (প্রেস ইনস্টিটিউট) এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 'গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা' বিভাগ খোলা হয়েছে; কিন্তু 'সাংবাদিকতায় নজরুলের অবদান' বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়েছে বলে জানা নেই। অথচ সাংবাদিকতায় তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়, অভিনব, সৃষ্টিশীল, তথ্যবহুল, কৃষক-শ্রমিক ও গণমানুষ বান্ধব।

একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন নবযুগ, ধূমকেতু, লাঙল ও গণবাণী পত্রিকার অংশবিশেষ ছাপা হয়। তাতে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ছবি ও পত্রিকার ছবি মুদ্রিত হয়।

১৯৮২ সালের ডিসেম্বর সাংবাদিক মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর- 'কবি নজরুলের সাংবাদিক জীবন' শীর্ষক একটি চটি গ্রন্থ রচনা করেন। 'বাংলাদেশ বুক্স ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড' (ইত্তেফাক গ্রুপ) এটি প্রকাশ করে। গ্রন্থকার লিখেছেন, 'কবি হিসেবে কাজী নজরুল এত বড় প্রতিভা যে, তাঁর স্বল্পকালীন সাংবাদিক জীবন আলাদা করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কিন্তু তাঁর সাংবাদিক-সত্তা ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত রচনাগুলো আলোচনার দাবি রাখে। কবি নজরুলের স্বল্প-আলোচিত সাংবাদিক জীবন নিয়ে আমার এই ক্ষুদ্র রচনা কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নয়। এই বিষয়ে একটা বড় কাজের সূচনা মাত্র।'

আমরাও আশা করি উল্লেখিত ছোট কাজগুলি বড় কাজের সূচনা। কণ্ঠশিল্পী, স্বরলিপিকার ও সংগ্রাহক আসাদুল হক 'নির্ভীক সাংবাদিক নজরুল' শীর্ষক ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে আর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। নবযুগ, ধূমকেতু, লাঙল, সেবক, গণবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা ও প্রতিবেদনের একটি সূচি করে দিয়েছেন। খুব এলোমেলো বিষয়, সুসম্পাদিত নয়। তবে প্রকাশিত সংখ্যার সূচিপত্র।

কবির সম্মানী নিয়ে কর্তৃপক্ষের (ফজলুল হক) সাথে মতান্তর হওয়ায় ছেড়ে এলেন এ পেশা। তার কয়েক বছরের মধ্যে কবি'র চিকিৎসার দীর্ঘসূত্রিতা তাঁর রোগকে অনারোগ্য পর্যায়ে নিয়ে গেল। ১৯৪৫ সালে তাঁর শরীরে রোগ জেঁকে বসায় কবি হলেন নির্বাক ও চিরঅসুস্থ। তাঁর এই সাংবাদিক জীবন নিয়ে একাডেমিক গবেষণা হলে তরুণ প্রজন্ম নজরুলের প্রকৃত তারুণ্য বিষয়ে জানতে পারবে।

লেখক: সাংবাদিক

দুর্গাপূজার দিনগুলো

ইমদাদুল হক মিলন

ব্যস্ততার কারণে বুঝতেই পারিনি আশ্বিন মাস এসে গেছে। কয়েকদিন পরই দুর্গাপূজা। চারতলার ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। চারদিকের উঁচু উঁচু বিল্ডিংয়ের ফাঁকফোকর দিয়ে একটুখানি চোখে পড়ে আকাশ। কি স্বচ্ছ, কি নীল পরিচ্ছন্ন আকাশ! কাশফুলের মত সাদা মেঘ দাঁড়িয়ে আছে নীল আকাশের তলায়। এটুকু আকাশ দেখে আমার মন চলে যায় পেছনে ফেলে আসা ছেলেবেলায়। বিশাল এক আকাশের তলায় নির্জনে পড়ে থাকা কাশবনের ভেতর দিয়ে, সকালবেলার আলোয় ছুটতে দেখি নিজেকে। পরনে হাফপ্যান্ট, গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি। দুটোই পুরোনো। প্যান্টটা একটু চলচলে হয়ে গেছে। ওই ধরণের প্যান্টকে বলা হত ইংলিশ প্যান্ট। সামনের দিকে বোতাম, পেছনের দিকে ইলাস্টিক। বোতাম ঠিক আছে, কিন্তু ইলাস্টিক ঢিলা হয়ে গেছে প্যান্টের। দৌড়ের তালে বার বার নেমে যাচ্ছে কোমর বেয়ে। এক হাতে সে প্যান্ট ধরে ছুটছি। আজ সকালেই গ্রাম মুখরিত হয়েছে ঢাকের শব্দে। তালুকদারবাড়ির দিকে বাজতে শুরু করেছে ঢাক। সে শব্দ এসে লাগছে বুকে। বুক ভরে যাচ্ছে আনন্দ-উত্তেজনায়। পূজা এসে গেছে। দুর্গাপূজা। এখন চারদিকে বইবে আনন্দের জোয়ার। বিক্রমপুর ছিল হিন্দুপ্রধান এলাকা। জেলা ঢাকা, মহকুমা মুন্সিগঞ্জ। এখন মহকুমাই জেলা হয়ে গেছে। মুন্সিগঞ্জ জেলা। আর বিক্রমপুর নামটাই প্রকৃত অর্থে কোথাও নেই। সরকারি নথিপত্র থেকে মুছে গেছে। যেটুকু আছে তা মানুষের মুখে মুখে। মিষ্টান্ন ভান্ডার আর বস্ত্রালয়ের নামে। আর আছে বিক্রমপুর অঞ্চলের মানুষের হৃদয়জুড়ে। ছেলেবেলায় দেখেছি বিক্রমপুরের প্রতিটি গ্রামেই হিন্দু-মুসলমান গলাগলি করে আছে। দেশভাগের পর পূর্ববাংলা খালি করে দলে দলে হিন্দুরা চলে গেছে পশ্চিমবাংলায়। বিক্রমপুর থেকেও চলে গিয়েছিল অনেকে। আবার অনেকে থেকেও গিয়েছিল। আমি যে গ্রামে বড় হয়েছি, সেই গ্রামের নাম মেদিনীমন্ডল। বিশাল গ্রাম। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা বলে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছিল গ্রামটিকে উত্তর মেদিনীমন্ডল, দক্ষিণ মেদিনীমন্ডল। আমার নানাবাড়ি দক্ষিণ মেদিনীমন্ডলে। বারো বছর বয়স পর্যন্ত এ গ্রামে জীবন কেটেছে আমার। দক্ষিণ মেদিনীমন্ডলের চারপাশে কত সুন্দর সুন্দর নামের গ্রাম। দক্ষিণে পদ্মার পারে মাওয়া, কুমারভোগ। উত্তরে দোগাছী। পশ্চিমে কান্দিপাড়া, জলালদিয়া। পুবে সীতারামপুর, কাজির পাগলা। নানাবাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা বাড়ির পর ছিল মনীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি। মনীন্দ্র ঠাকুর ছিলেন দেবতার মতো একজন মানুষ। পাশকরা চিকিৎসক নন, তবু চিকিৎসক হিসেবে অসাধারণ। তাঁর চেহারা দেখে আর কথা শুনে ভাল হয়ে যেত অর্ধেক রোগী। দেশগ্রামের লোক মাথায় করে রাখে তাঁকে। হিন্দু-মুসলমান সব শ্রেণির, সব বয়সের মানুষ তাঁকে ডাকে 'ঠাকুরদা'। কিরাট মানী লোক। দুর্গাপূজার সময় ঠাকুরবাড়িতে ঝাঁকা বোঝাই লাড্ডু আর আমৃত্তি। যে যাচ্ছে সেই

খাচ্ছে। হাসিমুখে মনীন্দ্র ঠাকুর মিষ্টি বিলাতেন। পুবদিকে কামারবাড়ি। পুব-উত্তর দিকে তালুকদারবাড়ি। তালুকদাররা ছিল এলাকার জমিদার। এই বাড়ির এক মহান বিদ্যানুরাগী শ্রী অভয় তালুকদার মহাশয় কাজির পাগলা গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কাজির পাগলা এ. টি. ইনস্টিটিউশন। সেই স্কুলের বয়স এখন একশ' দশ বছর। রাজকাপুরের ক্যামেরাম্যান রাম্বু কর্মকার ছিলেন এই স্কুলের ছাত্র। এখনো অভয় তালুকদার মহাশয়ের নামেই চলছে স্কুল। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত এই স্কুলে পড়েছি আমি। বিক্রমপুর নিম্নাঞ্চল। এখন রাস্তাঘাট হয়ে যাওয়ার ফলে বিক্রমপুর আর সেই বিক্রমপুর নেই। অনেকটাই যেন শহর। পদ্মার সেই উন্মত্ত চেহারাও নেই। একটার পর একটা চর পড়ে পদ্মা এখন শীর্ণ, দুর্বল। তাই আগের মতো বর্ষাকাল বিক্রমপুরে আর দেখা যায় না। এখনো বর্ষায় মাঠঘাট ভাসে, কিন্তু আমার ছেলেবেলার মত না। ওইসব দিনে বিক্রমপুরের বর্ষা মানে মাঠঘাটে আট-দশ হাত পানি। একেকটা বাড়ি হয়ে যেত একেকটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে যেতে নৌকা ছাড়া উপায় নেই। কোন কোন বর্ষায় পানির জোর একটু বেশি হলে বাড়ির উঠোন-আঙিনা ডুবে যেত। উঠোন-আঙিনা ডুবিয়ে পানি ঢুকে যেত ঘরের ভেতর।আমার নানা ছিলেন জাহাজের সারেং। অবস্থাপন্ন মানুষ। বাড়িতে বিশাল বিশাল টিনের ঘর। আমার জন্মের বহুকাল আগে তিনি গত হয়েছেন। সচ্ছলতায় একটু ভাটা পড়েছে। কিন্তু বাড়ির বিশাল ঘরগুলো তখনো রয়ে গেছে। কোন কোন বর্ষায় ওইসব টিনের ঘরেও ঢুকে গেছে পানি। উঁচু পালঙ্কে বসে ঘরের মেঝেতে দেখছি মাছের চলাচল। সময় কাটানোর জন্য নানি আমাকে ছোট্ট একটা ছিপ দিয়েছে। আগের রাতে রান্না করা শক্ত-শক্ত ভাত দিয়েছে একমুঠ। সেই ভাত ছোট্ট বড়শিতে গেঁথে মাছের টোপ করেছি। পালঙ্কে বসে ঘরের মেঝেতে ফেলেছি বড়শি, টানে টানে উঠছে পুঁটি-টেংরা, বিক্রমপুরের আঞ্চলিক ভাষায় 'এলাইং' নামের একরকম ছোট মাছ। আর কি লম্বা একেকটা বর্ষাকাল! চার-সাড়ে চার মাস কেটে যায়, শেষ হতেই চায় না। শুরু হয় জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি, আশ্বিনেও শেষ হয় না। শরৎকালেও যেন থেকে যেত কিছুটা বর্ষা। মাঠঘাট-ক্ষেতখোলায় তখনো রয়ে গেছে কাদাপানি। আমন ধানে পাকন লেগেছে। সকালবেলার আলোর মতই রঙ পাকাধানের। রোদ আর ধানের আলোয় সোনার মতো ঝলমল করছে চারদিক। বর্ষাজলের তলা থেকে জেগে ওঠা পুকুরপাড় আর আলপথ, সড়ক কিংবা মাঠের ধারে কাশবন সাদা হয়েছে ফুলে ফুলে। মাথার ওপর শরতের আকাশ, তলায় সোনালি ধানের মাঠ আর কাশবন, মনের ভেতর এখনো বাঁধা আছে সেই ছবি। তালুকদারবাড়ির ঢাকের শব্দে হঠাৎ করেই যেন ফুরিয়ে গেছে বর্ষাকাল, হঠাৎ করেই যেন শেষ হয়েছে দুঃসহ লম্বা এক রাত। ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে পুরো গ্রাম। হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ নেই। প্রতিটি বাড়িতেই লেগেছে আনন্দের ছোঁয়া। আমার বয়সী ছেলেমেয়ে সব ছুটতে ছুটতে বেরিয়েছে বাড়ি থেকে। পায়ের তলায় কাদাপানি উপেক্ষা করে ছুটছে তালুকদারবাড়ির দিকে। কত বড় দুর্গাপ্রতিমা হয়েছে এবার, কত সুন্দর হয়েছে। কবে প্রতিমা গড়তে শুরু করেছিল প্রতিমাশিল্পীরা। কবে শেষ করেছে! নাকি শেষ হয়নি এখনো! মহালয়ার আগেরদিন শেষ হবে। না কি শেষ হয়ে গেছে। এখনই দেখতে দেবে না কাউকে। বিশাল সাদা কাপড়ে ঢেকে রেখেছে। কত কৌতূহল। কত কৌতূহলে ছুটে গেছি তালুকদারবাড়িতে।

এরকম ছিল একেবারেই ছেলেবেলার দুর্গাপূজা। তারপর শুরু হলো ঢাকার জীবন। ঢাকায় আমাদের বাসা ছিল জিন্দাবাহার থার্ড লেনে। ওখান থেকে পুবদিকে চার-পাঁচ মিনিট হেঁটে গেলে শাঁখারীবাজার, তাঁতীবাজার। বিশাল আয়োজনে দুর্গাপূজা হয় এ দুই বাজারে। ওই পাড়ায় মুসলমান নেই। সবাই হিন্দু। বিশাল এলাকাজুড়ে মন্ডপের পর মন্ডপ। দুর্গাপ্রতিমার পর দুর্গাপ্রতিমা। পূজার দিনগুলোর কি যে আনন্দ পুরো এলাকায়। আমি আর আমার বড় ভাই দিনে কতবার যে যাচ্ছি প্রতিমা দেখতে। একই প্রতিমা বহুবার দেখেও যেন সাধ মেটে না। মন খুব খারাপ হত বিসর্জনের দিন। শাঁখারীবাজার, তাঁতীবাজার; ওদিকে শ্যামবাজার, সূত্রাপুর, ঢাকেশ্বরী মন্দির, রামকৃষ্ণ মিশন; চারদিক থেকে ট্রাকভরে আসছে প্রতিমা। বিসর্জনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বুড়িগঙ্গার তীরে। পাটুয়াটুলির ওদিক দিয়ে আমিও যাচ্ছি দলের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে। মেদিনীমন্ডল গ্রামে থাকার সময় বিসর্জন দেখেছি পদ্মায়, ঢাকায় এসে দেখছি বুড়িগঙ্গায়। আমারও মন বেদনায় ভরে গেছে দেবী দুর্গার বিসর্জন দেখে। আমার মতই ম্লান হয়েছে সারা শহর।

এখনো এমন করেই হয় পূজার আনন্দ। আমার ওই বয়সে আছে যারা, তারা নিশ্চয় অমন করেই কাটায় পূজার দিনগুলো। আমি অনেক পেছনে ফেলে এসেছি সেই জীবন। এই জীবনের অনেক পরে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'পল্লীচিত্র' বইয়ে অসাধারণ বর্ণনা পড়লাম দুর্গাপূজার।

"নদীজলে অনেকদূর পর্যন্ত মশালের আলো প্রতিফলিত হইতেছে। প্রতিমার নৌকার একপ্রান্তে দেওয়ানজী গলদশ্রীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে গম্ভীরভাবে দন্ডায়মান। পুরোহিত ঠাকুর দক্ষিণ হস্তে পঞ্চপ্রদীপ ও বাম হস্তে ঘন্টা নাড়িয়া ঠাকুরের আরতি করিতেছেন, দর্শকবৃন্দ নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া আছে। শরতের ধূসর সন্ধ্যায় পল্লীপ্রান্তবাহিনী তরঙ্গিনীবক্ষে এক অপূর্ব দৃশ্য।

অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিলে ক্রমে ক্রমে প্রতিমাগুলিকে জোড়া নৌকার উপর হইতে ধীরে ধীরে নদীর জলে নামাইয়া দেওয়া হইল; দর্শকগণ উচ্চৈস্বরে 'হরিবোল' দিতে লাগিল। যাহারা জলের ধারে ছিল, তাহারা অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিয়া মাথার উপর ছড়াইয়া দিল। প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক নৌকা হতে জলে নামিয়া পড়িল। কেহ অবগাহন করিতে লাগিল; কেহ কেহ ডুব দিয়া রাংতা কুড়াইতে লাগিল। বিসর্জন দেখিয়া দর্শকগণ নদীতীর হইতে গৃহমুখে প্রত্যাবর্তন করিল।

পূজা-বাড়িতে বাদ্যধ্বনি থামিয়া গিয়াছে। এই কয়দিন যে বেদীর উপর দুর্গাপ্রতিমা অলৌকিক গৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; আজ চন্ডীমন্ডপে সেই বেদী শূন্য পড়িয়া আছে; নিকটে একটি ক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপ জ্বলিতেছে, তাহাতে গৃহের অন্ধকার দূর হইতেছে না। যেন আনন্দময়ী কন্যাকে দীর্ঘকালের জন্য বিদায়দানের পর পিতৃগৃহের সুগভীর নিরানন্দভাব ও মাতৃহৃদয়ের সুতীব্র বিরহ বেদনা উৎসবনিবৃত্ত কর্মশ্রান্ত অবসাদ-শিথিল ক্ষোভবিহ্বল বন্ধুগৃহের সেই ম্লান দীপালোকে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।"

কিশোর বয়সে জিন্দাবাহার ছেড়ে চলে এলাম গেন্ডারিয়ায়। গেন্ডারিয়া হাইস্কুলে পড়ি। আমাদের হেডমাস্টার সুধীর বাবু।

গেন্ডারিয়ায় তো আছেই, চারপাশেও রয়ে গেছে বহু হিন্দু পরিবার। দীননাথ সেন রোডে মানবেন্দ্রদের বাড়ি। সাধনা ঔষধালয়ের মূল কারখানার ঠিক উল্টো দিককার বিশাল বাড়ি। মানবেন্দ্র আমার সঙ্গে পড়ে। আমার বন্ধু। সূত্রাপুরের শংকর, ঋষিকেশ দাস লেনের সুভাষ আচার্য আর সুভাষ মন্ডল পূজার সময় দিনরাত পড়ে থাকি ওই সব বন্ধুর বাড়ি। দুর্গাপ্রতিমা দেখতে যাই মিলব্যারাক মাঠের পাশে, সূত্রাপুর, শ্যামবাজার। আর একটু বড় হয়ে গেছি ঢাকেশ্বরী মন্দিরে, রামকৃষ্ণ মিশনে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে। শাঁখারীবাজার, তাঁতীবাজার তো ছিলই। বন্ধুরা দলবেঁধে গেছি দুর্গাপ্রতিমা দেখতে।

কয়েক বছর আগে চিটাগাংয়ে গেছি এক সাহিত্যের অনুষ্ঠানে। আমার সঙ্গে আছেন বাংলাদেশের খ্যাতনামা চলচ্চিত্রকার, অভিনেতা, লেখক আমজাদ হোসেন। রাতের বেলা সরকারি ডাকবাংলোয় বসে আড্ডা দিচ্ছি। হঠাৎই দেবীপ্রতিমা দেখতে আসা মানুষজনের উদ্দেশ্যে কী কী ঘোষণা হতে লাগল মাইকে। দুর্গাপূজার সময়। আমাদের বাংলোর খুব কাছে পূজামন্ডপ। আমজাদ ভাইকে বললাম, 'চলুন, আমজাদ ভাই, প্রতিমা দেখে আসি।'

তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি। রাত তখন এগারোটার ওপর। মন্ডপে গিয়ে দেখি তখনো শয়ে শয়ে লোক। নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী। গানবাজনা হচ্ছে, আরতি হচ্ছে। খুবই উৎসবমুখর পরিবেশ। আমাদের চিনে ফেললেন পূজা কমিটির কর্তাব্যক্তিরা। আমজাদ ভাই এত সুন্দর করে আরতি দিলেন দেবীর সামনে! দেখে আমি অবাক। পরে তিনি আমাকে বলেছেন, তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে জামালপুরে। পূজার সময় হিন্দু বন্ধুদের সঙ্গে তিনি আরতি করেছেন। এখনো মনে রয়ে গেছে কীভাবে আরতি করতে হয়। নারায়ণগঞ্জে থাকত আমার বন্ধু লুৎফর। দুর্গাপূজার সময় লুৎফর আমাকে দাওয়াত দিত, 'নারায়ণগঞ্জে আয়। পূজা দেখে যা।'

পূজার দিনগুলো কাটত এইভাবে। এখন আমার বন্ধু স্বপন দত্তের ফ্ল্যাটে দশমীর দিন একত্র হই আমরা। আমরা দশ-বারোজন বন্ধু, স্ত্রী, বাচ্চাকাচ্চারা। স্বপনের হিন্দু বন্ধু নেই। সব বন্ধুই মুসলমান। সবাই একত্র হয়ে দুর্গাপূজার আনন্দটা করি। বিশাল খাওয়া-দাওয়া, হৈহল্লা, আড্ডা। ঈদের দিন স্বপনও ঠিক ওভাবেই দিনটা কাটায় আমাদের সঙ্গে।

বাংলাদেশে দুর্গাপূজার চেহারাটা এই রকম। হিন্দু-মুসলমান মিলেই উৎসবটা করে। দোকানপাট, বাজারঘাটে ঈদের মতই বেচাকেনার ধুম লাগে। সরকারি ছুটি থাকে। মিষ্টির দোকানগুলো ভরে যায় লাড্ডু আর আমৃত্তি। চিনির হাতি-ঘোড়া বাঘ-ভালুক তৈরি করা হয় শিশুদের জন্য। হিন্দু, মুসলমান-নির্বিশেষে বাচ্চাদের জন্য কেনে ওই মুখরোচক দ্রব্য। পত্রিকাগুলো বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। টিভি চ্যানেলগুলো আয়োজন করে বিশেষ সব অনুষ্ঠানের। কোথাও একবিন্দু কমেনি দুর্গাপূজার আনন্দ, বরং আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে।

আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক যতীন সরকারের একটি লেখা পড়ে দুর্গাপূজার মূল দর্শনটা বোঝার চেষ্টা করেছিলাম। 'গণেশের পাশে দাঁড়ানো কলাবউ' নামে ছোট্ট একটি রচনায় দুর্গাপূজার চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তিনি। গণেশের পাশে দাঁড়ানো গণেশের বউ অথবা কলাবউ নামে লম্বা ঘোমটা দেওয়া বউটি আসলে একটি কলাগাছ। শাড়ি প্যাঁচিয়ে, লম্বা ঘোমটা দিয়ে পল্লীবধূর মত কলাগাছটি দাঁড় করিয়ে রাখা হয় বলে ওরকম নাম পড়েছে। তার আসল নাম 'নবপত্রিকা'। কারণ শুধু কলাগাছ নয়, নয় রকম গাছের পাতা একত্রে জড়িয়ে কলাবউটি তৈরি করা হয়েছে। কলা হলদি ধান কচু মানকচু জয়ন্তী ডালিম অশোক ও বেল এই কটি উদ্ভিদের পল্লব নিয়েই নবপত্রিকা। নয়টি পল্লবের আবার নয়জন আলাদা আলাদা অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন। কলার হচ্ছেন ব্রাহ্মণী, হলদির দুর্গা, ধানের লক্ষ্মী, কচুর কালিকা, মানকচুর চামুন্ডা, জয়ন্তীর কার্তিকী, ডালিমের রক্তদন্তিকা, অশোকের শোকরহিতা আর বেলের শিবা। এই নবপত্রিকার পূজাই হচ্ছে দুর্গাপূজার প্রধান অঙ্গ। দুর্গাসহ নবপত্রিকার সব দেবীই উদ্ভিদজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাই এই দেবীরা মূলত কৃষিদেবী। মার্কন্ডেয় পুরাণে দেবী নিজেই বলেছেন, 'অনন্তর বর্ষাকালে নিজদেহে সমুদ্ভূত প্রাণধারক শাকের সাহায্যে আমি সারা জগতের পুষ্টি সরবরাহ করব। তখন আমি জগতে শাকম্ভরী নামে বিখ্যাত হব।' যিনি দুর্গা তিনিই শাকম্ভরী। শাকম্ভরীই আবার বিবর্তিত হয়ে রণরঙ্গিনী, মহিষমর্দিনী বরাভয়দায়িনী দেবীতে পরিণত হয়েছেন। আদিযুগের শস্যদেবীই এ যুগের দুর্গাদেবী। বাঙালির দুর্গোৎসব হচ্ছে শারদীয় উৎসব। ধান যখন পাকতে শুরু করে, পাকা ফসলে যখন গৃহস্থের গোলা ভরে ওঠার সময়, সেই শরৎকালেই বাঙালির দুর্গোৎসব। একদা কৃষি-উৎসব ছিল বলেই ফসল ওঠার সময় উৎসবটা হয়। শ্রীশ্রী চন্ডী গ্রন্থের মধ্যমচরিতে বলা হয়েছে, 'শতবর্ষব্যাপী দেবতা এবং অসুরদের যুদ্ধ চলছিল। যুদ্ধে দেবগণ পরাভূত হয়ে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন মহান দেবতার নিকট দেবগণ স্বর্গভ্রষ্টতার কাহিনী করুণভাবে বর্ণনা করে এর প্রতিকার প্রার্থনা করেন। অসুরদের হাতে দেবতাদের নির্যাতনের কাহিনী শুনে দেবগণের প্রচন্ড ক্রোধ জন্মে। ক্রোধ থেকে তেজ আর ওই তেজরাশি মিলিত হয়ে এক নারীমূর্তির আবির্ভাব ঘটাল। সেই নারীমূর্তিরই হলেন দুর্গা। অত্যাচারী ভোগলিপ্সু মহিষাসুরের সঙ্গে দেবীর ভীষণ যুদ্ধ ও দেবশক্তির বিজয়, অসুরদের বিনাশ। অসুর শক্তির বিনাশে দেবগণ উল্লসিত এবং দেবীর প্রতি তাঁরা স্তুতি নিবেদন করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। হে দেবী, আমাদের প্রতি আপনি প্রসন্ন হোন। সম্প্রতি অসুরনাশ করে আমাদেরকে যেরূপ রক্ষা করলেন, ভবিষ্যতেও আপনি আমাদেরকে শত্রুভয় থেকে রক্ষা করবেন। হে দেবী, আপনি কৃপা করে দুর্ভিক্ষ মহামারি প্রভৃতি উপদ্রব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।' (সূত্রঃ দুর্গাপূজাঃ ঐতিহ্য ও সাম্প্রতিক ভাবনা। ড. পরেশচন্দ্র মন্ডল)

আজকের এই পৃথিবী এক সংকটময় পৃথিবী। অকল্যাণ, অকর্ম আর মঙ্গলহীনতায় ভরে গেছে পৃথিবী। মানুষ কাটাচ্ছে এক অসহনীয় সময়। এই অসময়ের জন্য, আজকের পৃথিবীর জন্য দুর্গাপূজার দর্শন মানবজীবনকে এক কল্যাণকর পৃথিবীতে নিয়ে যেতে পারে। মানুষকে দেখাতে পারে শুভ এবং আলোকিত পথ।

লেখক: সম্পাদক, দৈনিক কালের কণ্ঠ

তরুপল্লব

শিশু-কিশোর পাতা

ছবি: মাহদিয়া মুনতাহা মিতি
৬ষ্ঠ শ্রেণি, সাউথপয়েন্ট স্কুল, মহাখালী, ঢাকা

পাখিরা এসেছিল

সাইফুল ইসলাম জুয়েল

অনেকদিন পরে দাদাবাড়িতে এসে টুশির আনন্দ যেন আর ধরে না। সারাক্ষণই এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে বেড়ায়। কখনো বা গাছে উঠে বসে থাকে। বসে বসে পা দুটিকে দোল খাওয়ায়। এমনকি, তপ্তময় দুপুরবেলায়ও ঘরে বসে থাকে না। বাড়ির অদূরেই একটি শতবর্ষী বটগাছ রয়েছে। দুপুরে লাঞ্চের পরে বটগাছের নিচে শীতলপাটি বিছিয়ে বসে পড়ে ও। টুশির কাছে চারপাশের সবুজ প্রকৃতি কতো সুন্দরই না লাগে তখন...

কিন্তু একদিন তীষণ মন খারাপ হয় টুশির। একটি বিশাল রেইন-ট্রি গাছে উঠে গাছের ডালে বসে ছিল ও। সাথে কাজিনরাও ছিল। একজোড়া সোয়েল এগাছে-ওগাছে উড়াউড়ি করছিল। কিন্তু ওদের কাছে এল না। একটা নিঃসঙ্গ ঘুঘু গাছের কোনো এক ডালে বসে 'ঘুঘু' রব তোলার মধ্যেই ওদেরকে দেখতে পেয়ে পাখা মেলে উড়ে পালাল। পাশের নারকেল গাছের কোটর থেকে বের হওয়া একটি বাচ্চা টিয়েকে দেখে টুশি 'চুকচুক' করে কাছে ডাকল। কিন্তু সে ফিরেও তাকাল না। অদূরে ফলালি ক্ষেত। গরু-ছাগল চড়ে বেড়াচ্ছে তাতে। টুশি খেয়াল করল– কয়েকটি পাখি গরুর পিঠে, শিংয়ের ওপর বসে আছে। গরুগুলোর সাথে যেন খুঁনসুটি করছে ওরা।

'কী পাখি ওগুলো?'

'বুলবুলি।'

'গরুগুলোর সাথে কী করছে?'

'গরুর সাথে খেলা করে ওরা।'

'গরুরা ওদের বন্ধু হয় বুঝি?'

টুশির এমন কথায় কাজিনদের একজন ফিক করে হেসে ফেলল। বলল, 'আজ গরুর মাথায় বুলবুলি বসেছে। কালকে দেখবে সোয়েল-শালিক কিংবা অন্য কোনো পাখি বসে আছে। বনের এক প্রাণির সাথে আরেক প্রাণির সে-কি ভাব!'

'কিন্তু গরুগুলো তো বনের প্রাণি নয়। মানুষ পালে ওদের। পাখিরা মানুষের কাছে আসে না। মানুষের পোষা প্রাণির কাছে কেন যায়!'

এ কথার জবাব কারো কাছে ছিল না।

বিকেলে দাদুভাইকে পেয়ে টুশি সেই গাছতলায় টেনে নিয়ে যায়।

'কী হলো দাদুভাই?'

টুশি চঞ্চল চোখে এদিক-ওদিক তাকায়, কিছু-একটা খুঁজছে ও। একটু পরে হাত

উঁচিয়ে বলল, 'দাদুভাই, ওই পাখিগুলোকে দেখো...'

দাদু সেদিকে তাকানোর পরমুহূর্তেই টুশি আরেকদিকে হাত দিয়ে ইশারা করে বলল, 'ওইগুলোকে দেখ...'

এমনি করে টুশি তার দাদুভাইকে অনেক-অনেক পাখি দেখাল। আর বলল, 'এত এত পাখি। কিন্তু ওরা মানুষের কাছে আসে না। কেন দাদুভাই?' তারপর দাদুভাইয়ের জবাবের অপেক্ষা না করেই ও ফের প্রশ্ন করল, 'তোমাদের এ গাঁয়ের মানুষজন কি পাখিদেরকে খুব কষ্ট দেয়?'

টুশির চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি করুণ দৃশ্য। ঢাকায় বাসা ওদের। সেখানে বারান্দায় সকাল-দুপুর চড়ুই পাখিরা আসত। একজোড়া চড়ুই পাখি বাসা বানিয়েছিল বারান্দার ঝুলঝুলিতে। তিনটা ছানা হয়েছিল তাদের। চড়ুই পাখি লতা-পাতা, ঘাস ও গাছের চিকন ডাল দিয়ে বাসা বানায়। তাতে প্রায় সময়ই বারান্দা নোংরা হয়ে থাকে। একদিন ওদের বাসার কাজের বুয়া সেই চড়ুই পাখির বাসা দিলো ভেঙে। বাচ্চাসহ বাসাটিকে নিচে ফেলে দিলো সে। সারাদিন মা চড়ুই আর বাবা চড়ুইয়ের এদিক-সেদিক সে-কি উড়াউড়ি! কেঁদে কেঁদে চোখই ভাসিয়ে ফেলেছিল হয়তো। তারপর ওদের বারান্দায় আর কোনো চড়ুই আসেনি। বাসা বানানো তো দূরের কথা...।

'অনেকেই পাখি শিকার করে।' দাদুভাইয়ের কথায় টুশি বর্তমানে ফিরে আসে। দাদুভাই বলে চলেন, 'যদিও শিকার করা এখন আইনত দণ্ডনীয়। তবুও ক'জন তা মানে! গাঁয়ের ছেলেরা গুলতি দিয়ে পাখি শিকার করে। অবস্থাসম্পন্নরা পাখিদের মারে রাইফেল দিয়ে। বিশেষ করে শীতের সময় অতিথি পাখি শিকারের মহোৎসব চলে! অনেকে আবার গাছে উঠে পড়ে। বাসা থেকে ছানা নামিয়ে আনে। বিক্রি করে; পোষে...।'

'তাহলে তো পাখিরা নিরাপদ নয়।'

'আমরা তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি। কিন্তু কেউ কেউ যেন বুঝেও বুঝতে চায় না...।'

টুশি ইন্টারনেট ঘেঁটে একটা আইডিয়া পেল। দাদুভাইকে বলল, 'দাদুভাই, আমাদের বাড়ির পেছনে যে বিশাল বাগান রয়েছে, সেই বাগানটা তো তোমারই, নাকি?'

'হ্যাঁ, দাদুভাই।'

'আচ্ছা। যতো দরকারই পড়ুক, ওই বনের গাছগুলো কাটবে না কিন্তু।'

দাদুভাই মুচকি হেসে বললেন, 'আমি তো গাছ কাটি না, দাদুভাই। উলটো নিয়মিত গাছ লাগাই।'

'বেশ।' টুশি খুব খুশি হয়। 'তাহলে এগোনো যায়।'

'কী করতে চাইছো দাদুভাই?'

টুশি দাদুভাইকে ওর পরিকল্পনার কথা জানায়। গাছের উঁচু ডালে হাড়ি বেঁধে দেবে ওরা। সেই হাড়ি হবে পাখির বাসা। অর্থাৎ হাড়িতে পাখিরা বাসা বাঁধবে। এবং পুরো জায়গাটা পাখির অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হবে। কেউ এখানে কোনো পাখি শিকার করতে পারবে না।'

দাদুভাইয়ের টুশির আইডিয়াটাকে ভীষণ পছন্দ হয়ে যায়। তিনি পরদিনই বাজারে লোক পাঠিয়ে অনেকগুলো হাড়ি কিনে আনান। গাছে চড়তে এক্সপার্ট এমন লোকদের দিয়ে সেই হাড়িগুলোকে গাছে গাছে বাঁধার ব্যবস্থা করান।

দাদুবাড়িতে মজার দিনগুলো কীভাবে যে কেটে গেল, টুশি বুঝতেই পারল না। তাড়া এলো– ছুটি শেষ, স্কুল খুলে যাচ্ছে। এবার ফিরে যাবার পালা।

'পাখিরা বাসা বাঁধল কি-না আমাকে ফোন করে জানাবে কিন্তু।' যাওয়ার সময় টুশি ওর দাদুভাইকে বলে। 'আর তোমরা–', কাজিনদেরকে উদ্দেশ্যে করে বলে ও, 'অবশ্যই অবশ্যই খেয়াল রাখবে, যাতে কেউ পাখি শিকার করতে না পারে। কেউ যেন ওদেরকে কষ্ট না দেয়। একদিন দেখবে, পাখিরা তোমাদের কাছে আসছে। পাশে বসে খেলা করছে...।'

শহরে ফিরে যায় টুশি, মাথায় করে আরেক আইডিয়া নিয়ে।

গ্রামে পুকুর আছে, নদী-নালা-খাল-বিল আছে। সেখানে পাখিরা পানি খেতে পারে। কিন্তু শহরের পাখিরা পানি কোথায় পায়? গ্রামে ধানক্ষেত আছে, গাছ আছে। পাখিরা পোকা-মাকড় খেতে পারে। জলাশয়ের পানিতে মাছ শিকার করতে পারে। শহরে আছে ডাস্টবিন। পাখিরা তবে কী খায়?

এসব ভাবনা থেকেই টুশি ঢাকায় ফিরে ওদের বাসার বারান্দায় পাখিদের জন্য পানির পট বসায়। রোজ সকালে পাখিদের জন্য শস্যদানা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখে।

প্রথম ক'দিন কোনো পাখিই এল না। পরে দু-একটি পাখি এলেও দ্রুতই উড়ে চলে গেছে। টুশির মন খারাপ হয়। তবে কি পাখিরা আর আসবে না?

একদিন সকালে ঘুম ভেঙে যায় ওর। পাখির কলরবে। টুশি প্রথমে বুঝতে পারে না– ও কোথায় আছে। পাখির এমন কিচির-মিচির, বাক-বাকুম ডাক তো ও গ্রামে শুনে এসেছে। শব্দের উৎস লক্ষ করে টুশি বারান্দায় চলে আসে। একঝাঁক চড়ুই পাখি। তৃপ্তিসহকারে তারা ওর ফেলে রাখা শস্যদানা খাচ্ছে। কেউ কেউ পানির পট থেকে পানি খাচ্ছে। হঠাৎ টুশিকে দেখে তারা উড়ে পালায়।

টুশির মন খারাপ হয়। পরের ক'টা দিন সকালে টুশি আর বারান্দায় মুখ বাড়ায় না। ভেতর থেকেই অনুভব করে নেয়– আজ ঠিক কতগুলো পাখি এল-গেল!

সেদিন বিকেলে টুশি বারান্দাতেই বসে ছিল। সারাদিন ভীষণ লু-বাতাস বয়েছে। অবশ্য এখন পরিবেশ কিছুটা ঠান্ডা হয়েছে। টুশি হঠাৎ খেয়াল করল, ওর পায়ের কাছে দুটো পাখি। ভীষণ তৃষ্ণার্ত, পট থেকে পানি খাচ্ছে ওরা।

এখন বারান্দায় কোনো খাবার ছড়ানো নেই। 'ওদের কি খিদে পেয়েছে?'

টুশি উঠে ভেতর থেকে খাবারের বক্সটা নিয়ে আসে। ওকে দেখে পাখি দুটি চঞ্চল হয়, কিন্তু উড়ে পালায় না। টুশি অল্প কিছু শস্যদানা ছড়িয়ে দেয়, পাখি দুটো নিমিষেই গিলে নেয়। এবার টুশি কিছুটা সাহসী হয়। বক্স থেকে হাতের তালুতে কিছু শস্যদানা ঢেলে নিয়ে হাতটাকে পাখি দুটির দিকে বাড়িয়ে ধরে। পাখি দুটো আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে। কতক্ষণ টুশির মুখের দিকে তাকায়, কতক্ষণ তাকায় ওর হাতের দিকে।

একটু পরে টুশিকে অবাক করে দিয়ে পাখি দুটো উড়ে এসে ওর হাতে বসে। তালুতে রাখা খাবার খুটে খুটে খেতে শুরু করে।

কেউ দেখে না– টুশির চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। ওর মনে যে আজ খুশির বান ডেকেছে।

লেখক: ভাস্কর, ঢাকা থেকে

শরৎকালের ছড়া

পারভেজ হুসেন তালুকদার

শরৎকালের নরম হাওয়া
আর বাগানের ফুল,
ফুলের সুবাস হাওয়া মিশে
হয় না যে তার তুল।

যায় ছড়িয়ে অনেক দূরে
মুখর করে দেশ,
শরৎকালের এই আগমন
তাইতো লাগে বেশ।

স্রোতের টানে ঢেউয়ের গানে
কলকলানি সুর,
ইচ্ছেমত ছুটছে নদী
শেষ যে সমুদ্দুর।

নীল আকাশে নীলের হাসি
হারায় কালো মেঘ,
দেশ জননীর এমন রূপে
বাড়ে মনের বেগ।

পথশিশু

শাহারুল ইসলাম সুজন

রাস্তা-ঘাটে পড়ে থাকে
অনাথ শিশু কত!
ক্ষুধার জ্বালায় কাতরস্বরে
হাত বাড়িয়ে রত।

ক্লান্ত দেহে ফুটে ওঠে
অবহেলার ক্ষত,
নতমুখে সব সয়ে যায়
দুঃখ-কষ্ট যত।

এরাও যে মাটির মানুষ
ঠিক আমাদের মতো,
কেন তবে বঞ্চনা আর
আঘাত করি শত।

ভালবেসে নরম মনে
তাদের পাশে এলে,
এই সমাজে সুখের পাখি
উড়বে ডানা মেলে।

ছবি: আনিসা আশরাফি জারা, ২য় শ্রেণি, শহীদ বীরউত্তম লেফটেন্যান্ট আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা

পেটুক ব্যাঙ ও রাক্ষুসে বোয়াল

ইউনুছ আলী

বোকা ব্যাঙ। দেখতে অনেক বড়। পুকুরের কীটপতঙ্গ খেয়ে খেয়ে বেশ মোটাতাজা হয়ে উঠেছে সে। শরীরে শুধু চর্বি আর চর্বি। সবাই বলে কম খেতে। কিন্তু সে খায় বেশি। কারো নিষেধ মানে না। খেয়েই চলছে অবিরাম।

তার এমন আচরণে আপনজনেরা বিরক্ত। ক্ষুব্ধও।

একদিন ব্যাঙের মা তার কাছাকাছি বসে নানান গল্প করতে লাগল। হঠাৎ মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে নরম সুরে বলল-

--গোস্বা না করলে তোমাকে দুটো কথা বলি, বাজান?

--কেনো নয় মা? বল, তাড়াতাড়ি বল। আমি কি আর তোমার কথা না মেনে পারি?

--হ্যা,বাবা! তুমি অনেক ভালো। অনেক বুদ্ধিমান। আমি জানি, তুমি ইশারায় সবকিছু বুঝে নাও। তো, তোমাকে আমি একটা অনুরোধ করব। রাখবে আমার অনুরোধ?

-অবশ্যই মা।

-বাজান। ক'দিন থেকে লক্ষ্য করছি, প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশি খাচ্ছো তুমি। তাই দিন দিন মুটিয়ে যাচ্ছো বাজান। খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে আরেকটু সতর্কতা অবলম্বন খুবই জরুরী বলে মনে হচ্ছে।

--এসব প্যাচাল নিয়ে আমার কাছে আসলে কেনো, মা? দু'দিনের দুনিয়া! ক'দিন আর বাঁচব? একটু বাড়িয়ে খেলে কী এমন অসুবিধা মা? দয়া করে এমন প্যাচাল নিয়া আমার কাছে দ্বিতীয়বার আসবে না, পিজ!

-এই কি আমার কথা রাখলে তুমি? শুনতেই চাইলে না আমার কথাগুলো। পৃথিবীতে এমন সন্তান যেনো কারো না হয় (রাগে গরগর করে মায়ের প্রস্থান)।

মা চলে যাওয়ার পর পেটুক ব্যাঙটি গান ধরলো- "দুনিয়াটা মস্ত বড়ো/খাও দাও ফুর্তি করো/আগামীকাল বাঁচবে কি-না /বলতে পারো?" ব্যাঙের অদ্ভুত গলার গান শুনে পুকুরের অন্যান্য জলজ প্রাণীরা এসে ভিড় জমালো। শিং মাছ তার শিং নাড়িয়ে শুরু করল নৃত্য। ব্যাঙের সাথে কণ্ঠ মিলালো কাঁকড়া। বসে নেই ডিমওয়ালা পুঁটিও। পেট দেখিয়ে দেখিয়ে সেও জুড়লো অভিনব নৃত্য। টেংরা এসে ফুর্তি করে দিতে লাগলো এক শুকে শুতো। এভাবে সবাই মেতে উঠে এক অনাবিল আনন্দে।

খুব সময় গেল না সবার এ আনন্দ মিইয়ে যেতে। হঠাৎ মস্ত বড়ো হা করে এগিয়ে এল বোয়াল। মুহূর্তেই সকলে উধাও। লাপাত্তা। পেটুক ব্যাঙটি রয়ে গেল জায়গাতেই। এতটুকুও নড়তে পারলো না সে। বোয়ালের 'হা' দেখে শুধুই 'মা মা' ডাকতে লাগল।

পেটুক ব্যাঙের অসহায় চিৎকার দেখে হি হি হি করে হেসে উঠলো বোয়াল। ঝাপটে ধরে ব্যাঙকে দিল ধমক।

-মাকে ডেকে কী হবে বাছা? মা আসবে তোমাকে বাঁচাতে? পারবে আমার হাত থেকে তোমাকে কেড়ে নিতে?

--না, না। পারবে না বাঁচাতে। তো, আমাকে একটু সুযোগ দিন। আমি আমার মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে আসি।

-আরে আমার সাথে চালাকি!! তোমাকে এখনই খেয়ে নিচ্ছি আমি। হালুম---!

ব্যাঙের মা দূর থেকে সব দেখছিল। কিন্তু তার করার কিছুই ছিল না। সন্তানের অসহায়ত্বে শুধু হাউমাউ করে কাঁদছিল সে।

লেখক: জকিগঞ্জ, সিলেট থেকে

ঘুমপাড়ানি ছড়া

তারানা নাজনীন

আকাশ ভরা তারার মেলায়
রূপোর থালায় চাঁদ,
চন্দ্র নিয়ে পৃথিবীতে
কতো যে প্রবাদ।

পরীর দলটি নেমে আসে
নাচে উঠোনজোড়া,
কথায় কথায় ছড়িয়ে দেয়
ঘুমপাড়ানির ছড়া।

রাত গভীরে বৃষ্টি পড়ে
টাপুর টুপুর করে,
পরীর গল্পে শিশুরা সব
ঘুমের রাজ্য ঘুরে।

নিঝুম রাতের কল্পনাতে
পরীদের দল এসে,
সোনামনির কপালেতে
টিপ দেয় ভালবেসে।

রঙে রঙিন ভোরের আকাশ
উষার আলো ঝরে,
খোকন সোনা উঠে পড়
সূর্য দেখার তরে।

দূর গগনে মেঘেরা সব
খেলছে আজি ভোরে,
পরীরা সব উড়ছে দেখ
মেঘের ভেলায় চড়ে।

ছবি: কাইফ আহসান মিয়া, ২য় শ্রেণি, এ্যাডভেন্টিস্ট ইন্টারন্যাশনাল মিশন স্কুল, ফরিদপুর

পবিত্র আশুরা স্মরণে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

১০ মহররম ১৪৪৩ হিজরি ● ২০ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ঢাকা-ক ও খ: মধ্যমতরঙ্গ ৬৯৩ ও ৮১৯ কিলোহার্ৎজ এবং এফ এম ১০৬ মেগাহার্ৎজ

ভোর
৬-৩০ মর্শিয়া
৬-৪০ মহররমের গান

ঢাকা-ক: মধ্যমতরঙ্গ ৬৯৩ কিলোহার্ৎজ এবং এফ এম ১০৬ মেগাহার্ৎজ

সকাল
৯-০৫ 'ত্যাগের মহিমা': পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. মার্শিয়া: মা ফাতেমা
গ. এসো গল্প শুনি (আশুরার কথা)
অংশগ্রহণে: মীর নাসির আহমেদ নিউটন ও কলকাকলী শিশুশিল্পীবৃন্দ
ঘ. মার্শিয়া:
আশুরার এই শোকের দিনে
গ্রন্থনা: আনজির লিটন
উপস্থাপনা: রিফাহ আসনিম তালুকদার ও সায়রা আক্তার সুখ
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু
১০-০৫ 'কারবালার করুণ স্মৃতি': বিশেষ গীতিআলেখ্য
গ্রন্থনা: শফিকুল ইসলাম বাহার, গীতরচনা: রফিকুল ইসলাম ইরফান
সুরসংযোজনা: আবু বকর সিদ্দিক
প্রযোজনা: ফারজানা
১০-৩৫ মারফতি/মুর্শিদী

বেলা
১১-০৫ মারফতি/মুর্শিদী
১১-২৫ বিষাদ সিন্ধু থেকে পাঠ
৩-০৫ 'ফোরাতের তৃষ্ণা': পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে নাটক
নাট্যরূপ ও প্রযোজনা: আব্দুল হাই দুর্বার

বিকাল
৫-১০ মারফতি/মুর্শিদী

সন্ধ্যা
৬-৩৫ মারফতি/মুর্শিদী

রাত
৯-০০ 'উত্তরণ': বেতার ম্যাগাজিন
ক. পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. বিশ্ববিচিত্রা: আশুরা বিষয়ে জানা-অজানা তথ্য
গ. কথিকা: পবিত্র আশুরার তাৎপর্য
কথক:
মাওলানা জোবায়ের আহমদ আশরাফ

ঘ. বিহঙ্গ: শ্রোতাদের পাঠানো
ই-মেইলের জবাবের আসর
জবাবদানে: তনুজা মন্ডল,
ই-মেইল পাঠে:
জান্নাতুল ফেরদৌস ভমা
ঙ. চলতি বিশ্ব: চলতি বিশ্বে ঘটে
যাওয়া প্রাত্যহিক ঘটনাবলি
সংকলন ও পর্যালোচনা: মাসুদ করিম
চ. গান: মর্সিয়া
পাণ্ডুলিপি পাঠে: স্নিগ্ধা সোহানা হক
গ্রন্থণা: আনজির সিটন
উপস্থাপনা: জোবায়ের হোসেন পলাশ
ও আকরোজা পারভীন কনা
প্রযোজনা: তনুজা মন্ডল

১০-৩০ 'জীবনের আলো': বিষয়ভিত্তি
কর্মশালার আলোচনা অনুষ্ঠান
'ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর পবিত্র আশুরা'
উপস্থাপনা:
মাওলানা কাজী মারুফ বিল্লাহ

১০-৪৫ পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
বিশেষ মিলাদ মাহফিল
পরিচালনা:
মাওলানা মোঃ আব্দুর রাজ্জাক

ঢাকা-খ: মহানগরীয় ৮১৯ কিলোহার্ৎজ

সকাল

৭-৩০ 'মহানগর': ঢাকা মহানগর কেন্দ্রিক
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক কথা
খ. কবিতা: পবিত্র আশুরা থেকে
ত্যাগের শিক্ষা
কথক: মাওলানা মো: সানাউল্লাহ
গ. নজরুল সঙ্গীত
ঘ. অমরবাণী:
অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে পাঠ
পাঠে: খন্দকার শামসুজ্জোহা
ঙ. ভালো থাকুক আমার ঢাকা:
ঢাকা মহানগরীয়র
বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক পর্ব
রচনা: শেলী সেনগুপ্তা
চ. সুস্থ থাকুন: স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ
আলোচক: ডা: কাইম আহমেদ রুপম
ছ. নগর পরিক্রমা: মহানগরীর
সমসাময়িক বিষয় নিয়ে
স্পট -রিপোর্টিং: মামুন-উর রশিদ
গ্রন্থণা: হাসিনা পারভীন
উপস্থাপনা: শাহাবুদ্দিন মাহতাব ও
আকরোজা আক্তার
প্রযোজনা: মরিয়ম তাবাসসুম

সন্ধ্যা

৭-৩০ 'কারবালার কান্না'
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে গীতিনকশা
গ্রন্থণা ও গীতরচনা:
লায়লা নাজনীন হারুন
প্রযোজনা: কারজানা

রাত

৮-৩০ 'কারবালার মাতম'।
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে গীতিনকশা
রচনা: মোজাম্মেল হক পুরু
প্রযোজনা: কারখানা হোসেন শিমু

৮-৪০ মহররমের গান: আব্দুল লতিফ
৮-৫০ মারফতি/মুর্শিদী
৯-০০ মর্সিয়া
৯-৩০ 'আজো কাঁদে ফোরাত': পবিত্র
আশুরার বিশেষ গীতিআলেখ্য
গ্রন্থণা ও গীতরচনা:
মোঃ শামসুল হক শামস
প্রযোজনা: নীলিমা মৌসুমী

বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম

সকাল

৬:২৫ মুহাররমের গান
৬:৪৫ মর্সিয়া
৭:৩০ মর্সিয়া
৮:১৫ 'আলোকপাত':
প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা:
নিজাম হায়দার সিদ্দিকী
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. আজকের চট্টগ্রাম
ঘ. পত্রপত্রিকার শিরোনাম:
দৈনিক পত্রিকার
শিরোনাম পর্যালোচনা
ঘ. ইতিহাসের পাতায় আজকের দিন
ঙ. বিশেষ প্রসঙ্গ:
পবিত্র আশুরার তাৎপর্য ও শিক্ষা
চ. মর্সিয়া
ছ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

৮-৪৫ মহররমের গান
৯-০৫ মর্সিয়া
৯-১৫ মহররমের গান
৯-২৫ 'কারবালার ধ্বনি': পবিত্র আশুরা
উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের
জন্য বিশেষ ম্যাগাজিন
গ্রন্থণা ও পরিচালনা:
বেগম কামরুন্নাহার
ক. শিশু উপস্থাপক:
আয়মান আহিন চৌধুরী ও
শেখ নাফসান ইউসরা
খ. কারবালার প্রান্তরের কাহিনী
নিয়ে শিশুতোষ আলোচনা
গ. মহররমের কবিতা আবৃত্তি
ঘ. মহররমের গান
তত্ত্বাবধান: শাহীন আকতার
প্রযোজনা: সুজন চক্রবর্তী

৯-৫০ মর্সিয়া

দুপুর

১২-২০ মহররমের গান

বেলা

১-২০ 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থ থেকে পাঠ:
ফজল হোসেন ও পারভীন আখতার
১-৪০ মহররমের গান
২-২৫ মহররমের গান
২-৩০ 'ফোরাতের তীরে': পবিত্র আশুরা
উপলক্ষ্যে বিশেষ আলেখ্যানুষ্ঠান
গ্রন্থণা: ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
উপস্থাপনা:
ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
ও নাসরিন ইসলাম
ক. মহররমের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা
খ. বিষাদ সিন্ধু নিয়ে আলোচনা
গ. কাজী নজরুল ইসলামের
মোহররম কবিতা আবৃত্তি
ঘ. মহররমের গান
প্রযোজনা:
মোঃ নাঈম সিদ্দিকী

৩-৫৫ মহররমের গান

বিকাল

৪-২০ জঙ্গনামা পুঁথি পাঠ: আবদুর রহিম
৫-১০ পুঁথি পাঠ: মকবুল আহমেদ ও সংগীরা
৫-৪০ 'কাঁদো কাঁদো সারা জাহান':
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
বিশেষ গ্রন্থাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা: নাজনীন আক্তার রেখা,
উপস্থাপনা: উম্মে কুলসুম
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী

রাত

৯-১০ মহররমের গান
৯-২০ মর্সিয়া
১০-০০ 'কাঁদে ফোরাতের তীর'
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: এসএম মফিজুল হক
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
মোঃ শাহাবুদ্দিন
ধারাবর্ণনা: মেহজুবা-ই-ফাতেমা ও
হাবিব রেজা করিম
প্রযোজনা:
মোঃ নাঈম সিদ্দিকী

১০-৩০ পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
বিশেষ মিলাদ মাহফিল
পরিচালনা:
ড. দেলোয়ার হোসেন আলসারি
ক. পবিত্র আশুরার তাৎপর্য ও শিক্ষা
কথক:
মাওলানা এরশাদুল হক
খ. মিলাদ মাহফিল
তত্ত্বাবধান:
শাহীন আকতার
প্রযোজনা:
শুভাশীষ বড়ুয়া

বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

সকাল
৬-০০ হামদ/নাত
৬-৩০ মর্শিয়া
৬-৪০ পুঁথিপাঠ: মাবিয়া খাতুন
৬-৫০ নথীতত্ত্ব: গোলাম মোস্তফা ও সংগীয়া
৭-৩০ স্পন্দন : প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. আজকের রাজশাহী
গ. আজকের কুইজ
ঘ. পবিত্র আশুরার শিক্ষা ও তাৎপর্য :
ড. আ ন ম রাসউদুর রহমান,
ঙ. মর্শিয়া
চ. বিষাদ সিন্ধু থেকে পাঠ:
উম্মে সালমা রিংকী
ছ. সাম্প্রতিক বিজ্ঞান
জ. অমর বাণী
ঝ. টিপস
গবেষণা ও প্রশ্নশা: এস এম তিতুমীর
উপস্থাপনা: গোলাম মর্তুজা হেলা
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার
৮-১৫ 'আজও কাঁদে কারবালা'
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে গীতিনকশা
রচনা: নুর উল ইসলাম
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনায়:
আব্দুস সালাম
ধারাবর্ণনা: বদরুন নাহার শাম্মা
প্রযোজনা: কারজানা ইয়াসমিন
৯-০৫ 'কোরাতের তীরে':
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
শিশু-কিশোরদের জন্য
বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রুমি
শারমা শারমিন
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা: উপস্থাপক
খ. হামদ: নাজিফা নওশীন
গ. আশুরার ইতিহাস গল্পাকারে
শিশুদের সাথে আলোচনা:
মো. রাকিবুল ইসলাম
ঘ. কবিতা আবৃত্তি (মহররম কবিতা):
আফিরা ইকরাত মুবা ও
ফারদিন হাসান রহন
ঙ. নাত-ই-রাসুল: জরিতা সুমনা
চ. হামদ: আসমাউল হুসনা
প্রযোজনা: নাসরীণ বেগম

দুপুর
১২-১৫ 'রক্তে রঞ্জিত কোরাত'
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা:
খণকার মো. আব্দুল সামাদ
সুর, সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা:
এস এম সেলিম আখতার
ধারাবর্ণনায়: রুখসানা আক্তার লাকী
প্রযোজনা: কারজানা ইয়াসমিন
১২-৪৫ মর্শিয়া

বেলা
১-০৫ 'শহীদে কারবালা'
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
বিষাদ কাহিনী বর্ণনা
পরিবেশনায়:
মো. সাইদুল ইসলাম ও সংগীয়া
প্রযোজনা: কারজানা ইয়াসমিন
২-১০ মারফতী: আফরোজা বেগম
২-২০ মর্শিয়া: সৈয়দ শামসুল হুদা
৩-০৫ 'রক্তস্নাত কোরাত'
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে মর্শিয়ার
গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
উম্মে হাবিবা আশা
প্রযোজনা : কারজানা ইয়াসমিন
৩-৩৫ জারি:
মো. আব্দুল আলীম কফিল ও সংগীয়া
৩-৫০ মর্শিয়া

বিকেল
৪-০০ মারফতী: মো. আসগর আলী
৪-৪০ বিষাদ সিন্ধু থেকে পাঠ:
তোসাদ্দেক হোসেন
৫-১০ 'আশুরার তাৎপর্য ও শিক্ষা'
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে বিশেষ
আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: ড. মো: আতোয়ার রহমান
অংশগ্রহণে: ড. মাহবুবুর রহমান এবং
ড. মোঃ আশরাফুজ্জামান
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস
৫-৪০ নথীতত্ত্ব: গোলাম মোস্তফা ও সংগীয়া
৫-৫০ পুঁথিপাঠ: মাবিয়া খাতুন

রাত
৯-০৫ 'সাহিত্য আসর':
সাহিত্য বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
জামাল খান সুমন
ক. বাংলা সাহিত্যে আশুরা:
ড. আবুল হোসেন
খ. দিবসভিত্তিক স্বরচিত কবিতা:
মুকুল কেশরী ও রেবেকা আসাদ
গ. মহররমের পুঁথি: আলতাফ হোসেন
ঘ. বিষাদ সিন্ধু থেকে পাঠ:
বদরুন নাহার শাম্মা
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার
৯-৫৫ মর্শিয়া
১০-০০ 'কারবালার আর্তনাদ'
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে বিশেষ নাটক
রচনা: মীর মশাররফ হোসেন
বেতার নাট্যরূপ ও প্রযোজনা:
মুহ: আমজাদ আলী

বাংলাদেশ বেতার, খুলনা

সকাল
৬-০০ হামদ/ নাত
৬-৩০ 'পবিত্র আশুরার শিক্ষা'
কথক: মুফতি ইলিয়াস হোসেন
৬-৩৫ 'মহররমের চাঁদ এলো ঐ'
হামদ ও নাত সমন্বয়ে
গ্রন্থিত বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: ফিরোজ খান নুন
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার
৭-৩০ 'দৃষ্টিপাত': ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. মহররম কি ও কেন
কথক: মুফতি কথরুল হাসান
খ. আজকের ডায়েরি
গ. এইদিনে
ঘ. মহররমের চেতনা:
১০ই মহররমের কবিতা ও
মর্শিয়া সমন্বয়ে গ্রন্থণাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: নাজমুল হক লাকী
বর্ণনা: মাকসুদুল হাসান
প্রযোজনা: শারমা শারমিন স্নিগ্ধা
৮-৩০ ক. মহররমের কাওয়ালি
খ.হামদ/নাত
৯-০৫ 'শিশুদের আশুরার শিক্ষা':
ছোটদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
পরিচালনা: শাহিনা আক্তার
ক. পবিত্র আশুরার তাৎপর্য:
শেখ মাসুদুর রহমান
খ. নাতে-রসুল: ফাইরুজ লাবিবা
গ. কবিতা:'মহররম' আবৃত্তি-তৌহিদুল
ইসলাম নাফিস
ঘ. কারবালার ঘটনা (গল্পাকারে):
মুফতি ফালাহুদ্দীন
ঙ. তোমাদের আসর: পরিচালিকা
প্রযোজনা:
শারমা শারমিন স্নিগ্ধা

দুপুর
১২-২০ মর্শিয়া
১২-৩৫ হামদ/নাত
১২-৫৫ হামদ/নাত

বেলা
১-০৫ 'শোকের মাতম': পবিত্র আশুরা
উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে
খুলনা বেতারে প্রচারিত গীতিনকশা
থেকে গানের সমন্বয়ে
গ্রন্থবাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: নাজমুল হক লাকী
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার
২-০৫ 'মহররমের আকুল বেদনায়':
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
কবিতাপাঠের বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: উম্মে কুলসুম পলি
প্রযোজনা: কে.এম ইকরামুল কবীর
২-৩০ 'কোরাতের পাড়ে': পবিত্র আশুরা
উপলক্ষ্যে গোষ্ঠীভিত্তিক অনুষ্ঠান
পরিবেশনায়:
শিল্পকলা একাডেমি, বাগেরহাট

প্রযোজনা:
মোঃ মামুন আকতার
৩-৩০ 'নীলসীমা আসমান':
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: মোঃ রেজাউল করিম
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
শেখ আলী আহমেদ
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

বিকাল
৪-১০ মহররমের জারী:
রাশিদা পারভীন ও তার দল
৪-২৫ হামদ
৪-৪৫ নাত
৫-১০ হামদ
রাত
৯-৫৫ হামদ/নাত
১০-০০ 'পবিত্র আশুরার শিক্ষা ও তাৎপর্য':
আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: মুফতি আব্দুল কুদ্দুস
অংশগ্রহণে: মুফতি মাসুম বিল্লাহ,
মুফতি সিফাতউল্লাহ, মুফতি মিসবাহউদ্দিন
প্রযোজনা: শেখ মোহাম্মদ পিয়াস
রায়হান পারভেজ
১০-৩০ মহররমের কাওয়ালী
১০-৪৫ মর্শিয়া

বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

সকাল
৬.০০ হামদ/নাত
৬.৩৫ 'মহররমের ১০ তারিখ':
মর্শিয়ার অনুষ্ঠান
৭.৪৫ হামদ/নাত
৯.৪৫ আল্লাহ আল্লাহ বল:
মহররমের জারী গান
শিল্পী: রমজান আলী সরকার ও তাঁর দল
দুপুর
১২.২০ মর্শিয়া
১২.৩০ হামদ/নাত
বেলা
১.০৫ ভক্তিমূলক নজরুল সঙ্গীত
১.৪৫ হামদ/নাত
২.২০ 'বিশ্ব সাহিত্য বাতায়ন': মীর
মোশাররফ হোসেন এর
'বিষাদ সিন্ধু' থেকে পাঠ:
ইফতেখারুল আলম রাজ
প্রযোজনা:
মোছাঃ কারহানা আর্জুমান বানু
২.৩০ 'আলোর পরশ':
ধর্মীয় ফোন-ইন অনুষ্ঠান
উপস্থাপনা:
মাওলানা মো: ফারুক হোসাইন
জবাবদানে:
মাওলানা বায়েজিদ হোসাইন
প্রযোজনা: মো. জহুরুল আলম
৩.০৫ ভক্তিমূলক নজরুল সঙ্গীত
৩.৩০ 'কারবালার প্রান্তরে'
বিশেষ বাংলা কাওয়ালী অনুষ্ঠান:
শাকিল আহমেদ ও তাঁর দল
প্রযোজনা:
মোছাঃ কারহানা আর্জুমান বানু
বিকাল
৪.০৫ মহিলা অঙ্গন:
মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মনোয়ারা মোজাম্মেল রুমা
ক. আশুরার শোকের ইতিহাস ও শিক্ষা:
সামসাদ বেগম
খ. ইসলামে নৈতিকতার গুরুত্ব:
সামছে আরা
গ. মর্শিয়া
ঘ. দর্শনীয় স্থান: ইরাকের কারবালা
আল-মুকাদ্দাসা-হাসনা হেনা বেগম
ঙ. মহররমের পুঁথি পাঠ:
কাজী নাজমা বেগম
প্রযোজনা:
মোছাঃ কারহানা আর্জুমান বানু
৫.১০ মর্শিয়া
৫.৩০ মহররমের পুঁথি: আতিয়ার রহমান
৫.৪০ হামদ
৫.৫০ নাত
রাত
৯.০৫ পবিত্র আশুরা উপলক্ষে
রংপুর অঞ্চলে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন
অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি
করে বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
প্রযোজনা: মো. জহুরুল আলম
১০.০০ পবিত্র আশুরার ঐতিহাসিক
প্রেক্ষাপট, তাৎপর্য নিয়ে
আলোচনা অনুষ্ঠান ও দোয়া
পরিচালনা:
মাওলানা বায়েজিদ হোসাইন
অংশগ্রহণে:
মাওলানা মোহাম্মদ আলী সরকার,
মাওলানা আ ন ম বাবর আলী এবং
এ বি এম খবিবুর রহমান
প্রযোজনা: মো. জহুরুল আলম
১০.৩০ মরমী: ভক্তিমূলক গানের অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ বেতার, সিলেট

সকাল
৬-০০ হামদ/নাত-ই-রাসুল:
ঢাকা থেকে রীলে
৬-৩০ ফোরাত কান্দে আজো:
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে হামদ/নাত
ও মর্শিয়া সম্বলিত অনুষ্ঠান
প্রযোজনা: মো: দেলোয়ার হোসেন
৭-৩০ নামলো আজি শোকের ছায়া:
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে হামদ/নাত
সম্বলিত গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা: আব্দুল হামিদ মানিক,
উপস্থাপনা:
কর্তব্যরত ঘোষক/ঘোষিকা,
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
৮-২০ মর্শিয়া: মহররমের দশ তারিখে:
আব্দুল লতিফ
৮-৩০ বিচিত্রা: প্রভাতি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রসঙ্গ কথা
খ. পরশমনি:
ধর্মীয় উজ্জীবনমূলক কবিতা:
পবিত্র আশুরার ঐতিহাসিক
প্রেক্ষাপট ও শিক্ষা
কথক:
মাওলানা শাহ মোঃ নজরুল ইসলাম
গ. হামদ: এই সুন্দর ফুল
ঘ. মোহররম কবিতা আবৃত্তি:
অধ্যাপক শামীমা চৌধুরী
ঙ. বিষাদ সিন্ধু গ্রন্থ থেকে পাঠ:
সৈয়দ সাইমুম আল্লাম ইভান ও
ফারজানা জাহান পারমিন
চ. নাত ই রাসুল
গ্রন্থণা: আবিদ ফায়সাল,
উপস্থাপনা: রাবেয়া বেগম,
প্রযোজনা: মো: দেলোয়ার হোসেন
৯-০৫ স্থানীয় বিজ্ঞপ্তি / মর্শিয়া
৯-১০ মর্শিয়া: শোন মুমিন মুসলমানো
শিল্পী: সৈয়দা ইয়ারুন্নেছা খানম
৯-২০ কিশলয়: পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
শিশু-কিশোরদের অনুষ্ঠান
ক. পবিত্র আশুরার ইতিহাস ও
আমাদের শিক্ষা:
মোঃ আব্দুল আওয়াল
খ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
সাদমান সাকিব নাবিল
গ. পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
বিশেষ গীতিনকশা:
রচনা: এনায়েত হাসান মানিক,
অংশগ্রহণে: তাসকিয়া মুনতাহা,
রুবাইয়া মেহরীন,
ফারহাত সুলতানা সুল্লাহ,
নাফি রহমান, জারিন মুদার বুশরা,
আরুশা গাজী, সানজিদা তাসনীম সামা,
নাজিদা তাবাসসুম সামিহা,
মোঃ ফাহিম ধারাবর্ণনা:
জারিন তাসনীম অর্থে,
গ্রন্থণা: কামরুন্নাহার শফিক,
উপস্থাপনা: ফারিয়া তাহসীন হিমা,

প্রযোজনা: মো: লেলোয়ার হোসেন

বেলা

১২-১০ মর্সিয়া

১-২০ হামদ/নাত: মো: শামীম আহমদ

১-৩০ সুর আরবের স্বপ্ন দেখি:
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে হামদ,
নাত ও মর্সিয়া সম্বলিত গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: সালাম মশকুর,
উপস্থাপনা: কর্তব্যরত মোবক/মোবিকা
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

২-০৫ নীল সিরা আসমান লালে লাল সুমিরা:
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে স্বরচিত
কবিতা পাঠের আসর
অংশগ্রহণে: কামরুল আমিন,
ফয়েজ আলম, হীরা সামিম,
কাশমিরুল হক, আব্দুল মতিন,
ড. মোস্তাক আহমেদ দীন,
মো: হোসাইন, লাজলী চৌধুরী,
পরিচালনা: ড. আবুল ফতেহ ফাত্তাহ
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

এক এম ৯০.০০ মেগাহার্ৎজ
৩ এ এম ৯৬৩ কিলোহার্ৎজ

২-৩০ অসীম বেদনা ভরা মহররম:
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
সঙ্গীত শিল্পীদের অংশগ্রহণে
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: শিল্প সদরুজ্জামান
অংশগ্রহণে:
শাহনুদ্দিন আহমদ,
মাকসুদুর রহমান দিপু,
জামাল উদ্দিন চৌধুরী,
তানভীর আহমদ, এম এইচ নিজাম,
নাসরিন আক্তার চৌধুরী ডালিয়া,
ইকবাল সাই, শেখ আব্দুর রহিম,
সৈয়দা হ্যাপী রাজা,
কাজী আয়েশা বেগম,
হোসনে আরা বেগম,
জামাল উদ্দিন আহমদ বাল্লা,
এম আহমদ আলী, কাজল আহমদ
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
মো: ওয়াসিম
ধারা বর্ণনা:
ফারহান মাসউদ ভূঁইয়া
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

বিকাল

৪-০৫ সুগভীর বেদনা ভরা মহররম:
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
খেরু নীড়: সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায়
জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক
আসরভিত্তিক অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: ডা: গৌরী রাণী দাস,
এম এ হোসেন
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. অসমর্থ শিশুদের চিকেনপক্স বা
জলবসন্তের চিকিৎসা ও প্রতিরোধ এবং
করোনাভাইরাস প্রতিরোধে
জনসমাগম থেকে বিরত থাকা:
অংশগ্রহণমূলক আলোচনা
গ. হামদ
পরিচালনা: শামসুল আলম সেলিম
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৫-৩০ সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আশুরা:
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে বিশেষ
আলোচনা অনুষ্ঠান অংশগ্রহণে:
ক. মাওলানা এহসান উদ্দিন,
ইমাম ও খতিব, সিলেট সরকারী
কলেজ জামে মসজিদ, সিলেট
খ. অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান,
এম সি কলেজ, সিলেট
সঞ্চালনা:
মাওলানা হাবিব আহমদ শিহাব,
সভাপতি, ইমাম সমিতি, সিলেট
প্রযোজনা: মো: লেলোয়ার হোসেন

সন্ধ্যা

৬-০৫ শ্যামল সিলেট:
কৃষি বিষয়ক আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে : সৈয়দ সাইফুম আজুম
ইভান, সুবল চন্দ্র দেব
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. গবাদি প্রাণির পেট ফুলা রোগ ও
তার প্রতিকার: ডা: মাহবুব আলম,
ভেটেরেনারী সার্জন,
প্রাণি হাসপাতাল,
শিল্পাঙ্গন, সিলেট।
গ. হামদ/নাত
ঘ. ইসলামে পরিবেশ রক্ষায়
আমাদের দায়িত্ব:
মো: মোশারফ হোসেন,
প্রশিক্ষক (কৃষি)
ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী
পূর্ব শাহী ঈদগাহ, সিলেট
ঙ. হামদ/নাত
পরিচালনা: মো: মবশ্বির আলী
প্রযোজনা: ইফতেখার আলম রাজন

রাত

৮-৫৫ জাতীয় অনুষ্ঠান : মর্সিয়া

৯-০৫ সুরমা পারর কথা:
সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায়
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গ কথা: পবিত্র আশুরা
খ. পবিত্র জীবন: ইসলামের দৃষ্টিতে
আশুরার তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা
অংশগ্রহণে: মুফতি আলতাফুর রহমান
ও মাওলানা জামিল আহমদ
গ. হামদ
ঙ. পুঁথি পাঠ: কারবালা কাহিনী
অংশগ্রহণে: শেখ আব্দুর রহিম
চ. নাত
গ্রন্থনা: মো: নওয়াব আলী
উপস্থাপনা:
কর্তব্যরত মোবক/মোবিকা
প্রযোজনা : প্রদীপ চন্দ্র দাস

৯-৫৫ হামদ/নাত

১০-০০ পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
বিশেষ মিলাদ মাহফিল
অংশগ্রহণে : মাওলানা হোসাইন
মোহাম্মদ আরজ আলী,
মাওলানা রুম্মান আহমদ,
হাফিজ মাওলানা সালিম আহমদ,
মাওলানা মুজাম্মিল হোসাইন,
মাওলানা এমদাদুল ইসলাম,
মাওলানা আফতাব উদ্দিন,
ক্বারী মো: ইসহাক,
পরিচালনা: মাওলানা মো মুতিউর
রহমান, ইমাম ও খতিব,
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদ,
সিলেট দোয়া পরিচালনায়:
মাওলানা শাহ আলম, ইমাম,
কালেক্টরেট জামে মসজিদ, সিলেট
প্রযোজনা: মো: লেলোয়ার হোসেন

১০-৩০ হামদ/নাত ও মর্সিয়া

বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

সকাল

৬.৫০ মর্সিয়া

৭.৫০ পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে 'বিষাদ সিন্ধু'
গ্রন্থ থেকে পাঠ
পাঠে: মারিক আহমেদ বাপ্পি
প্রযোজনা: শেখ ইমরান আহমেদ

৮.১৫ মর্সিয়া

৮.৩০ মর্সিয়া

৯.০৫ 'হোসেন বিনে কান্দে ফোরাত'
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে গীতিনকশা
রচনা: মাহাবুবা হুসাইন চৌধুরী
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
মীর সাব্বির হোসেন শামীম
বর্ণনা: ফেরদৌসী খান
প্রযোজনা: মো: রবিউল আউয়াল মারুফ

৯.৩৫ পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে পুঁথি পাঠ:
আব্দুল জলিল বয়াতি মর্সীয়া

বিকাল

৫.৩০ 'পবিত্র আশুরার ঐতিহাসিক
তাৎপর্য ও শিক্ষা' পবিত্র আশুরা
উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: আজম হাবিবুর রহমান
অংশগ্রহণে: মোহাম্মদ আবদুর রব,
মো: নিজাম উদ্দিন এবং
আবদুল হাকিম মাদানী
প্রযোজনা: শেখ ইমরান আহমেদ

সন্ধ্যা

৬.৩০ মর্সিয়া

রাত

১০.০০ 'কারবালার প্রান্তরে':
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে মর্সিয়া,
বিষাদ সিন্ধু থেকে পাঠ ও হামদ/নাত
সমন্বয়ে বিশেষ গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আফরোজা খানম
পাঠে অংশগ্রহণে: সজল মাহমুদ
প্রযোজনা:
মো. রবিউল আউয়াল মারুফ

১০.৪৫ মর্সিয়া

বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও

সকাল
৬-৩১ হামদ ও নাতে রাসুল
৬-৫৫ মর্সিয়া
৮-১৫ হামদ/নাতে রাসুল
১০-১০ 'ফোরাতের তীরে':
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে গীতিনকশা
রচনা: তৌহিদুন্নবী প্রধান
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
নুরুল ইসলাম দেওয়ান
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
১০-৪০ ক. বিষাদ সিন্ধু গ্রন্থের
নির্বাচিত অংশ থেকে পাঠ
খ. মহররমের কবিতা আবৃত্তি

বিকাল
৪-৩২ হামদ/নাতে রাসুল
৪-৩৫ 'আজও শোনা যায় কারবালার মাতম'
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে:
মাওলানা মো: মুকিম উদ্দিন,
মাওলানা মো: মীম খিজির ও
মাওলানা মো: তসমান গণি
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মাওলানা মো: নুরে আলম
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
৫-১০ 'রক্তাক্ত খঞ্জর':
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
মীর মোশাররফ হোসেন খান
বিষাদসিন্ধু উপন্যাস
অবলম্বনে বিশেষ নাটক
বেতার নাট্যরূপ:
মাশরেকুল আরেফিন
প্রযোজনা: মো: জহুরুল আলম

সন্ধ্যা
৬-২৫ মর্সিয়া
৬-৪০ হামদ ও নাত-ই-রাসুল

বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার

সকাল
৯:১৫ পবিত্র মহররম উপলক্ষ্যে কবিতা
আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
জসীম উদ্দিন বকুল
প্রযোজনা: মোঃ সুলতান আহমেদ
১০:০৫ 'শোকের মাতম': পবিত্র মহররম
উপলক্ষ্যে বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: মাস্টার এরশাদুল হক
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
বাবুল ইসলাম
ধারাবর্ণনা: জাহাংগীর হায়দার ও
বুলবুল আক্তার
প্রযোজনা: মোঃ সুলতান আহমেদ
১০:৩০ 'মানব জীবনে মহররমের শিক্ষা':
পবিত্র মহররম উপলক্ষ্যে
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: ড. মো. নুরুল আবছার
অংশগ্রহণে: মাওলানা শাহাদৎ
হোসাইন আল কাদেরী,
মাওলানা একরামুল হক এবং
মাওলানা আমান উল্লাহ
প্রযোজনা: কাজী মো: নুরুল করিম

দুপুর
১২:১০ মহররম উপলক্ষ্যে পুঁথি পাঠ:
মকবুল আহমেদ ও সংগীরা
১২:৩০ 'এলো রে এলো মহররম'
পবিত্র মহররম উপলক্ষ্যে
বিশেষ গানের অনুষ্ঠান

সন্ধ্যা
৭:০৫ মহররম উপলক্ষ্যে পুঁথি পাঠ:
মকবুল আহমেদ ও সংগীরা

রাত
৯:০০ 'পার কর আমায়'
ভক্তিমূলক গানের বিশেষ অনুষ্ঠান
১০:০০ পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
বিশেষ মিলাদ মাহফিল
সঞ্চালনা:
মাওলানা মো: কামাল উদ্দিন
ক. পবিত্র আশুরার গুরুত্ব ও তাৎপর্য
বক্তব্য:
মাওলানা মো: আবুল ফয়েজ আনচারী
খ. পবিত্র কোরআন থেকে
তিলাওয়াত ও তরজমা:
ক্বারী মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

বেলা
১১:৫০ পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে মর্সিয়া

দুপুর
১২:১৫ 'থামছে না আজ কান্নার রোল'
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
বিশেষ গীতিনকশা
গ্রন্থনা ও রচনা: আবছার উদ্দিন অলি
ধারাবর্ণনা: লিমা আক্তার ও
নেসার আহাম্মদ জাকির
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
মোঃ আব্দুর রহিম
তত্ত্বাবধান: মোহাম্মদ আশরাফ কবির
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

১২.৩৫ ভক্তিমূলক গানেরঅনুষ্ঠান
১২.৪৫ 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থ থেকে
অংশবিশেষ পাঠ:
মোবারক হোসেন ও হালিমা আক্তার
প্রযোজনা: মোহাম্মদ আশরাফ কবির

বেলা
১:১৫ 'অগ্রযাত্রা': জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি
বিষয়ক অনুষ্ঠান
ক. পবিত্র আশুরা উপলক্ষে
প্রাসঙ্গিক কথা
খ. ইসলামের দৃষ্টিতে
পরিকল্পিত পরিবার গঠন
বক্তব্য: মাওলানা আহমেদ কবির
গ.মহররমের গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মোহাম্মদ ইয়াকুব
তত্ত্বাবধান: মোহাম্মদ আশরাফ কবির
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ
১.২৫ 'ওগো মা ফাতেমা ছুটে আয়'
পবিত্র আশুরা স্মরণে
হামদ ও নাত-ই-রাসুল
তত্ত্বাবধান: মোহাম্মদ আশরাফ কবির
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ
১.৫৫ পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে মর্সিয়া
২:৪০ পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
আলোচনা অনুষ্ঠান
বিষয়: মুসলমানদের জীবনে পবিত্র
আশুরার গুরুত্ব ও তাৎপর্য
আলোচক:
মাওলানা মো: এহছানুল হক আল মঈন
এবং মাওলানা আব্দুল আউয়াল
সঞ্চালনা:
মাওলানা আলাউদ্দিন ইমামী
তত্ত্বাবধান: মোহাম্মদ আশরাফ কবির
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ
৩:২০ 'সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় মহররমের
আত্মত্যাগ ও আশুরার শিক্ষা'
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান

অংশগ্রহণে:
মাওলানা মোঃ আবুল কালাম আজাদ
এবং মাওলানা মোঃ রহমতউল্লাহ
সঞ্চালনা:
মাওলানা মোঃ সারোয়ার কামাল
তত্ত্বাবধান: মোহাম্মদ আশরাফ কবির
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

৩.৪০ 'মহররমের শোক নিয়ে আজি'
হামদ ও নাত-ই-রসুল নিয়ে
গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নাদিয়া সুলতানা লোপা
তত্ত্বাবধান: মোহাম্মদ আশরাফ কবির
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

বিকাল
৪:০৫ পবিত্র আশুরা স্মরণে বিশেষ
মিলাদ ও দোয়া মাহফিল
পরিচালনা:
মাওলানা মোঃ মোবাশ্বেরুল হক
তত্ত্বাবধান: মোহাম্মদ আশরাফ কবির
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

বাংলাদেশ বেতার, রাঙামাটি

বেলা
১১-০০ হামদ/নাত
১১-১৫ 'আজো কাঁদে ফোরাত':
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: শুবায়দুল সমীর
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
আলী হোসেন চৌধুরী
ধারাবর্ণনা: মোঃ কাওসার ও
আফরোজা আকতার
১১-৪৫ 'রক্তাক্ত কারবালা':
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে স্বরচিত
কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মোঃ ইসহাক

দুপুর
১২-১০ "গিরিসম্ভার" : তথ্য বিনোদন ও
প্রচারণামূলক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. রাঙামাটি আজ ও কাল:
সুপ্রিয়া চৌধুরী
খ. সাপ্তাহিক খেলাধুলার সংবাদ :
জাহেদা বেগম
গ. মহররমের জারী গান
ঘ. পবিত্র আশুরার প্রেক্ষাপট ও
আমাদের শিক্ষা: কাখিরা
কথক: সিরাজুল ইসলাম
ঙ. মহররমের কবিতা আবৃত্তি:
জান্নাতুল ফেরদৌস তমালিকা
চ. ভক্তিমূলক গান
১২-৩৫ 'আবার এলো মহররম':
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
যুব সমাজের জন্য অনুষ্ঠান
ক. বিষয়ভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. মহররম নিয়ে যুব ভাবনা:
মোঃ রবিউল আলম
গ. 'মোহররম' কবিতা আবৃত্তি:
জান্নাতুল ফেরদৌস তমালিকা
ঘ. ভক্তিমূলক গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোস্তা: সাদিয়া রহমান সুলমুল
১২-৫০ মহররমের পুঁথি পাঠ:
আব্দুল শোকরা

বেলা
১-১০ নাতে রাসুল (সা:)
খালিদ হোসেন
১-২৫ মার্সিয়া :
১-৫৫ বিষাদ সিন্ধু গ্রন্থ থেকে পাঠ:
তাওফিক হোসেন কবির
২-১০ মহররমের জারী গান:
আব্দুল আজিজ ও সঙ্গীরা
২-১৫ নাটক "এক আঞ্জলা পানি"
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে নাটক
রচনা: মোঃ সোহেল রানা
৩-০৫ 'পিপাসার কাতর শিশু আজগার'
গেস্টাভিত্তিক সঙ্গীতানুষ্ঠান
পরিবেশনায়:
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, রাঙামাটি
পবিত্র আশুরা সম্পর্কে
শিশুতোষ আলোচনা
আলোচক :
মাও: মো: শরিফুল ইসলাম
চ. মহররমের কবিতা আবৃত্তি :
শেখ আজরিন সাদিয়া তন্বয়া
ছ. হামদ, মার্সিয়া,
মহররমের গান পরিবেশনা :
হালিমাতুছ সাদিয়া,
আশমিত জাহান মাইশা,
মুমতাহিনা আহমেদ সুরেলা,
আফেয়া ইবনাত সুমনা
ধারা বর্ণনা: মুক্তা আক্তার

৩-৩৫ 'এলো শোকের সেই মহররম':
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
শিশু-কিশোরদের বিশেষ
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
আলী হোসেন চৌধুরী
খ. গ্রন্থনা : হাসান মাহমুদ মনজু
গ. বিষাদ সিন্ধু গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত
অংশ পাঠ : জাকয়ানা আফরিন জুবিন
ঘ. মার্সিয়া দ্বৈতকণ্ঠে :
মুমতাহিনা আহমেদ সুরেলা এবং
আফেয়া ইবনাত সুমনা
ঙ. ত্যাগের মহিমায় চির ভাস্বর

বিকাল
৪-৩০ সকল শহীদের মাগফিরাত
কামনা ও আশুরার তাৎপর্য বিষয়ে
আলোচনা ও দোয়া মাহফিল
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মাওলানা মোঃ ইসমাইল
অংশগ্রহণে :
ক. মাওলানা মোঃ ওসমান গনী চৌধুরী
খ. মাওলানা মোঃ সুলতান মাহমুদ,
গ. মাওলানা মোঃ মোজাহেদুল ইসলাম
ঘ. মাওলানা মোঃ হাসান
মাহমুদ আল কাদেরী
ঙ. মাওলানা মোঃ সোলায়মান

বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা

বিকাল

৪:০৫ 'তপ্ত মরুর প্রাণে, স্নেহ তরুছায়া' পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. বিষাদ সিন্ধু থেকে পাঠ: মুনমুন আক্তার
খ. মহররমের গান: কাজী ফারজিদা ইসলাম
গ. কবিতা আবৃত্তি: আনিকা তাবাসসুম
ঘ. পবিত্র আশুরার শিক্ষা: আসরভিত্তিক আলোচনা
গ্রন্থনা: অধ্যাপক সেলিনা রহমান
উপস্থাপনা: নাজমুন নাহার পূর্ণি
প্রযোজনা: এ.এইচ.এম. মেহেদি হাছান

৪:৩০ 'মহররমের চাঁদ এলো ঐ ফের কাঁদাতে মুসলিম দুনিয়া' পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: মাহতাব উদ্দিন মজুমদার
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন

৫:৩৫ 'পবিত্র আশুরার বাণী': পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা ও দোয়া মাহফিল
পরিচালনা: হাবিবুর রহমান আল ফরিদী
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন

সন্ধ্যা

৬:০৫ 'কোরাতের কান্না': পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে বিশেষ গীতিনকশা
গীতরচনা: এহতেশাম হায়দার চৌধুরী
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা: এম এ কাইউম খান
ধারাবর্ণনা: সোহানা শারমিন ও মো: রিপন চৌধুরী
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন

৬:৩৫ বাংলা পুঁথি সাহিত্য ও পবিত্র আশুরা: সংকলন ও পাঠ
প্রযোজনা: এ.এইচ. এম. মেহেদি হাছান

৬:৪৫ পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে পুঁথিপাঠ: মো.মকবুল হোসেন

বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ

সকাল

৮:০৫ 'কোরাতের পাড়ে শোকের মাতম' পবিত্র আশুরা উপলক্ষে হামদ, নাত ও মর্শিয়া সমন্বয়ে বিশেষ গ্রন্থিতঅনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মঈন উদ্দিন আহমেদ
উপস্থাপনা: সাবিয়া রহমান লিসা ও রবিউল ওহাব
প্রযোজনা: মোঃ জসিম উদ্দিন

৮:২৫ নাত-ই রাসুল (স:)
৯:০৫ হামদ
৯:৪০ মর্শিয়া

১০:০৫ 'আশুরার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও শিক্ষা' পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: মাওলানা রুহুল আমীন
অংশগ্রহণে: আবু অবায়দা মোহাম্মদ মাস-উ-দুল হক এবং মাওলানা হাফিজুর রহমান
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

১০:৩০ 'আজও কাঁদে ফোরাত' পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: মোঃ রেজাউল করিম
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা: শেখ আলী আহমদ
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ

সকাল

৮.১০ 'পবিত্র আশুরার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, তাৎপর্য ও গুরুত্ব' কথক: মো: ফখরুল ইসলাম

৮.২০ 'আকাশ কাঁদে বাতাস কাঁদে' পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে বিশেষ মরমী সঙ্গীতানুষ্ঠান

৮.৫০ 'হায় হোসেন হায় হোসেন' পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. 'মহররম' কবিতা আবৃত্তি: মোঃ কামরুল হক ইমরান
খ. হামদ: কে বুঝিতে পারে তোমার আল্লাহ কুদরতের শান

৯.২০ 'শোকের মাতম': পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত অংশ পাঠ: নাহিদ মন্ডল ও ওয়াহিদা সুলতানা আশা
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

৯.৪০ পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে ভক্তিমূলক নজরুল সঙ্গীত

১০.০৫ পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে লোকগীতির অনুষ্ঠান

১০.১৫ পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. বিষাদ সিন্ধু থেকে নির্বাচিত অংশ পাঠ: শিহাব সাকিব ঈশান
খ. ভক্তিমূলক গান: ফোরাত নদীর তীরে তীরে

১০.৩০ পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে হামদ-নাত পরিবেশন

জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল

বেলা

১১-৩০ 'স্বাস্থ্যই সুখের মূল'
ক. পবিত্র আশুরা এবং
শোকের মাস আগস্ট উপলক্ষ্যে
প্রারম্ভিক আলোচনা
খ. আলোচনা: পবিত্র আশুরার শিক্ষা
অংশগ্রহণে: ড.শফিকুল ইসলাম,
রোকসানা পারভীন
এবং ড. মাহমুদুল হাসান
সঞ্চালনা: ড. আব্দুল কাদির
গ. কবিকা: নবদম্পতিদের
পরিকল্পিত পরিবার গঠনের
উপযোগী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি:
ড. নুরুন্নাহার বেগম
ঘ. মর্সিয়া: এলো শোকের সেই
গ্রন্থনা: তানিয়া পারভীন
উপস্থাপনা: তানিয়া পারভীন ও
নিশাত শাহরিয়ার
প্রযোজনা:
মোহাম্মদ ইফফাতুর রহমান

বিকাল

৪-০৫ 'এসো গড়ি ছোট পরিবার'
ক. পবিত্র আশুরা এবং
শোকের মাস আগস্ট উপলক্ষ্যে
প্রারম্ভিক আলোচনা
খ. কবিকা:
আশুরা ইসলামী ইতিহাসের
একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন:
এম. এ. ওহাব
গ. মর্সিয়া: বয়িছে সাহারার..
ঘ. আলোচনা:
পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি
সফল করতে ধর্মীয়
নেতৃবৃন্দের ভূমিকা
অংশগ্রহণে:
মাওলানা হাবিবুর রহমান,
কাজী মারুফ বিল্লাহ
এবং মাওলানা মনির হোসেন
সঞ্চালনা: আজহারুল ইসলাম রনি
ঙ. মর্সিয়া: কারবালার ঐ ধু ধু ভূমি
চ. বেতার কার্টুন।
পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক
গ্রন্থনা: আমিনুল ইসলাম মঞ্জু
উপস্থাপনা: লায়লা আরিয়ানী হোসেন
ও আমিনুল ইসলাম মঞ্জু
প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

রাত

৮-১০ সুখী সংসার
ক. পবিত্র আশুরা এবং
শোকের মাস আগস্ট
উপলক্ষ্যে প্রারম্ভিক আলোচনা
খ. আলোচনা: ইসলামের দৃষ্টিতে
সন্তানের সুশিক্ষার গুরুত্ব
অংশগ্রহণে: ড. জাকির হোসেন
এবং মিজানুর রহমান রায়হান
সঞ্চালনা: মাওলানা নাজির মাহমুদ
গ. হামদ: আল্লাহ আমার
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সুরাইয়া সুলতানা মনিরা
প্রযোজনা: মো: ইফফাতুর রহমান

কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম

সকাল

৬:৫০ 'কৃষিসমাচার':
কৃষি ও পরিবেশভিত্তিক অনুষ্ঠান
ক. পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. মর্সিয়া: মনে পড়ে মহরম
গ. পাহাড়ি অঞ্চলে কাজুবাদাম ও
কফিচাষের কৌশল:
ড. মো. লুৎফর রহমান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নাসিমা রাজ্জাক
প্রযোজনা: রনিয়া সুলতানা

সন্ধ্যা

৬:০৫ 'সোনালীকলম': আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
ক. পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. পবিত্র আশুরার গুরুত্ব ও তাৎপর্য:
ড. আব্দুল্লাহ আল মারুফ
গ. মর্সিয়া:
এল ফিরে এল ফিরে মহররম
ঘ. ফিল-সার্সারি ব্যবস্থাপনা:
মো. বদিউল আলম
আসর পরিচালনা: মো. আব্দুল মোমিন
প্রযোজনা: আল্লাতুল ফেরদৌস

সন্ধ্যা

৭:০৫ 'দেশ আমার মাটি আমার':
জাতীয় অনুষ্ঠান
ক. পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক কথা
খ. পবিত্র আশুরার তাৎপর্য ও গুরুত্ব
নিয়ে বিশেষ কবিকা
কথক: অধ্যাপক আব্দুল কাদির
গ. মর্সিয়া: পেয়ারা হোসাইন লাপি
কাঁদে মরমিয়া দুনিয়া
ঘ. মাশরুমের অর্থনৈতিক গুরুত্ব:
কৃষিবিদ মাহবুবা মুনমুন
আসর পরিচালনা:
মাকসুদা খানম
প্রযোজনা: নুসরাত হারুন

ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস

বেলা

১:৩০ 'ত্যাগ চাই, মার্সিয়া চাই না'
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে কবিতা
আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মাহমুদা আখতার
প্রযোজনা: শাবানা হক

১:৪৫ হামদ/নাত

২:০০ বিষাদ সিন্ধু থেকে পাঠ

২:০৫ মহররমের গুরুত্ব ও ফজিলত:
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
উপস্থাপনা:
মাওলানা কাজী মারুফ বিল্লাহ
অংশগ্রহণে:
মাওলানা মিজানুর রহমান রায়হান
ও মাওলানা মোস্তাকিম বিল্লাহ
প্রযোজনা:
জেড এ সৈয়দ আহসানুল আমিন

২:২৫ মার্সিয়া

২:৪০ মহরমের পুঁথি:
আব্দুল লতিফ ও আব্দুল আলী বিশ্বাস

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম

সকাল

৬:৫৫ ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম,
বাংলাদেশ বেতারে ৩টি অধিবেশনে
(সমাপ্তি: রাত ৯:০০ মিনিট) দিবসের
তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রেখে
হামদ/নাত প্রচার করা হবে

External Service

রাত: ১০.৩০ (মধ্যপ্রাচ্য)
রাত: ১.১৫ (ইউরোপ)

পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে বাংলা সার্ভিসের বিশেষ অনুষ্ঠান
'করুণ সুরের মূর্ছনা'
ক. পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. মর্সিয়া: করুণ সুরের মূর্ছনাতে
গ. কবিতা: আশুরার তাৎপর্য
কথক: মুফতি মাও: ওয়ালিয়ুর রহমান খান
ঘ. মর্সিয়া:
বহিছে সাহারায় শোকেরই লু হাওয়ায়
ঙ. কবিতা: 'মহররম'
আবৃত্তি- মাহিদুল ইসলাম
চ. 'বিষাদ সিন্ধু' থেকে পাঠ:
আরমান পারভেজ মুরাদ
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
শফিকুল ইসলাম বাহার
উপস্থাপনা: শফিকুল ইসলাম বাহার ও মাহমুদা আক্তার
প্রযোজনা: উম্মে রুম্মান

External Service
Time of Broadcast:
a. Betn.6-30&7-00 PM
(Duration: 17mts)
b. Betn.11-45&1-00PM
(Duration: 30mts)

A Special program on the occasion of holy Ashura "Mournful Remembrance of Karbala"
a. Intro on the background of holy Ashura.
b. Marshia: Mohorromer Chand Aslo Oi
(মহররমের চাঁদ এলো ঐ)
(A part of the song with the gist in English)
c. Special Talk on the Historical Significance of Ashura
Talker:
Dr. Abdullah Al Maruf,
d. Marshia:
Kando Kando Sara Jahan
(কাঁদো কাঁদো সারা জাহান)
e. Book Review: Bishad Shindu
Reviewed By: Prof. Ahmed Reza
f. Recitation:
'Elo Shoker Muharram'
(এলো শোকের মহররম)
Research and Compilation:
Alfazuddin Ahmed Tarafdar
Presented by: Shamim Khan
Produced by:
Umma Farhana Hossain Shimu

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

১২ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ ● ২৭ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ঢাকা-ক ও খ: মধ্যমতরঙ্গ ৬৯৩ ও ৮১৯ কিলোহার্ৎজ এবং এফ এম ১০৬ মেগাহার্ৎজ

ভোর

৬-৩০ নজরুল সঙ্গীত

ঢাকা-ক মধ্যমতরঙ্গ ৬৯৩ কিলোহার্ৎজ এবং এফ এম ১০৬ মেগাহার্ৎজ

সকাল

৭-৩০ নজরুল সঙ্গীতের অনুষ্ঠান

৮-১৫ 'সেইআমি এই আমি': সাক্ষাতকারভিত্তিক স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান
সাক্ষাতকার প্রদানে: ফাতেমাতুজ জোহরা
সাক্ষাতকার গ্রহণে: এম ওবায়দুর রহমান
প্রযোজনা: কানিজ কুলসুম

৮-৩০ 'দর্পণ': ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে প্রাসঙ্গিক কথা
ক. এইদিনে: এই দিনে ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্য সংকলন
খ. অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ পাঠ
গ. হৃদয়ে নজরুল: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে তাঁর জীবন কর্ম ও সৃষ্টি নিয়ে প্রতিবেদন: খিলখিল কাজী
ঘ. প্রাণের গীত: বাংলার লোকসঙ্গীতের চর্চা, বিকাশ ও এর আবেদন নিয়ে গবেষণামূলক পরিবেশনা: মোস্তফা জামান আব্বাসী
ঙ. পত্রালাপ: শ্রোতাদের চিঠিপত্রের উত্তরদানে: মোহাম্মদ নাসিমুল কামাল
চ. আমাদের গান: নজরুল সঙ্গীত
গ্রন্থনা: আলকাজ তরফদার
উপস্থাপনা: শেখ শফি আহমেদ ও রওনক জাহান
প্রযোজনা: মো. দুলাল হোসাইন

৯-০৫ 'চিরশিশু': জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে শিশু-কিশোরদের অনুষ্ঠান
ক.দিকসম্ভিত্তিক প্রসঙ্গকথা
খ.নজরুল সঙ্গীত
গ.জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের শিশুসাহিত্য বিষয়ক আলোচনা
সঙ্কলনা: আঞ্জুমান আরা
ঘ. নজরুল সঙ্গীত: সে চলে গেছে বলে কি গো
ঙ. কবিতা আবৃত্তি

চ. এসো গল্প শুনি: জাগো সুন্দর
চিরকিশোর এর অংশবিশেষ
মহাশ্বেতা চৌধুরী ও ধ্রুব চৌধুরী
গ্রন্থনা: শাকিলা হাসিন
উপস্থাপনা: সায়রা আক্তার সুখী ও
ইসরাত জাহান দিবা
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

৯-৩০ 'আমারে দেব না ভুলিতে':
বিশেষ গীতিআলেখ্য
গ্রন্থনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
খায়রুল আলম
উপস্থাপনা: শামীম আহমেদ ও
ফাতেমা আফরোজ সোহেলী
প্রযোজনা: ফারজানা

বেলা

১১-২০ 'নারীকণ্ঠ': মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা
খ. নজরুল ভাবনায় নারীমুক্তি
আলোচক: রহিমা আখতার কল্পনা
এবং অধ্যাপিকা সালেহা সুলতানা
সঞ্চালনা: তামান্না মিমহাজ
গ. নজরুল সঙ্গীত: আমার মুক্তি
আপনার চেয়ে আপন যে জন
ঘ. কবিতা: যদি বাঁশী আর না বাজে
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: তামান্না সিদ্দিকী
প্রযোজনা: কানিজ কুলসুম

১১-৫০ দেশাত্মবোধক নজরুল সঙ্গীত

বেলা

২-২০ 'বিদায় বেলায়':
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: ইকবাল খোরশেদ
উপস্থাপনা: ইকবাল খোরশেদ ও
মাহমুদা আখতার
প্রযোজনা: কানিজ কুলসুম

৩-০৫ 'ফুল বাগিচার বুলবুলিরা':
এ সপ্তাহের নাটক
নাট্যকার: তারিক মনজুর
প্রযোজনা: এ বি এম মাহবুবুর রহমান

বিকাল

৪-০৫ 'এ নয় আঁখিজল': চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত
নজরুলের গান নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান
উপস্থাপনা: শফিকুল ইসলাম বাহার ও
সুবনা আক্তার
প্রযোজনা: মো. মোজাফিজুর রহমান

রাত

৯-০০ 'উত্তরণ': বেতার ম্যাগাজিন
ক. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের
প্রয়াণদিবস সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. বিশ্ববিচিত্রা: বিশ্বের চমকপ্রদ ও
বিস্ময়কর খবর
গ.জীবন ও প্রকৃতি:
ভ্রমণ ও পর্যটনবিষয়ক প্রতিবেদন
ত্রিশাল, ময়মনসিংহে, কবি নজরুলের
স্মৃতিবিজড়িত স্থান
ঘ.ধ্রুপদী সাহিত্য: পৃথিবীর বিখ্যাত
ও ধ্রুপদী সাহিত্য নিয়ে নিবন্ধ
বিদ্রোহী: রচনা: সৌমিত্র শেখর
ঙ. সঙ্গীত দুনিয়া:
নজরুল সঙ্গীতে রাগের ব্যবহার
চ. গান: শূন্য এবুকে পাখি মোর
গ্রন্থনা: শফিকুল ইসলাম বাহার
উপস্থাপনা: জি এম তারিক
ও সেলিনা আক্তার শেলী
প্রযোজনা: তনুজা মন্ডল

১০-০০ 'দোলনচাঁপা': নির্বাচিত নজরুল
সঙ্গীতের গবেষণামূলক গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ড. শীনা তাপসী খান
প্রযোজনা: মকবুল হোসাইন

১০-৫০ নজরুল সঙ্গীত

চলমান-খ: মহাসমরের ৮১৯ দিনাবার্ত

সকাল

৭-৩০ 'মহানগর': ঢাকা মহানগর কেন্দ্রিক
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. জাতীয় কবি কাজী নজরুল
ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে
প্রাসঙ্গিক কথা
খ. গাহি সাম্যের গান: নজরুলের
রচনায় অসাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে
কথিকা
গ. নজরুল সঙ্গীত
ঘ. কবিতা আবৃত্তি:
তোমারে পড়িছে মনে
ঙ. বিদ্রোহী নজরুল:
নজরুলের গানে
প্রতিবাদের ভাষা নিয়ে নিবন্ধ
গ্রন্থনা: শিরাকত খান
উপস্থাপনা: শিরাকত খান ও
জান্নাতুল ফেরদৌসী লিজা
প্রযোজনা: মরিয়ম তাবাসসুম

সন্ধ্যা

৭-৩০ দেশাত্মবোধক নজরুল সঙ্গীত

রাত

৯-০০ 'চির চেনা নজরুল': জাতীয় কবি
কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
স্মরণে বিশেষ গীতিআলেখ্য
গ্রন্থনা: ড. আফরোজা ইয়াসমীন
প্রযোজনা: জেসমিন নাহার

বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম

সকাল

৬-৩৫ নজরুল সঙ্গীত: সুনন্দা রায়

৮-১৫ 'আলোকপাত':
প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. আজকের চট্টগ্রাম
খ. পত্রপত্রিকার শিরোনাম
গ. মানবিক বাংলাদেশ:
রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাহায্যার্থে
বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কার্যক্রম
ঘ. ইতিহাসের পাতায় আজকের দিন
ঙ. বিশেষ প্রসঙ্গ:
নজরুলের সাম্যবাদী চেতনা
চ. স্বাস্থ্যতথ্য: ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ
রাখতে করণীয়
ছ. নগর পরিক্রমা
জ. নজরুল সঙ্গীত
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মাজলীন আফতার রেখা
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

৯-১৫ 'তারার ফুল': জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে শিশু-কিশোরদের
জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা: আরেশা খাতুন
ক. শিশু উপস্থাপক:
রিমিল চৌধুরী তাষা ও ইউশা জাহান
খ.নজরুলের জীবনী নিয়ে
শিশুদের আলোচনা
গ. নজরুল সঙ্গীত
ঘ. নজরুলের কবিতা আবৃত্তি
প্রযোজনা: সুজন চক্রবর্তী

বেলা

৩-৩৫ 'নজরুলের কবিতা বিদ্রোহের স্বরূপ'
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে বিশেষ
আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: ড. হরিশংকর জলদাস,
স্বর্ণময় চক্রবর্তী এবং ড. উপিতি লাল
পরিচালনা: ড. আনোয়ারা আলম
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

বিকাল

৫-৪৫ 'সন্ধ্যাতারা': জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সাইদুল আরেফিন
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী

রাত

৮-২০ নজরুল সঙ্গীত

১০-০০ 'আমারে দেব না ভুলিতে'
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে নজরুল সংগীতের
বিশেষ গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: রত্না বনিক
সঙ্গীত পরিচালনা: জয়শ্রী লালা
ধারাবর্ণনা: ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
ও পারভীন আখতার
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী

১০-৩০ 'অগ্নিগিরি': জাতীয় কবি কাজী নজরুল
ইসলাম এর মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে
বিশেষ নাটক
মূলগল্প: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ:
এ জে এম রবিউল আলম
প্রযোজনা: মোঃ মঈন উদ্দিন

বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

সকাল

৬-৩০ 'আকাশের আরশিতে ঐ': জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে গীতিআলেখ্য
গ্রন্থনা: ড. অলিউল আলম
সঙ্গীত পরিচালনা: আব্দুস সালাম
ধারাবর্ণনা: আল্লাহুল রাব্বী বিনতে যাল্লান রশ্মি ও জিহাদ জনি
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

৯-০৫ 'শিশুমেলা' শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ড. শিরিন আখতার
ক. নজরুলের ছোটবেলা:
গল্পাকারে শিশুদের সাথে আলোচনা:
সুখেন মুখোপাধ্যায়
খ. নজরুলের কবিতা আবৃত্তি:
সতীর্থা সরকার অর্পা
গ. ভক্তিমূলক নজরুল সঙ্গীত:
সালসাবিল শাহরীণ
ঘ. চলো ঘুরে আসি- শাহজাদপুর:
কথক : অধ্যাপক ড. মোবারকা সিদ্দিকা
ঙ. ছড়াগান: তাসকিয়া ইসলাম
চ. গিটার (নজরুল সঙ্গীতের সুরে):
আফনান আবাদ
ছ. তোমাদের আসর: পরিচালক
প্রযোজনা: নাসরীণ বেগম

বেলা

৩-০৫ 'শিউলীমালা': জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে নাটক
মূলগল্প: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ: সুখেন মুখোপাধ্যায়
প্রযোজনা: মো. হাসান আখতার

বিকাল

৪-১০ 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত': নজরুলের জনপ্রিয় কবিতা ও চিঠি নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ড. শিখা সরকার
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার

৫-১০ 'প্রেম ও দ্রোহের কবি': জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: ড. মো. আব্দুল খালেক এবং ড. অনিক মাহমুদ
সঞ্চালনা: ড. মাসুমা খানম
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

৫-৪০ নজরুল সঙ্গীত

সন্ধ্যা

৬-১৫ ভক্তিমূলক নজরুল সঙ্গীত

বাংলাদেশ বেতার, খুলনা

সকাল

৬-৩৫ 'আমার যাবার সময় হলো': নির্বাচিত নজরুল সঙ্গীতের (নজরুলের স্বকণ্ঠে গানসহ) গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: সুশান্ত সরকার
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

৯-১৫ 'সাত ভাই চম্পা': জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে ছোটদের বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. নজরুলের শিশুপ্রীতি।
মো: মুহিবুল্লাহ
গ. কবিতা, ছড়া, আবৃত্তি ও গান
সমন্বয়ে দলীয় পরিবেশনা
পরিবেশনায়: এবং আবৃত্তি, খুলনা
ঘ. নজরুলের কবিতা আবৃত্তি
ঙ. নজরুল সঙ্গীত
চ. নজরুলের ইসলামী গান
ছ. তোমাদের আসর: পরিচালিকা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নাসরিন হায়দার
প্রযোজনা: শারমা শারমিন স্নিগ্ধা

দুপুর

১২-৪০ 'আমার যাবার সময় হলো': জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে বিশেষ গীতিআলেখ্য
গ্রন্থনা: ইমরুল কায়েস
সঙ্গীত পরিচালনা:
শেখ আলী আহম্মেদ
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

বেলা

২-৩০ 'অগ্নিবীণা': জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে বিশেষ নাটক
বেতার নাট্যরূপ: কল্পনা ব্যানার্জী
প্রযোজনা: নাসির জবেদ

বিকাল

৪-২০ 'প্রেম ও দ্রোহের কবি নজরুল: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: অধ্যাপক আব্দুল মান্নান
প্রযোজনা:
শেখ মোহাম্মদ দিয়াস রায়হান পারভেজ

৫-১০ 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে': জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে কবিতা আবৃত্তির (নজরুলের স্বকণ্ঠে কবিতাসহ) অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনায়:
তাকদিরুল পশি
প্রযোজনা: শারমা শারমিন স্নিগ্ধা

রাত

১০-০০ স্বীনের বাদশা: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে বিশেষ নাটক
বেতার নাট্যরূপ:
অশোক কুমার বিশ্বাস
প্রযোজনা: মোঃ শাহিদুল ইসলাম

বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

সকাল

৬-৩৫ 'তুমি আছো চিরদিন': জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে নজরুল সঙ্গীতের অনুষ্ঠান

৭-৩০ 'সঞ্চিতা': নজরুল সঙ্গীতের অনুষ্ঠান

৯-৩০ 'নীরব কেন কবি': শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ গীতিআলেখ্য
গ্রন্থনা: ড. শাশ্বত তত্ত্বাচার্য
উপস্থাপনা:
সাদিয়া ইবনাত আনিকা
সঙ্গীত পরিচালনা:
মো. আহসান হাবীব
প্রযোজনা: শাশ্বী হক

দুপুর

১২-২০ দিবসভিত্তিক গান

বেলা

৩-০৫ 'আমার যাবার সময় হলো': বিশেষ গীতিআলেখ্য
গ্রন্থনা: তমাল কান্তি লাহিড়ী
ধারাবর্ণনা:
এস এম আরিফ উজ জামান
সঙ্গীত পরিচালনা:
মিজানুল ইসলাম খান
প্রযোজনা:
মোছা. ফারহানা আর্জুমান বানু

বিকাল

৪-৩০ 'তরুণ কণ্ঠ': তরুণদের জন্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ইসরাত জাহান ইমু
ক. নজরুল সঙ্গীত:
উম্মে তাসনিম রিফাত
খ. কবিতা আবৃত্তি:
মোল্লা মুশাররাত মাহজাবিন গ. দেশ গান: দিয়া ঘোষ
ঘ. নজরুল সঙ্গীত
রিফাত তামান্না হক প্রোদেলা
ঙ. ভাওয়াইয়া গান: বিজলী আক্তার

চ. নজরুল সঙ্গীত:
তামান্না হাসান ঐশি
প্রযোজনা: শাশী হক
৫-২০ 'সাম্যবাদী নজরুল':
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: ড. সরিকা সলোয়া জিনা
অংশগ্রহণে: আতাহার আলী খান,
অধ্যাপক শাহ আলম
এবং ড. শাশ্বত ভট্টাচার্য
প্রযোজনা: মো. জহুরুল আলম

রাত
৮-২০ নজরুল সঙ্গীত

১০-০০ নাটক: পত্র লেখা
মূলগল্প: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ:
সিরাজুল ইসলাম সিরাজ
প্রযোজনা:
ইফতেখারুল আলম রাজ

বাংলাদেশ বেতার, সিলেট

সকাল
৬-৩৫ 'ধীরে চালাও তরণী': জাতীয় কবি
কাজী নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে নজরুল
রচিত পল্লীগীতির অনুষ্ঠান
৮-২০ নজরুল সঙ্গীত
৮-৩০ 'বিচিত্রা': প্রভাতি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক.কাজী নজরুল ইসলামের
জীবনের শেষ দিনগুলি:
কথক: ড. আব্দুররহিম
খ.নজরুল সঙ্গীত:
আমার বাবার সময় হল
গ. কবিতা আবৃত্তি: (সাম্যবাদ):
সুকান্ত গুপ্ত
ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত
মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের
অংশবিশেষ নাট্যাভিনয়
ঙ. নজরুল সঙ্গীত: মসজিদেরই পাশে
আমার কবর দিও ভাই
গ্রন্থনা: আবিদ ফারসাল
উপস্থাপনা: রাবেয়া বেগম
প্রযোজনা: মো. দেলোয়ার হোসেন
৯-০৫ নজরুল সঙ্গীত
৯-১০ 'কিচেরমুল': শিশু-কিশোরদের অনুষ্ঠান
ক. নজরুলের ছেলেবেলা নিয়ে
শিশুতোষ আলোচনা:
বিজিত কুমার আচার্য্য
খ. সমবেত নজরুল সঙ্গীত
গ. কবিতা আবৃত্তি:
ওয়াহিদ আল দাইয়ান
ঘ. কাজী নজরুল ইসলামের
জীবনকাহিনী
কথক: কাজী আতাউর রহমান
উপস্থাপনা: অন্বিতা দাশ
প্রযোজনা: মো. দেলোয়ার হোসেন

বেলা
১-৩০ 'আজি এ বিদায় বেলা': জাতীয় কবি
কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
স্মরণে গানের গ্রন্থিতঅনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মতিন্দ্র সরকার
উপস্থাপনা: কর্তব্যরত ঘোষক/ঘোষিকা
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
২-০৫ 'সাম্য ও মানবতার কবি নজরুল':
বিশেষআলোচনাঅনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: ড. আশরাফুলকরিম এবং
ড. শাহেদা আক্তার
সঞ্চালনা: আঞ্জুমান আরা বেগম
প্রযোজনা: মো. দেলোয়ার হোসেন
২-৩০ 'রাত্রি শেষের যাত্রী আমি':
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে সঙ্গীত
শিল্পীদের অংশগ্রহণেঅনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: এনায়েত হাসান মানিক
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
৩-৩০ 'বিদায় বেলা': নজরুল রচিত
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
পরিচালনা: জ্যোতি ভট্টাচার্য্য
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

রাত
৯-০৫ 'সুরমা পারের কথা': সিলেটের
আঞ্চলিক ভাষায় ম্যাগাজিনঅনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গ কথা
খ. পবিত্রজীবন:
ইসলামের দৃষ্টিতে পরমতসহিষ্ণুতা:
অংশগ্রহণমূলক আলোচনা:
মাওলানা সালিম আহমেদ
ও অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান
গ. আঞ্চলিক গান
ঘ. নজরুল রচনায় অসাম্প্রদায়িকতা
নিয়ে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা
আলোচক: সুমন কুমার বণিক ও
আ ফ ম সাঈদ
ঙ. আঞ্চলিকগান
গ্রন্থনা: মো. নওয়াবআলী
উপস্থাপনা: কর্তব্যরত ঘোষক/ঘোষিকা
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
১০-০০ বিন্দি: কাজী নজরুল ইসলামের
রাজকুমী গল্প অবলম্বনে নাটক
নাট্যরূপ ও নির্দেশনা:
আনোয়ার হোসেন রনি
প্রযোজনা: প্রশান্ত কুমার মন্ডল

বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

সকাল
৬-৪৫ ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি
দেশাত্মবোধক নজরুল সঙ্গীত
৭-৪৫ 'গাহি সাম্যের গান': জাতীয় কবি
কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
স্মরণে কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
উপস্থাপনা: মাহবুবা হুসাইন চৌধুরী
কবিতাপাঠ:
ফারহানা ইসলাম লিনা ও ইমন
প্রযোজনা: শেখ ইমরান আহমেদ
৮-৩০ 'খানসিঁড়ি': সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: অরূপ তালুকদার
উপস্থাপনা: কর্তব্যরত ঘোষক/ঘোষিকা
ক. দিকভিত্তিক আলোচনা
খ. এইদিনে: ইতিহাসের পাতায়
এইদিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী
গ. নজরুলকাব্যে সাম্য: কবিকা
ঘ. নজরুল সঙ্গীত
ঙ. আইন-আদালত যৌতুকরোধে
প্রচলিত আইন ও করণীয়
চ. রম্যকথা: সমসাময়িক বিষয় নিয়ে রম্য
প্রযোজনা: শেখ ইমরান আহমেদ
১০-২০ 'কচিকাঁচা': জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা: আকরোজা খানম
ক. দিকভিত্তিক আলোচনা
খ. ছোটদের নজরুল
গ. নজরুল সঙ্গীত
ঘ. কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা আবৃত্তি
প্রযোজনা: শেখ ইমরান আহমেদ

বিকাল
৫-১৫ 'দ্রোহ, প্রেম ও সাম্যের কবি নজরুল'
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: দেবাশীষ হালদার এবং
শারমিন আকতার
পরিচালনা: তপনের চক্রবর্তী
৫-৩৫ 'যখন আমার গান ফুরাবে'
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে গীতিআলেখ্য
গ্রন্থনা: শেখ কামরুন্নাহার কাদির
বর্ণনা: সেজারুল ইসলাম বাবু
প্রযোজনা: শেখ ইমরান আহমেদ

সন্ধ্যা
৬-৪০ নজরুল সঙ্গীত

রাত
৮-১০ নজরুল সঙ্গীত
৯-২০ নজরুল সঙ্গীত
১০-০০ নাটক: জিনের বাদশা
মূলকাহিনী: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ: রবিউল আলম
প্রযোজনা: এস.এম. সরোয়ার হোসেন
১০-৪৫ ভক্তিমূলক নজরুল সঙ্গীত

বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও

সকাল

৮-৩০ 'উত্তরাচল':
প্রাত্যহিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে প্রসঙ্গকথা
খ. আজকের ডায়েরি ও কুইজ
গ. ইতিহাসের এই দিনে
ঘ. 'বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে পাঠ
ঙ. কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী চেতনা
কথক: সারোয়ার মোর্শেদ
চ. নজরুল সঙ্গীত
ছ. স্বাস্থ্যকণিকা:
স্বাস্থ্য সচেতনামূলক তথ্য
গ্রন্থনা: আছিয়া আক্তার জামান
উপস্থাপনা: কর্তব্যরত ঘোষক-ঘোষিকা
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৯-৩০ 'বাঁধনহারা নজরুল': শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গকথা: দিবসভিত্তিক
খ. দুখু মিয়ার শৈশব (গল্পাকারে আলোচনা)
গ. নজরুল সঙ্গীত (সমবেত কণ্ঠে)
ঘ. কাজী নজরুলের কবিতা আবৃত্তি
গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
ইশরাত জাহান লিমা
সঙ্গীত পরিচালনা:
মো: শহীদুল ইসলাম
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

বিকাল

৪-৩৫ সাহিত্য আসর:
সাহিত্য বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গকথা: দিবসভিত্তিক
খ. একজন লেখকের সাক্ষাৎকারমূলক আলোচনা
গ. কাজী নজরুলের কবিতা আবৃত্তি
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোস্তাক আহমেদ
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৫-১০ 'নজরুল সাহিত্যে স্বাধীকার ও মানবতা' জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: মনতোষ কুমার দে এবং মামুনুর রশীদ
গ্রন্থনা ও পরিচালনা: জান্নাতুন নাহার
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৫-৪০ 'ভালবাস মোর গান':
নজরুল সঙ্গীতের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: লাইলী বেগম
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

রাত

৯-০০ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে
বিশেষ নাটক: রাক্ষুসী
মূলগল্প: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ:
এ.কে.এম শহীদুর রহমান
প্রযোজনা: মাশরেকুল আরেফিন

১০-০০ 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত': জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে গোষ্ঠীভিত্তিক অনুষ্ঠান
পরিবেশনায়:
অতঃপর সাহিত্যগোষ্ঠী, ঠাকুরগাঁও
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার

সকাল

৮-৪৫ নজরুল সঙ্গীত

৯-৩০ 'খোকার সাধ': জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে শিশু-কিশোরদের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ফরিদা ইয়াছমিন
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. নজরুলের ছেলেবেলা নিয়ে শিশুতোষ আলোচনা
গ. নজরুল সঙ্গীত
ঘ. নজরুলের কবিতা আবৃত্তি
প্রযোজনা: মোঃ সুলতান আহমেদ

১০-৩০ 'শিউলীমালা': জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে নজরুল সঙ্গীতের গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: জাহাংগীর হায়দার
উপস্থাপনা: জাহাংগীর হায়দার ও বুলবুল আক্তার
প্রযোজনা: মোঃ সুলতান আহমেদ

বেলা

১১-৩০ 'চেতনায় নজরুল': জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে যুবগোষ্ঠীর জন্য ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
তানজিদ আহমেদ
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা
খ. আড্ডা: নজরুলের কৈশোরকাল
গ. নজরুল সঙ্গীত
ঘ. 'সাম্যবাদী' কবিতা থেকে আবৃত্তি
প্রযোজনা: মোঃ সুলতান আহমেদ

দুপুর

১২-১০ 'হৃদয়ে নজরুল': জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: জসীম উদ্দিন বকুল
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

বেলা

১-৩৫ 'নজরুল কাব্যে নারী':
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: রোমেনা আক্তার
প্রযোজনা: মোঃ সুলতান আহমেদ

রাত

১০-০০ 'ঝিলিমিলি': জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে বিশেষ নাটক
মূলগল্প: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ: স্বপন ভট্টাচার্য্য
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

বেলা

১১-৪৫ ভক্তিমূলক নজরুল সঙ্গীত

১১-৫০ নজরুল সঙ্গীত

দুপুর

১২-১৫ 'না মিটিতে আশা'
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে বিশেষ গীতিআলেখ্য
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
আমিনুর রহমান প্রামাণিক
ধারাবর্ণনা: তাহিয়া রহমান ও সুমন চক্রবর্তী
সঙ্গীত পরিচালনা:
রাজেশ সাহা
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

১২-৩৫ দেশাত্মবোধক নজরুল সঙ্গীত

বেলা

১-০৫ নজরুলের গান/যন্ত্রসঙ্গীত

১-২৫ 'ব্যথার দান': জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে বিশেষ নাটক
রচনা: আমিনুর রহমান প্রামাণিক
নির্দেশনা: মঈনউদ্দিন কোহেল
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

বাংলাদেশ বেতার, রাঙামাটি

বেলা

১১-১৫ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে কথিকা: বাংলা সাহিত্যে নজরুলের প্রভাব
বক্তা: আরেশা সিদ্দিকা

১১-৪০ 'আমারে দিব না ভুলিতে': জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে বিশেষ গীতিনকশা
গ্রন্থনা: দুলাল চৌধুরী
ধারাবর্ণনা: মোঃ কাওসার ও তন্বয়া দেওয়ান

দুপুর

১২-৩৫ নজরুল সঙ্গীত: শুভ্র রাণী দাশ

১২-৪০ 'অগ্নিবীণা': কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মোঃ ইসহাক

বেলা

২-৩০ 'বাউভূলে': শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ গীতিনকশা
সঙ্গীত পরিচালনায়: আশী হোসেন চৌধুরী
গ্রন্থনা: মনোজ বাহাদুর গুর্খা
ক. কবিতা আবৃত্তি: পিয়াল চৌধুরী
খ. নজরুল সঙ্গীত: বৃষ্টি দাশ ঐশী
গ. ছোটদের নজরুল শিশুতোষ
আলোচনা: রাজিয়া সুলতানা
ঘ. নজরুলের কবিতা আবৃত্তি (দ্বৈতকণ্ঠে)
ধারাবর্ণনা: রাইন মিত্রি

৩-৩৫ 'সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতির নজরুল': আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে:
মোঃ মহিউদ্দিন, মুকুল কান্তি ত্রিপুরা এবং বর্ণাঢ্য চাকমা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আনন্দ জ্যোতি চাকমা

বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা

বিকেল

৪-০৫ মোরা ফোটা ফুল
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: এহতেশাম হায়দার চৌধুরী
উপস্থাপনা:
নাজমুম নাহার পূর্বি
ক. নজরুল সংগীত:
পায়েল সিংহ
খ. নজরুলের বাল্যকাল:
নবনীতা বিশ্বাস
গ. কবিতা আবৃত্তি: প্রজ্ঞা চক্রবর্তী
ঘ. নজরুল সংগীত: সমবেত কণ্ঠে
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন

৪-২৫ বেতারে নজরুল:
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান
উপস্থাপনা: উত্তম বহ্নি সেন
গ্রন্থনা: সুমন কান্তি নাথ
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন

৪-৫০ যাবার বেলায় সালাম লহো
নজরুলের ভক্তিমূলক গান নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সাজিয়া ইয়াসমিন

৫-৩৫ কুমিল্লায় নজরুল: কুমিল্লা অঞ্চলে কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতি নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মো.আল আমিন
উপস্থাপনা: তাসমিয়া রহমান ও সুবন চক্রবর্তী
প্রযোজনা:
এ.এইচ.এম. মেহেদি হাছান

৬-০৫ মসজিদের ই পাশে আমার কবর দিয়ো ভাই:
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: ডা: এ বি এম খুরশিদ আলম
উপস্থাপনা: উত্তম বহ্নি সেন
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন

সন্ধ্যা

৬-৩০ বন্ধু বিদায় :
কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ গীতি আলেখ্য
অংশগ্রহণে:
তাপস দাস, গোলাম রসুল, বাবুল কুমার বিশ্বাস, বিমল আইচ, ইমরাম হাসান খান, সালমা সুর কেয়া, শিউলী রায় ও প্রাবণী সাহা
গবেষণা, গ্রন্থনা ও সংগীত পরিচালনা:
তরুণাশ ভট্টাচার্য্য
প্রযোজনা:
রায়হান হোসেন

বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ

সকাল

৮:১০ 'দূর দ্বীপবাসিনী':
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে নজরুলের জীবন কর্ম, গান, কবিতা নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা
মঈনউদ্দিন আহমেদ
প্রযোজনা:
মোঃ জসিম উদ্দিন

৮:৪০ নজরুলের শেষের দিনগুলি নিয়ে বিশেষ কথিকা
কথক: মোঃ মহিবুল্লাহ

৯:১০ 'মানবতা, প্রেম ও বিদ্রোহের কবি নজরুল':
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে:
মোঃ শাহ আলম এবং মোঃ আব্দুর রহমান
সঞ্চালনা: সাবিনা ইয়াসমিন
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

৯:৪০ নজরুল সঙ্গীত

১০:০৫ 'শিউলীমালা': জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে বিশেষ নাটক
মূলগল্প: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ:
অশোক কুমার বিশ্বাস
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

১০:৩৫ 'বিদায় বেলায়':
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রবিউল ওহাব
প্রযোজনা: ফয়সাল মাহমুদ

বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ

সকাল

৮-১০ দেশগান: তোরা সব জয়ধ্বনি কর

৮-২০ 'বিষের বাঁশি': জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে বিশেষ গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
ক. নজরুল রচনায় অসাম্প্রদায়িকতা
কথক: অধ্যাপক ড. মো: সাখাওউদ্দিন
খ. কবিতা আবৃত্তি: বিদ্রোহী
আবৃত্তি: সৈয়দ সাইমুম আলজুম ইভান
গ. আমি যুগে যুগে আসিয়াছি:
নজরুল সংগীত
গ্রন্থনা: শাহানা বেগম
উপস্থাপনা: শামীমা তানজিল ও
মো: ইমরান সাদেক নাহিদ
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

৮-৫০ মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের অংশবিশেষ নাট্যাভিনয়
প্রযোজনা: মোঃ জাকিরুল ইসলাম

৯-৪০ 'সে তো ফিরে এলো না'
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে নজরুল সঙ্গীতের গ্রন্থিতঅনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: নাহিদ মন্ডল
উপস্থাপনা:
কণ্ঠব্যবত ঘোষক/ঘোষিকা
প্রযোজনা: মোহাম্মদ রাফিউল করিম

১০-০৫ 'পদ্মার ঢেউয়ে': জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে তাঁর রচিত পল্লীগীতির অনুষ্ঠান
প্রযোজনা: মোহাম্মদ রাফিউল করিম

কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম

সকাল

৬-৫০ কৃষি ও পরিবেশভিত্তিক অনুষ্ঠান:
'কৃষিসমাচার'
ক. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. আমার বাংলা: আমন ধানের ভালমান বীজতলা তৈরি
কথক: ড. আব্দুল মাজেদ
গ. কবিতা (সাম্যবাদী) আবৃত্তি:
নাসিম আহমেদ
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শফিকুল ইসলাম বাহার
প্রযোজনা: রনিয়া সুলতানা

সন্ধ্যা

৬:০৫ 'সোনালী ফসল': আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
ক. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে বিশেষ আলোচনা:
'অসাম্প্রদায়িক নজরুল'
আলোচক: তারিক মঞ্জুর
গ. ফসলের ক্ষেতে সবুজ সারের ব্যবহার: কৃষিবিদ মতিউররহমান
ঘ. একজন সফল কৃষকের সাফল্যকথা
আসর পরিচালনায়:
মো. আব্দুল মোমিন
প্রযোজনা:
জান্নাতুল ফেরদৌস

৭:০৫ 'দেশ আমার মাটি আমার':
জাতীয় অনুষ্ঠান
ক. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. কথিকা: 'নজরুল সাহিত্যে কৃষিভাবনা'
কথক: ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ
গ. বিশেষ গান:
'শ্যামল বরণ বাংলা মায়ের রূপ'
ঘ. নিরাপদ রপ্তানিযোগ্য সবজি উৎপাদনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব
কথক:
কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন
আসর পরিচালনায়:
মাকসুদা খানম
প্রযোজনা নুসরাত হারুন

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

সকাল

৯-৩০ 'স্মরণপারের ওগো প্রিয়'
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে গ্রন্থনাবদ্ধ সঙ্গীতানুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
আয়েত হোসেন উজ্জ্বল
উপস্থাপনা: কয়সাল আহমেদ ও ফারজানা বেলি
প্রযোজনা: হরকিলাস রায়

বেলা

১১-৩০ 'যখন আমার পথ ফুরাল'
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. নজরুল সঙ্গীত
খ. নজরুল সাহিত্যে নারী ও প্রকৃতি: কথিকা
গ. কবিতা আবৃত্তি
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
মো. আলমগীর হোসেন
উপস্থাপনা: মো.আলমগীর হোসেন ও সেলিনা আক্তার শেলী
প্রযোজনা:
নুসরাত জাহান সুমী

বিকাল

৪-০০ 'শিউলিমালা'
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে বিশেষ নাটক
রচনা: ফজলুল করিম
প্রযোজনা: আবু নওশের

জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল

সকাল

৭-২০ সুখের ঠিকানা
ক. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. প্রশ্নোত্তরে আলোচনা:
মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য পরিবার গঠনের শুরুতেই পরিকল্পনার গুরুত্ব
প্রযোজনা: সাহিদা মঞ্জুরী

বহির্বিশ্ব কার্যক্রম

External Service

রাত
১০.৩০মি: (মধ্যপ্রাচ্য)
১.১৫ মি: (ইউরোপ)
'মনে পড়ে আজ'
জাতীয় কবি কাজী নজরুল
ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. জাতীয় কবি কাজী নজরু
ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
স্মরণে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. নজরুল সঙ্গীত: মনে পড়ে আজ
শিল্পী: ইয়াসমিন মুক্তারী
গ. কবিকা:
দ্রোহ ও মানবতার কবি নজরুল
কথক: অধ্যাপক সৌমিত্র শেখর
ঘ. নজরুল সঙ্গীত: শূন্য এ বুকে
শিল্পী: সুজিত মোস্তফা
ঙ. কবিতা: তোমারে পড়িছে মনে
আবৃত্তি: কারহানা পারভীন হক
চ. নজরুল সঙ্গীত: শাওন রাতে যদি
শিল্পী: রেবেকা সুলতানা
গবেষণা ও গ্রন্থনা: তারিক মঞ্জুর
উপস্থাপনা: লাল্টু হোসেন ও
জান্নাতুল ফেরদৌস তমা
প্রযোজনা: উম্মে রুম্মান

Time of Broadcast :
Betn.11-45 &1-00 AM
English 2nd transmission
Duration: 30 minutes
Betn 6-30 & 7-00 PM
English 1st transmission
Duration: 17 minutes
Special Program on
National Poet
Kazi Nazrul Islam
Amare Debo na Vulite
(আমারে দেব না ভুলিতে)
a. Intro on the Death
anniversary of
Poet Kazi Nazrul Islam
b. Song: Amae Nobe go
(আমায় নবে গো)
Singer: Ferdous Ara
c. Talk: Kazi Nazrul Islam-
the poet of rebellion and
humanity
By: Prof. Shoumitra Shekhor
d. Poem Recitation: Sthobdho
Rate (রাতে)
Poet: Kazi Nazrul Islam
Recited By: Mahidul Islam Mahi
e. Song: Amare Debo na Vulite
(আমারে দেব না ভুলিতে)
Singer: Khairul Anam Shakil
Research and Compilation:
Alfazuddin Ahmed Tarafdar
Presented by: Shamim Khan
Produced by:
Umma Farhana Hossain Shimu

ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস

বেলা
১-৩০ 'জনিল হরকে লেখা':
ইসলামী নজরুল সঙ্গীত
২-০০ 'গানই কবিতা, কবিতাই গান'
কাজী নজরুল ইসলাম রচিত
যেসব কবিতা গান হয়েছে
সেসব কবিতার আবৃত্তি ও
গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শফিকুল ইসলাম বাহার
প্রযোজনা: নাদিয়া ফেরদৌস
২-২৫ 'নির্ঝর': কাজী নজরুল ইসলাম রচিত
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মাহমুদা আখতার
প্রযোজনা:
জেড এ সৈয়দ আহসানুল আলম
২-৪০ 'আপনের মানুষ':
সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার প্রদানে:
নজরুল সঙ্গীতশিল্পী প্রিয়াংকা গোপ
সঙ্কলনা: আব্দুস সবুর খান চৌধুরী
প্রযোজনা:
নাদিয়া ফেরদৌস

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম

সকাল
১০-৩৫ 'পথহারা পাখি'
কবিতা নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মাহমুদা আক্তার
প্রযোজনা:
মো.আব্দুল মান্নান

বিকাল
৫-৩৫ 'আমি পাই তারি গান'
গান নিয়ে গ্রন্থিতঅনুষ্ঠান
গ্রন্থনা:
আলিক লায়লা মৌসুমী
উপস্থাপনা: লায়লা নার্গিস
প্রযোজনা: মো.আব্দুল মান্নান

বেতার সংবাদ

উদ্ভাবনী কার্যক্রম 'বাউল'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ইনোভেশন কার্যক্রমের আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ বেতার, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম 'Bangladesh Betar Audio Library' সংক্ষেপে 'BBAuL' ডাটাবেজ সিস্টেম উদ্ভাবন করেছে। বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক জনাব আহমদ কামরুজ্জামান এর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ বেতারের সদর দপ্তরের সভাকক্ষে গত ২৪ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ 'বাউল' উদ্ভাবনী কার্যক্রমটি প্রদর্শন করা হয়। সভায় বাংলাদেশ বেতারের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান) এবং উপমহাপরিচালক (বার্তা)সহ বেতারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতারের পরিচালকের দৈনন্দিন দায়িত্বে কর্মরত জনাব রওনক জাহান, আঞ্চলিক পরিচালক অনুষ্ঠানের মান উন্নয়নে দপ্তরের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম সভায় তুলে ধরেন এবং আশাবাদ ব্যক্ত করেন সফলভাবে চলমান কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারলে আগামী দিনে ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রমের জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পাবে। সভায় 'বাউল' ডেটাবেজটি উপস্থাপন করেন জনাব দেওয়ান মোহাম্মদ আহসান হাবীব, উপপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার।

বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক জনাব আহমদ কামরুজ্জামান প্রদর্শনী সভায় 'বাউল' উদ্যোগটির সফলতা কামনা করেন এবং ভবিষ্যতে উদ্যোগটিকে বেতারের সকল শাখার সমন্বয়ে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান) জনাব সালাহউদ্দিন আহমেদ উদ্যোগের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এই উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নে ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম ভবিষ্যতে আরো জনপ্রিয়তা লাভ করবে। তিনি এই উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

'বাউল' ডাটাবেজের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাৎক্ষণিকভাবে শ্রোতা অনুরোধের গান/তথ্য/অডিও কন্টেন্ট প্রচার করা। কারণ, একজন শ্রোতার দৃষ্টিকোণে, এটিই বেতার কেন্দ্রের যোগ্যতার সর্বোচ্চ মাপকাঠি। এছাড়াও, একটি ব্যবহারবান্ধব বাউল নিশ্চিত করা গেলে অনুষ্ঠান নির্মাণে একজন প্রযোজক কিংবা প্রযোজনা সহকারীকে কখনই শূন্য থেকে শুরু করতে হবেনা, বরং কিছুটা এগুনো পথে কাজ শুরু করতে পারবেন। এতে ভবিষ্যতে বেতার অনুষ্ঠানের মান উন্নয়ন সহজতর হবে। 'বাউল' উদ্ভাবনটি সম্পর্কে আরো সুনির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে, এটি হচ্ছে অনলাইনভিত্তিক ডাটা এপ্লিকেশন সিস্টেম। অনলাইন প্ল্যাটফর্মের ডাটাবেজে শুধুমাত্র অডিও কন্টেন্টের তথ্য সাজানো রয়েছে এবং আলাদাভাবে লোকাল কম্পিউটারে সকল অডিও কন্টেন্ট ফোল্ডারে ফোল্ডারে সুবিন্যস্তভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে, যদি সকল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সম্ভবপর হয়, শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে অডিও ফাইল ক্লাউড ডাটাবেজে আপলোড এবং সংরক্ষণ করা হবে। একজন আগ্রহী শ্রোতা বা পাঠক বাউল ডেটাবেজ সম্পর্কে অনলাইনে সহজেই বিস্তারিত জানতে পারবেন। এই ক্ষেত্রে মোবাইলে http://bbaul.org/ পেজটি ব্রাউজ করতে পারেন।

বেতার ক্যাটাগরিতে-পিআইবি-এটুআই গণমাধ্যম পুরস্কার ২০২১ পেলেন বাংলাদেশ বেতার ঢাকার উপ-আঞ্চলিক পরিচালক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

এটুআই এবং প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর যৌথ আয়োজনে গত ২৭ জুন ২০২১ পিআইবি'র অডিটরিয়োমে বিভিন্ন গণমাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ক রিপোর্টিংয়ের জন্য ৭ ক্যাটাগরিতে ৭ সাংবাদিককে পিআইবি-এটুআই গণমাধ্যম পুরস্কার-২০২১ প্রদান করা হয়েছে।

করোনাকালীন মহামারীতে পরম বন্ধু '৩৩৩', '১৬২৬৩' ও '৯৯৯' ডিজিটাল কলসেন্টারের জনকল্যাণমূলক নাগরিক সেবা নিয়ে 'দরকারি দুই-বন্ধু' শিরোনামের বিশেষ প্রামাণ্য প্রতিবেদনের জন্য বেতার ক্যাটাগরিতে এটুআই গণমাধ্যম পুরস্কার ২০২১ বিজয়ী হন বাংলাদেশ বেতার ঢাকার উপ-আঞ্চলিক পরিচালক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান । পুরস্কার হিসেবে তাঁকে প্রদান করা হয় প্রাইজমানি, সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট।

সরকারের এই তিনটি ডিজিটাল কলসেন্টারের মাধ্যমে মানুষ করোনা মাহামারীতে কীভাবে দিন-রাত তথ্য প্রযুক্তিবান্ধব নানামুখী নাগরিক সেবা পেয়ে উপকৃত হয়েছে, সংকটে জীবন বাঁচিয়েছে, করোনা টেস্ট, টিকা কার্যক্রম এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন হয়েছে কিংবা জনগণের সচেতনতায় কী ভূমিকা রেখেছে এসব কলসেন্টার- তা বিশদভাবে তুলে ধরা হয় 'দরকারী দুই-বন্ধু' শিরোনামের সৃজনশীল বিশেষ বেতার প্রামাণ্য

প্রতিবেদনের মাধ্যমে। এ নিয়ে দ্বিতীয় বারের মত বেতার ক্যাটাগরিতে 'পিআইবি-এটুআই গণমাধ্যম পুরস্কার' অর্জন করলেন তিনি। এর আগে ২০১৯ সালে একই ক্যাটাগরিতে তিনি 'পিআইবি-এটুআই গণমাধ্যম পুরস্কার' পান। জাতীয়-আন্তর্জাতিক ও অন্যান্য পুরস্কার মিলে এটি তার ১৫তম পুরস্কার অর্জন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডা: মোঃ মুরাদ হাসান এমপি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মকবুল হোসেন, বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক আহমদ কামরুজ্জামান, এটুআই-এর প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ আব্দুল মান্নান। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি'র মহাপরিচালক জনাব জাফর ওয়াজেদ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে বাংলাদেশ বেতারের শ্রদ্ধা নিবেদন

১৫ই আগস্ট ২০২১ জাতীয় শোকদিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাৎবার্ষিকী বাংলাদেশ বেতার যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে পালন করেছে। এদিন রাষ্ট্রীয় কর্মসূচির সকল অনুষ্ঠান বাংলাদেশ বেতার সরাসরি সম্প্রচার করে। দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরে বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র ও ইউনিট থেকে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

জাতির পিতার শাহাদাৎবার্ষিকীতে বিসিএস তথ্য-সাধারণ বেতার কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে অসহায় ও দরিদ্রদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক আহমদ কামরুজ্জামান খাদ্যসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। একই দিন বিকেলে জাতীয় বেতার ভবন অডিটোরিয়ামে বিশেষ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক আহমদ কামরুজ্জামান উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্রের পরিচালক কামাল আহমেদের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বেতারের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান) সালাহউদ্দিন আহমেদ, উপমহাপরিচালক (বার্তা) এ.এস.এম জাহিদ এবং প্রধান প্রকৌশলী (দায়িত্বে) মোঃ আক্তার হোসেন মজুমদার বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় বক্তারা বঙ্গবন্ধুর জীবনের নানাদিক তুলেন, বিশেষ করে দেশের স্বাধীনতার পরে প্রতিটি পদক্ষেপে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা, সুদূরপ্রসারী নেতৃত্ব এবং সুদক্ষভাবে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের পুনর্গঠন ও উন্নয়নে সফলতার বিষয়ে সভায় উল্লেখ করা হয়। কুচক্রীদের হাতে বঙ্গবন্ধুর নির্মম শাহাদাৎবরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে ভিন্নখাতে পরিচালিত করার চেষ্টা করা হলেও ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে সত্য আজ প্রতিষ্ঠিত। সকল ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে দেশ আজ এগিয়ে চলেছে।

বাংলাদেশ বেতারের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও কলাকুশলীবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাশেষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারবর্গসহ সকল শহিদদের রুহের মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

বেতার অ্যালবাম

বাংলাদেশ বেতার ঠাকুরগাঁও কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ জেলা পরিষদ ডাকবাংলোয় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন

জাতীয় শোকদিবসে বাংলাদেশ বেতার রংপুর কেন্দ্রের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিল্পী-কলাকুশলীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

শিল্পকলা একাডেমি রাজশাহীতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী কেন্দ্রের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিল্পী-কলাকুশলীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাৎবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস স্মরণে বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও কলাকুশলীবৃন্দের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোকদিবসে বাংলাদেশ বেতার খুলনা চত্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি ভাস্কর্যে বাংলাদেশ বেতার খুলনার পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ

১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্টে শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে বাংলাদেশ বেতার কুমিল্লা কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের অংশগ্রহণ

জাতীয় শোকদিবস স্মরণে বাংলাদেশ বেতার বরিশাল কেন্দ্রে আলোচনা সভায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

বাংলাদেশ বেতার, সিলেট কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে কালেক্টরেট ভবন প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর মুরালে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ।

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোকদিবস স্মরণে বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রামের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে বিশেষ আলোচনা ও দোয়া মাহফিল

১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস স্মরণে 'বাঙালির অস্তিত্বে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জের স্টুডিওতে উপস্থিত প্রফেসর ড. এ.কিউ.এম মাহবুব, উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ, শাহিদা সুলতানা, জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ এবং আঞ্চলিক পরিচালক (দায়িত্বে) রিপন কুমার ভদ্র

জাতীয় বেতার বভন, ঢাকায় আয়োজিত আলোচনা সভায় উপস্থিতদের একাংশ

জাতীয় বেতার বভন, ঢাকায় আয়োজিত আলোচনা সভায় উপস্থিতদের একাংশ

বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদ

প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার কেন্দ্র	সম্প্রচার/ রীলে
বাংলা			
সকাল ৭-০০	২০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও
সকাল ৯-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	ঐ
সকাল ১০-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, কক্সবাজার
সকাল ১১-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	ঠাকুরগাঁও
দুপুর ১২-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার
বেলা ২-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি
বেলা ৩-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান
বিকেল ৪-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা
সন্ধ্যে ৬-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল
রাত ৮-৩০	২০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল
রাত ১১-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল
রাত ১২-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	
ইংরেজী			
সকাল ৮-০০	১০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও
বেলা ১-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার
বিকেল ৫-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল
রাত ৯-৩০	১০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও
রাত ১২-০৫	৫ মিঃ	ঢাকা	

স্থানীয়/ আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা প্রচারিত সংবাদ

ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	আঞ্চলিক বার্তাসংস্থা
বাংলা	সকাল ৮-১০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও
বাংলা	সকাল ১০-০০	৫ মিঃ	খুলনা
বাংলা	সকাল ১১-০৫	৫ মিঃ	কক্সবাজার, ঠাকুরগাঁও
বাংলা	দুপুর ১২-১০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, বান্দরবান
বাংলা	দুপুর ১২-২৫	৫ মিঃ	কক্সবাজার
বাংলা	বেলা ২-০৫	৫ মিঃ	রংপুর, রাঙ্গামাটি, রাজশাহী
বাংলা	বেলা ৩-৩০	৫ মিঃ	কক্সবাজার
মারমা/ চাকমা/ ত্রিপুরা	বেলা ২-০৫	১৫ মিঃ	প্রচার চট্টগ্রাম: (রীলে কক্সবাজার, বান্দরবান)
ইংরেজী	সন্ধ্যে ৬-০৫	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, খুলনা
বাংলা	সন্ধ্যে ৭-০০	৫ মিঃ	ঢাকা (কুমিল্লা ও ঠাকুরগাঁও ঢাকা থেকে রীলে), চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, কক্সবাজার (এফএম১০০.৮)
চাকমা	বেলা ২-০০	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি
মারমা/ তঞ্চঙ্গা/ ত্রিপুরা	বেলা ৩-২০	১৫মিঃ	রাঙ্গামাটি
বাংলা	বিকেল ৩-৫৫	৫ মিঃ	খুলনা
বাংলা	বিকেল ৫-১০	৫ মিঃ	রাজশাহী
বাংলা	সন্ধ্যে ৬-০৫	৫ মিঃ	ঠাকুরগাঁও, খুলনা
বাংলা	রাত ৮-০০	৫ মিঃ	ঠাকুরগাঁও
বাংলা	বিকেল ৫-৩০	৫ মিঃ	কুমিল্লা

বিকেল সংবাদ

প্রকৃতি	ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার কেন্দ্র	সম্প্রচার/ রীলে
বাণিজ্যিক সংবাদ	বাংলা	বিকেল ৫-০৫ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল
খেলাধুলার সংবাদ	বাংলা	রাত ৮-০৫ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা
সার্ক সংবাদ (সোমবার)	বাংলা	সন্ধ্যে ৬-৩৫ মিঃ	৭.৫ মিঃ	ঢাকা	কুমিল্লা
	ইংরেজী	সন্ধ্যে ৬-৪০ মিঃ	৭.৫ মিঃ	ঢাকা	কুমিল্লা
মনিটরিং সংবাদ (মঙ্গলবার)	বাংলা	রাত ১০-০০ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	
মনিটরিং সংবাদ (বুধবার)	ইংরেজী	রাত ১০-০০ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	

সংবাদ পরিক্রমা

ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার দিন	প্রচার কেন্দ্র, সম্প্রচার/ রীলে
বাংলা	সকাল ১০-০৫	১০ মিঃ	প্রতি শুক্রবার	ঢাকা
ইংরেজী	রাত ৯-৪৫	১০ মিঃ	প্রতি বৃহস্পতিবার	ঢাকা চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা (রীলে)

বাংলাদেশ বেতার হতে প্রচারিত অনুষ্ঠানের দৈনিক সময়সূচি:

ক্রমিক নং	ট্রান্সমিটার	অনুষ্ঠান প্রচার সময়	ঘন্টা
ঢাকা	ঢাকা - ক - ৬৯৩ কিলোহার্জ	০৬:৩০ - ১২:০০	৫:৩০
		১৪:১৫ - ২৩:৩০	৯:১৫
	ঢাকা - খ - ৮১৯ কিলোহার্জ	০৬:৩০ - ১২:১০	৫:৪০
		১৪:১৫ - ২৩:১০	৮:৫৫
		০০:০০-০৩:০০	৩:০০
	বাণিজ্যিক কার্যক্রম - ৬৩০ কিলোহার্জ	০৯:০০ - ১৯:০০	১০:০০
	ঢাকা - গ - ১১৭০ কিলোহার্জ	১৫:০০ - ১৭:০০	২:০০
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৭:০০ - ১২:০০	৫:০০
		১৬:০০-২১:০০	৫:০০
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ	১৮:৩০ - ০২:০০	৭:৩০
	এফএম - ৯৭.৬ মেগাহার্জ	১৯:০০- ২৩:০০	৪:০০
	এফএম - ১০০ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ১২:০০	৬:০০
		১৩:০০ - ১৫:০০	২:০০
		১৭:০০ - ২৩:০০	৬:০০
		২৩:০০-২৩:১৫	০০:১৫
		২৩:১৫-০০:০০	০০:৪৫
		০০:০০-০৩:০০	৩:০০
	এফএম - ১০২.০ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ০০:০০	১৮:০০
	এফএম - ১০৩.২ মেগাহার্জ /৯২মেগাহার্জ	----------	
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ	০৯:০০-১৯:০০	১০:০০
		২১:০০ - ২১:৪৫	০০:৪৫
	এফএম - ১০৬ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ১২:০০	৫:৩০
		১৪:১৫ - ২৩:৩০	৯:১৫
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম - ৮৭৩ কিলোহার্জ	৬:৩০ - ১০:০০	৩:৩০
		১২:০০ - ২৩:১০	১১:১০
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:৩০- ১০:০০	৩:৩০
		১২:০০ - ২৩:১০	১১:১০
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ০০:০০	১৮:০০
	এফএম ১০৫.৬ মেগাহার্জ	পরীক্ষামূলক	
	রাজশাহী - ১০৮০ কিলোহার্জ	৬:৩০ - ১০:০০	৩:৩০
		১২:০০ - ২৩:১০	১১:১০
	রাজশাহী - ৮৪৬ কিলোহার্জ	৬:৩০ - ১০:০০	৩:৩০
		১২:০০ - ২৩:১০	১১:১০

রাজশাহী	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ১০:০০	৩:৩০
		১৬:০০ - ২৩:১০	৭:১০
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ	১০:১৫ - ১১:১৫	১:০০ (প্রতি শুক্রবার)
		১৯:৩০-২৩:০০	৩:৩০
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ	৬:৩০ - ১০:০০	৩:৩০
		১২:০০-২৩:১০	১১:১০
	এফএম ১০৫.২ মেগাহার্জ	পরীক্ষামূলক	
খুলনা	খুলনা - ৫৫৮ কিলোহার্জ	০৬:৩০ - ১০:০০	৩:৩০
		১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ১৩:০০	৬:৩০
		১৯:০০ - ২৩:১৫	৪:১৫
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ	১০:১৫ - ১১:১৫	১:০০ (প্রতি শুক্রবার)
		১৯:৩০-২৩:০০	৩:৩০
	এফএম - ১০২ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ১০:০০	৩:৩০
		১৪:৩০ - ২৩:১৫	৮:৪৫
রংপুর	রংপুর - ১০৫৩ কিলোহার্জ	০৬:৩০ - ১০:০০	৩:৩০
		১২.০০ - ২৩:১০	১১:১০
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ৯:০০	২:৩০
		১৪:০০ - ১৭:১০	৩:১০
		১৯:০০-২৩:১০	৪:১০
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ	১৯:৩০-২৩:০০	৩:৩০
		১০:১৫ - ১১.১৫	১:০০ (প্রতি শুক্রবার)
	এফএম - ১০৫.৬ মেগাহার্জ	১৭:১০ - ১৯:০০	১:৫০
		২১:০০-২১:৪৫	০:৪৫
সিলেট	সিলেট - ৯৬৩ কিলোহার্জ	০৬:৩০ - ১০:০০	৩:৩০
		১২:০০ - ২৩:১০	১১:১০
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ১০:০০	৩:৩০
		১২:০০ - ২৩:১০	১১:১০
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ	পরীক্ষামূলক	
	এফএম ১০৫.২ মেগাহার্জ	৬:৩০ - ১০:০০	৩:৩০
		১৯:০০ - ২৩:০০	৪:০০
বরিশাল	বরিশাল - ১২৮৭ কিলোহার্জ	০৬:৩০ - ১১:১০	৪:৪০
		১৬:৩০ - ২৩:১০	৬:৪০
	এফএম ১০৫.২ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ১১:১০	৪:৪০
		১৬:৩০ - ২৩:১০	৬:৪০
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও - ৯৯৯ কিলোহার্জ	৬:৩০ - ১১:১৫	৪:৪৫
		১৬:৩০ - ২৩:১০	৬:৪০
	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ	৬:৩০ - ১১:১৫	৪:৪৫
		১৬:৩০ - ২৩:০০	৬:৩০
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি - ১১৬১ কিলোহার্জ	১৩/০৬/২০১৭ হতে Antenna System ধসে যাওয়ায় বর্তমানে বন্ধ	
	এফএম - ১০৩.২ মেগাহার্জ	১১:০০ - ১৬:৩০	৫:৩০
কক্সবাজার	কক্সবাজার - ১৩১৪ কিলোহার্জ	০৮:৩০ - ১৪:০৫	৫:৩৫
	এফএম - ১০০.৮ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ১৪:০৫	৭:৩৫
		১৯:০০ - ২৩:০০	৪:০০
কুমিল্লা	কুমিল্লা - ১৪১৩ কিলোহার্জ	১৫:৩০ - ২৩:৩০	৮:০০
	এফএম - ১০১.২ মেগাহার্জ	২১:০০ - ২১:৪৫	০০:৪৫
	এফএম - ১০৩.৬ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ০৮:০০	১:৩০
		১৫:৩০ - ২৩:৩০	৮:০০
বান্দরবান	বান্দরবান - ১৪৩১ কিলোহার্জ	১১:৩০ - ১৬:৩০	৫:০০
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ	১১:৩০-১৬:৩০	৫:০০
নওয়াপাড়া	নওয়াপাড়া এফএম ১০০.৮ মেগাহার্জ	০৬:৩০-১০:০০	৩:৩০
		১৪:৩০-২৩:১৫	৮:৪৫
গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ-এফএম ৯২ মেগাহার্জ	০৮:০০-১০:০০	২:০০
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ-এফএম ৯২ মেগাহার্জ	০৮:০০-১০:০০	২:০০
	হোম সার্ভিস শর্টওয়েভ -৪৭৫০ কিলোহার্জ	১২:০০- ২৩:০০	১১:০০
	বহির্বিশ্ব কার্যক্রম (শর্টওয়েভ)		
	ফ্রিকোয়েন্সি ১৫১০৫ কিলোহার্জ	১৮:৩০ - ১৯:০০	০০:৩০
	ফ্রিকোয়েন্সি ৯৪৫৫ কিলোহার্জ	১৯:১৫ - ১৯:৪৫	০০:৩০
	ফ্রিকোয়েন্সি ১৫৫০৫ কিলোহার্জ	২১:১৫ - ২১:৪৫	০০:৩০
	ফ্রিকোয়েন্সি ৭২৫০ কিলোহার্জ	২২:০০ - ২২:৩০	০০:৩০
		২২:৩০ - ২৩:৩০	০১:০০
	ফ্রিকোয়েন্সি ১৩৫৮০ কিলোহার্জ	২৩:৪৫ - ০১:০০	০১:১৫
		০১:১৫ - ০২:০০	০০:৪৫

বাংলাদেশ বেতারের এফ.এম. ট্রান্সমিটার সমূহ

কেন্দ্রের নাম	অনুষ্ঠান	প্রচার সময়	ট্রান্সমিটার (কি.ও.)	তরঙ্গমালা (মেগাহার্জ)	তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিটার)
ঢাকা-৮৮.৮	ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম	০৭০০-২১০০	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
ঢাকা-৯০.০	বহির্বিশ্ব কার্যক্রম	১৮৩০-০২০০	৫	৯০	৩.৩৩
ঢাকা-৯৭.৬	বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১৯০০-২৩০০	৫	৯৭.৬	৩.০৭
ঢাকা-১০০	বিবিসি এর অনুষ্ঠান ঢাকা-একএম ১০০/ ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস বিবিসি এর অনুষ্ঠান ঢাকা-ক বিশ্ব সংগীত নিশুতি অধিবেশন	০৬০০-১২০০ ১৩০০-১৫০০ ১৭০০-২৩০০ ২৩০০-২৩১৫ ২৩১৫-০০০০ ০০০০-০৩০০	৩	১০০	৩.০
ঢাকা-১০২	সিআরআই (চীন)এর অনুষ্ঠান	০৬০০-০০০০	১০	১০২	২.৯৪
ঢাকা-১০৩.২	ফ্রি চ্যানেল	————	৫	১০৩.২	২.৯০
ঢাকা-১০৪	ঢাকা ক ঢাকা খ ঢাকা ক বাণিজ্যিক কার্যক্রম এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান	০৬০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-০৮৩০ ০৯০০-১৯০০ ২১০০-২১৪৫	১০	১০৪	২.৮৮
ঢাকা-১০৬	ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান	০৬৩০-১২০০ ১৪১৫-২৩৩০	১০	১০৬	২.৮৩
চট্টগ্রাম-৮৮.৮	বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-১০০০ ১২০০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২১০০ ২১০০-২১৪৫ ২১৪৫-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩১০	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
চট্টগ্রাম-৯০	সিআরআই (চীন)এর অনুষ্ঠান	০৬০০-০০০০	৫	৯০	৩.৩৩
চট্টগ্রাম-১০৫.৬	পরীক্ষামূলক		২	১০৫.৬	২.৮৪
খুলনা -৮৮.৮	বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-১০০০ ১০০০-১২০০ ১২০০-১৩০০ ১৯০০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২১০০ ২১০০-২১৪৫ ২১৪৫-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩১৫	১০	৮৮.৮	৩.৩৮

কেন্দ্রের নাম	অনুষ্ঠান	প্রচার সময়	ট্রান্সমিটার (কি.ও.)	তরঙ্গমালা (মেগাহার্জ)	তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিটার)
খুলনা -৯০	মিনা/ঢাকার অনুষ্ঠান(প্রতি শুক্রবার) বিনোদনমূলক ঢাকার অনুষ্ঠান রীলে	১০১৫-১১১৫ ১৯৩০-২৩০০	৫	৯০	৩.৩৩
নওয়াপাড়া-১০০.৮	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান রীলে	০৬৩০-১০০০ ১৪৩০-২৩১৫	১০	১০০.৮	২.৯৮
খুলনা-১০২	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান রীলে	০৬৩০-১০০০ ১৪৩০-২৩১৫	১	১০২	২.৯৪
সিলেট-৮৮.৮	বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম ও ঢাকার অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-১০০০ ১২০০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩১০	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
সিলেট-৯০	পরীক্ষামূলক	৫	৯০	৩.৩৩	
সিলেট-১০৫.২	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান	০৬৩০-১০০০ ১৯০০-২১০০ ২১০০-২১৪৫ ২১৪৫-২৩০০	১	১০৫.২	২.৮৫
রাজশাহী-৮৮.৮	বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-১০০০ ১৬০০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২১০০ ২১০০-২১৪৫ ২১৪৫-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩১০	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
রাজশাহী-৯০	মিনা/ঢাকার অনুষ্ঠান(প্রতি শুক্রবার) ঢাকার অনুষ্ঠান	১০১৫-১১১৫ ১৯৩০-২৩০০	৫	৯০	৩.৩৩
রাজশাহী-১০৪.০	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-১০০০ ১২০০-২৩১০	৫	১০৪	২.৮৮
রাজশাহী-১০৫.২	পরীক্ষামূলক	----------	১	১০৫.২	২.৮৫
রংপুর-৮৮.৮	বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-০৯০০ ১৪০০-১৭১০ ১৯০০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩১০	১০	৮৮.৮	৩.৩৮

কেন্দ্রের নাম	অনুষ্ঠান	প্রচার সময়	ট্রান্সমিটার (কি.ও.)	তরঙ্গমালা (মেগাহার্জ)	তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিটার)
রংপুর-৯০	মিনা/চাকার অনুষ্ঠান(প্রতি শুক্রবার) বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১০১৫-১১১৫ ১৯৩০-২৩০০	৫	৯০	৩.৩৩
রংপুর-১০৫.৬	বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান	১৭১০-১৯০০ ২১০০-২১৪৫	১	১০৫.৬	২.৮৫
ঠাকুরগাঁও-৯২	বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় এফ.এম অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় এফ.এম অনুষ্ঠান স্থানীয় এফ.এম অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-১১১৫ ১৬৩০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০	১০	৯২.০	৩.২৬
কুমিল্লা-১০১.২	এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান	২১০০-২১৪৫	২	১০১.২	২.৯৬
কুমিল্লা-১০৩.৬	বিবিসি এর অনুষ্ঠান ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ১৫৩০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩৩০	১০	১০৩.৬	২.৯০
বরিশাল-১০৫.২	বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-০১১১০ ১৬৩০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩১০	১০	১০৫.২	২.৮৫
কক্সবাজার-১০০.৮	বিবিসি এর অনুষ্ঠান ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮৩০ ০৮৩০-১৪০৫ ১৯০০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০	১০	১০০.৮	২.৯৮
বান্দরবান-১০৪	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১১৩০-১৬৩০	৫	১০৪	২.৮৮
রাঙ্গামাটি-১০৩.২	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১১০০-১৬৩০	৫	১০৩.২	২.৯০
গোপালগঞ্জ-৯২	স্থানীয়ভাবে প্রচারিত অনুষ্ঠান	০৮:০০-১০:০০	১০	৯২.০	৩.২৬
ময়মনসিংহ-৯২	স্থানীয়ভাবে প্রচারিত অনুষ্ঠান	০৮:০০-১০:০০	১০	৯২.০	৩.২৬

পদ্মা সেতু

স্বপ্নে ঘেরা পদ্মা সেতু
অথই জলে পড়ে
বিশ্ব মাঝে আছি এখন
মাথা উঁচু করে।

দেশের টাকায় মহাকীর্তি
গর্বে মনটা ভরে
দু'চোখ বেয়ে ঝরঝরিয়ে
সুখের অশ্রু ঝরে।

এপার ওপার মিলন মেলায়
সুখের বার্তা আনে
দেশটা এখন উন্নয়নশীল
সারা বিশ্ব জানে।

উন্নয়নের এমন জোয়ার
কেউ দেখেনি আগে
বুকের মাঝে তাইতো এখন
সুখের স্বপ্ন জাগে।

পদ্মা সেতু গড়ে বাংলায়
বাড়ালো যে সম্মান
জাতির পিতার যোগ্য কন্যা
শেখ হাসিনা তাঁর নাম।

হুমায়ুন আবিদ
বন্দরটিলা, চট্টগ্রাম

শরৎ মানে

শরৎ এলে হাওয়ায় দোলে
শুভ্র কাশের দল।
শরৎ মানেই ঋতুর রাণী
রূপের ঝলমল।

শরৎ মানেই শিউলিমালা,
সাদা মেঘের ভেলা।
শরৎ এলেই জুঁই-মল্লিকা,
সাজায় রূপের ডালা।

শরৎ মানেই নির্মল হাওয়া
নতুন ধানের মঞ্জুরী।
শরৎ মানেই বিলের জলে
শতদল ও পানকৌড়ি।

শরৎ মানে নতুন রূপে
প্রকৃতিটার সাজ।
শরৎ এলেই ঋতুর রাণী,
খুলে রূপের ভাঁজ।

রিয়াজ মাহমুদ রাকুল
কলবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

এই প্রকৃতি

শরৎ এসে প্রকৃতিকে
নতুন সাজে সাজায়,
এলোমেলো বর্ষাঋতু
বিদায়ঘন্টা বাজায়।

আকাশেতে খেলা করে
সাদা মেঘের ভেলা,
কাশফুলেরা হেলেদুলে
দেয় কাটিয়ে বেলা।

ঝিলে, ঝিলে, নদীনালায়
শাপলা ফুলের হাসি,
রূপ বদলের এই প্রকৃতি
অনেক ভালোবাসি।

রূপের সাজে হৃদয় মাঝে
বন্ধু তোমায় ডাকি,
মনের কালো মুছে ফেলে
সাদা জীবন আঁকি।

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
ফুলদাগাড়ী, কুড়িগ্রাম

এক তর্জনীর বাংলাদেশ

এক তর্জনী প্রকাশ করে
অধিকারের ভাষা
প্রেরণা দেয় জীবন দিয়ে
দেশকে ভালোবাসা।

এক তর্জনী স্বপ্ন আশার
বাতি হয়ে জ্বলে
দেশ মাতৃকার মুক্তির তরে
জীবন দিতে বলে।

এক তর্জনী সাহস বাড়ায়
শত্রু রুখে দিতে
স্বাধীন হতে উৎসাহ দেয়
বুলেট বুকে নিতে।

এক তর্জনী ঐক্য গড়ে
পথে নামায় ঢল
শত্রুর বংশ করতে ধ্বংস
বাড়ায় মনোবল।

এক তর্জনীর ইশারাতেই
বাংলাদেশকে পাই
সেই তর্জনী বঙ্গবন্ধুর
অন্য কারো নাই।

মেহ যাদু কবির
তেজগাঁও, ঢাকা

ঋতুর রাণী

খালে বিলে পদ্ম ফুটে
শরৎ এলো তাই,
কাশের বনে মেতে উঠে
খুব আনন্দ পাই।

আকাশ জুড়ে দিনদুপুরে
সাদা মেঘের দল,
শিশির হাসে দূর্বাঘাসে
বিন্দু বিন্দু জল।

গাছের ডালে একই তালে
পাখপাখালির গান,
হাওয়ার ছলে দলে-দলে
নাচে আমন ধান।

হাসনাহেনা শিউলি বকুল
সুবাস ছড়ায় বেশ,
ঋতুর রাণী শরৎ এলেই
সাজে আমার দেশ।

জাহিদ হুসাইন জনি
আম্বরখানা, সিলেট

জয় করে নাও

দাও দাও করে কেঁদো না খোকন
জয় করে নিতে শেখ
নিজের ভাগ্যলিপিটা নিজেই
সংগ্রাম করে লেখ।

যা কিছু লাগবে, জয় করে নেবে
করুণা সয়ো না কারো
তবে তুমি হবে এই পৃথিবীতে
মানবীয় গুণে বড়।

তুমি কি শোনোনি মুজিবের কথা
যুদ্ধের ইতিহাস
তবে কেন কর বৃথা ক্রন্দন
ফেলা দীর্ঘশ্বাস।

আমরা বাঙালি মুজিব তনয়
আমাদের কিসে ভয়?
মুজিব থাকলে ক্ষুদ্র হৃদয়
মহাসমুদ্র হয়।

অমিত কুমার কুন্ডু
বাসা-২৪/ঘ, পুরানা পল্টন লাইন
ঢাকা -১০০০

আড়ালে অস্তিত্বের আবাস

আড়ালে থাকি বলেই তো–
নীলিমায় খোঁজো আমায়।
মৌনমন্ত্র থাকি বলে হও চঞ্চল মুখর,
কষ্টের এপিটাফে লেখে দেই–
নিবিড় ভালোবাসার ব্যাকরণ।
যে বাঁধন অতি-অচ্যুত-নিগূঢ়
জাগাও এক দূরায়নী টানের উদ্ভব
বিমূর্ত কায়ায়–অশরীরী ছায়ায়।

এস ইব্রাহীম হিজি
কাশবনপুর, ধামরাই, ঢাকা

বেতারবাংলা'র নতুন গ্রাহক

গ্রাহক নং- ২০২২
পারভেজ বাকুল
কবি ও সাংবাদিক
বাড়ি # ২১, সড়ক # ০৫
রূপনগর আবাসিক এলাকা
মিরপুর -২, ঢাকা

গ্রাহক নং- ২০২৩
মো. মোস্তাকিন আলী, সভাপতি
রূপসী রেডিও ক্লাব
গ্রামঃ চক কাপাসিয়া, পোস্টঃ চৌমহনী বাজার
থানাঃ কাটাখালী, জেলাঃ রাজশাহী

গ্রাহক নং- ২০২৪
কাজী মাজমুল হুদা (লাল্লু কাজী)
গ্রামঃ বেতাল তালবাড়ী
ডাকঃ পুরাপারা নগরকান্দা
জেলাঃ ফরিদপুর

গ্রাহক নং- ২০২৫
এডভোকেট এস এম মনিরুজ্জামান আকাশ
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি
স্বাধীন বাংলা বেতার শ্রোতা সংসদ
ডাকঃ কুয়াবাসী, জেলাঃ পাবনা

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন পেতে 'সুরক্ষা' সিস্টেমে অনলাইনে নিবন্ধন ও করণীয়

প্রথমে সুরক্ষা (www.surokkha.gov.bd) ওয়েব পোর্টালে প্রবেশ করতে হবে অথবা Android Play Store বা Apple App Store হতে মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে।

নো মাস্ক নো সার্ভিস

১৪ আগস্ট ২০২১ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ চট্টগ্রাম থিয়েটার ইনস্টিটিউটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী ও ১৫ আগস্ট নিহত সকল শহিদের স্মরণে জাতীয় শোকদিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

১১ আগস্ট ২০২১ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ সচিবালয়ে জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে তথ্য অধিদফতর আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও 'বঙ্গবন্ধু ই-কর্নার-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান, তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মোঃ মকবুল হোসেন এবং প্রধান তথ্য অফিসার মোঃ শাহেনুর মিয়া এসময় উপস্থিত ছিলেন

১৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে জাতীয় শোকদিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাতবার্ষিকীতে ঢাকায় সার্কিট হাউজ রোডে অবস্থিত তথ্য ভবনে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন অনুষ্ঠানে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট নিহত বঙ্গবন্ধুসহ সকল শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

১৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাতবার্ষিকীতে ঢাকায় সার্কিট হাউজ রোডে অবস্থিত তথ্য ভবনে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মোঃ মকবুল হোসেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন

৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকায় গুলশানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক-২০২১' বিজয়ীদের সাথে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেছা ইন্দিরা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন

১৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় শোকদিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাতবার্ষিকীতে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে নিরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন

১৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় শোকদিবসে বনানী কবরস্থানে পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট শাহাদাতবরণকারী জাতির পিতার পরিবারের সদস্যদের সমাধিতে ফুলের পাঁপড়ি ছিটিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন